বনমানুষের হাড়

অভীক বসু

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ

জন্ম ঃ ১ ডিসেম্বর ১৯৩২। কলকাতায়। একটি প্রাচীন শিক্ষাব্রতী পরিবারে। ছোট থেকেই অজানার দিকে দুর্নিবার আকর্ষণ। অ্যাডভেঞ্চারের টান জীবনে, চাকরিতে, ব্যবসায়, সাহিত্যে। নামী একটি প্রতিষ্ঠানের পারচেজ ম্যানেজার পদে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি চলে আসেন লেখার জগতে। গোয়েন্দা-সাহিত্যে একনিষ্ঠ থেকে বাংলায় সায়েন্স-ফিকশনকে ত্রিমুখী পন্থায় জনপ্রিয় করতে শুরু করেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান-পত্রিকা 'আশ্চর্য!'র ছদ্মনামী সম্পাদক। এখন সম্পাদনা করেন 'ফ্যানট্যাস্টিক'। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফাদার ঘনশ্যাম, প্রফেসর নাট বল্টু চক্র প্রমুখ চরিত্রের স্রষ্টা।
পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। দীনেশচন্দ্র স্মৃতি, মৌমাছি স্মৃতি, রণজিৎ স্মৃতি ও পরপর দু-বছর 'দক্ষিণীবার্তা'র শ্রেষ্ঠ গল্প পুরস্কার। অনুবাদের ক্ষেত্রে 'সুধীন্দ্রনাথ রাহা' পুরস্কার।
ভালোবাসেন লিখতে, পড়তে ও বেড়াতে।

বনমানুষের হাড়

অদ্রীশ বর্ধন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফ্যানট্যাসটিক প্রকাশনা
কলিকাতা-১৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৫

প্রকাশক ঃ
ফ্যানট্যাসটিক প্রকাশনা
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-১৪

মুদ্রক ঃ
দীপ্তি প্রিণ্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ ঃ ধ্রুব রায়

দাম ঃ আট টাকা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

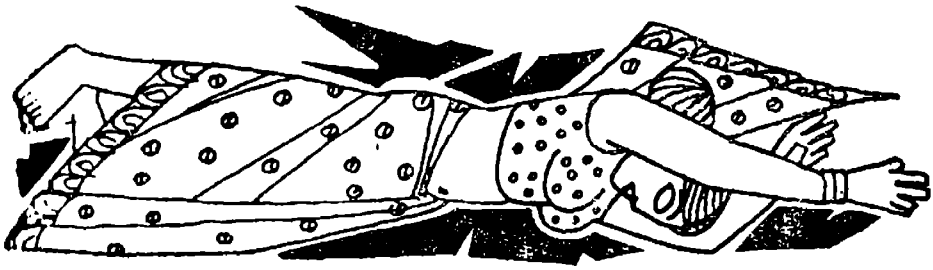

ধাক্কাটা লাগল বৌবাজারের চৌরাস্তার কাছাকাছি।

তখন সকাল আটটা। ছানাপটিতে বাসি ছানা সাজিয়ে বসে দোকানদার। সারি সারি মাংসের দোকানে ঝুলছে সদ্য ছাল-চামড়া ছাড়ানো টাটকা ছাগশিশু।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেই ফুটপাতে দাঁড়াল শ্বেতবসনা তরুণী। পরনে নার্সের পোশাক। শিবমন্দিরে পেন্নাম ঠুকেই পা দিল ট্রাম-রাস্তায়—ওপারে মেডিক্যাল হসপিট্যাল—কর্মস্থল।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের ভেতর থেকে ট্যাকসিটা ছুটে এল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

মন্দিরের উঁচু চত্বর থেকে শিহরিত পুণ্যার্থীরা শুধু দেখল, ট্যাকসি যেন গা ঘষটে বেরিয়ে গেল শ্বেতবসনা সেবিকার। উল্কাবেগে অন্তর্হিত হল ইডেন হসপিট্যাল রোড দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর দিকে।

ছিটকে গিয়ে বুক আর তলপেট ধরে বসে পড়ল মেয়েটি। তারপর আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ল রাস্তায়।

ছুটে এল বইয়ের দোকানদার, চানাচুরওয়ালা, ফলওয়ালা এবং রিকসাওয়ালা। মেয়েটিকে সকলেই চেনে। পাশের বাড়ীতে থাকে। তিনতলায়। একা।

মারা গেছে কি? না। জ্ঞান নেই। আচমকা ধাক্কা তো। তাই সবাই ধরাধরি করে তুলে আনল তিনতলায়। হাতব্যাগেই ঘরের চাবি ছিল। দরজা খুলে খাটে শুইয়ে দিয়ে ডাক দিল চারতলার ডাক্তারকে। ইনি চিরকুমার। কলির ভীষ্ম। মেডিক্যাল কলেজেরই ডাক্তার। নার্স হৈমন্তীকে বিলক্ষণ চেনেন। একটু রসের সম্পর্কও ছিল। এক বাড়ীতে থাকলে, এক জায়গায় কাজ করলে যা অবশ্যম্ভাবী।

হৈমন্তীর নাড়ি টিপে গম্ভীর হলেন সন্দীপন ভট্টাচার্য। নাড়ি নেই। ফুটপাত থেকে তুলে আনতে আনতেই মারা গিয়েছে। গায়ে রক্তের দাগও নেই। বুক আর তলপেট চেপে বসে পড়েছিল হৈমন্তী। তবে কি কিডনী টুকরো টুকরো

BanglaBook.org

হয়েছে ? ফুসফুস বার্স্ট করেছে ?

মড়িকাটা ঘরের দায়িত্ব তাঁরই কাঁধে। তাই ঠিক করলেন হৈমন্তীর মৃত্যুর কারণ নিজেই অন্বেষণ করবেন। ডেথ সার্টিফিকেট তারপরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সন্দীপন ডাক্তার। করিডরের দুপাশে দুসারি ঘর তারপর সিঁড়ি। উদ্বিগ্ন লোকগুলো নানা জল্পনায় ব্যস্ত সেখানে। ভীড় হটিয়ে দিয়ে উঁকি দিলেন ঠিক উল্টোদিকের ঘরটায়।

দরজা ভেজানো ছিল—ঠেলতেই খুলে গেল। খাটে শায়িত কুচভারনম্র রূপসী যুবতীটি কিন্তু চোখ মেলে তাকাল না। তাকাবেও না। একটু আগে ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছেন উনিই। হার্টফেল। যেহেতু ত্রিসংসারে কেউ নেই শ্রাবস্তীর—খবরও দিয়েছেন সৎকার সমিতিতে। ওরা এল বলে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এলেন সন্দীপন। দরজাটা খোলাই রইল। খোলা রইল উল্টোদিকের হৈমন্তীর ঘরের দরজাও।

চারতলায় নিজের ঘরে এসে টেলিফোন তুললেন ডাক্তার। ফোন করে দিলেন হাসপাতালে। ভ্যান পাঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক হৈমন্তীর দেহ।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলেন জানলার সামনে। নিচে ট্রাম রাস্তা চলন্ত ট্রাম আর ডবল-ডেকারের ছাদের পানে চেয়ে ভাবলেন, শ্রাবস্তীর মৃত্যুতে কোন রহস্য নেই। পরিষ্কার হার্টফেল। হার্টের ব্যামো তো আজকের নয়—অনেক দিনের।

কিন্তু রহস্য রয়েছে হৈমন্তীর মৃত্যুতে। ট্যাকসিটা কি ওৎ পেতে ছিল ?

একতলায় মাংসের দোকানের সামনে তখন জটলা চলছে সদ্যনিহত হৈমন্তীকে নিয়ে। শোকবিহ্বল কেউই নয়—নিছক কৌতূহল।

সৎকার সমিতির গাড়ী এসে দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁসে। খোলা লরী। স্ট্রেচার নিয়ে দুজন কর্মী বেরিয়ে এসে বাড়ীর নম্বর খুঁজে নিয়ে উঠে গেল চারতলায়। শ্রাবস্তীর ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন সন্দীপন ডাক্তার।

বললেন—'ডেডবডি আছে তিনতলায়—সিঁড়ি দিয়ে নেমেই বাঁদিকের ঘরে

একটু পরেই সাদা চাদর ঢাকা মৃতদেহ নিয়ে স্ট্রেচার-বাহকরা নেমে এল নিচে লরী চলে শ্মশানের দিকে। ইলেকট্রিক চুল্লী সেই মুহূর্তে খালি থাকায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ছাই হয়ে গেল নশ্বর মরদেহ।

সৎকার সমিতির লরী চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে দুজন ডোম একটা রক্তরস মাখা নোংরা স্ট্রেচার নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এল ইডেন হসপিট্যাল রোডের গেট দিয়ে। খবর পেয়েই ছুটে আসছে। এইটুকু তো পথ। ভ্যানের দরকার নেই।

জানলার সামনে বসে সন্দীপন ভট্ট দেখলেন ওরা আসছে। উঠলেন না।

কিছুক্ষণ পরেই পায়ের আওয়াজ উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে। স্তব্ধ হল দরজার সামনে।

BanglaBook.org

'ভাগ্নেদারবাবু ?'

জানলার সামনে থেকেই বললেন সন্দীপন ভট্ট—'তিনতলায় লাশ আছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই ডানদিকের ঘর—কার্ডটা নিয়ে যা।'

নিজের ভিজিটিং কার্ডের পেছনে হৈমন্তীর নাম লিখে রেখেছিলেন ডাক্তার। বললেন—'ডেডবডির গলায় ঝুলিয়ে দিবি। আর হ্যাঁ—এ লাশ আজকেই পোস্টমর্টেম দিবি।'

'আচ্ছা।'

একটু পরে জানলা দিয়ে সন্দীপন ডাক্তার দেখলেন, সুজনী দিয়ে ঢেকে লাশ নিয়ে যাচ্ছে ডোম দুজন। ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে গেল ইডেন হসপিট্যাল রোডে।

আর একটা সিগারেট ধরালেন ডাক্তার।

চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর দিক দিয়ে যে-ফটক পেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকলে চক্ষু বিভাগ, ঠিক তার পাশেই হতশ্রী লাল-বাড়ীটা অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যায়। নিচে একসারি জানলা। দোতলাতেও সারি সারি জানলা। প্রায় সব সময়ে বন্ধ। বাড়ীটার বাঁদিকে চারতলা চক্ষু বিভাগ—ডানদিকে মস্ত চিমনী, দেয়ালের এবং টিনের শেড। এখানে ধোপাখানা।

লাল বাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে প্রায়ই একটা বিকট দুর্গন্ধ ভেসে আসে নাসিকারন্ধ্রে। গন্ধেন্দ্রিয় বিদ্রোহ করে সেই উৎকট গন্ধে—তাই ঝটপট নাক চেপে পালিয়ে যেতে হয় পুবে অথবা পশ্চিমে। চোখ তুলে তাকানোর ফুরসৎ হয় না।

হলে, প্লেটটা দেখা যেত। ছোট্ট প্লেট। নীল কলাই করা। সাদা হরফে ইংরেজীতে লেখা শুধু একটি শব্দ—মর্গ।

গেটটা কিন্তু সব সময়ে খোলা। এক-আধটা দড়ির খাটিয়াও ঠেস দেওয়া থাকে দেওয়ালে—হঠাৎ দরকার পড়ে শব বহনের জন্যে। কলতলায় সশব্দে কাপড় কাচতে দেখা যায় ডোম আর মুদ্দোফরাসদের।

বাইরে থেকে এর বেশী আর চোখে পড়ে না। ভেতরে ঢুকলে কিন্তু আর এক দৃশ্য।

ঢুকেই বাঁদিকে দেওয়ালের গায়ে যেন অনেকগুলো ড্রয়ার। দেরাজের টানা। আকারে বড়। অদূরে কাঠের লাশকাটা টেবিল। তার সামনে গ্যালারী। ছাত্রদের বসবার জায়গা। শব ব্যবচ্ছেদ দেখার ব্যবস্থা।

ডোম দুজন প্রায় ছুটতে ছুটতেই সুজনী ঢাকা লাশ নিয়ে এল এইখানে। এক-দম তলার ট্রে-টা হড়হড় করে টেনে বার করে স্ট্রেচারের লাশ পাচার করে দিল ভেতরে।

ছোট্টলাল চায়ের মধ্যে পাঁউরুটি ডুবিয়ে খাচ্ছিল। মিশমিশে কালো রং।

BanglaBook.org

চোখ দুটি করমচা-লাল। মধ্যবয়সী। মড়িকাটা ঘরের দুর্গন্ধে সাতদিন পর্যন্ত ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসতে পারেন না অতি-দুঁদে পুলিশ অফিসারও। কিন্তু ছোট্টুলাল নির্বিকার মুখে পাঁউরুটি চিবুচ্ছে ঐরকম বদখৎ গন্ধের মধ্যেও।

ছোট্টুলাল এখানকার বিশ বছরের পোকা। শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় অতিশয় পোক্ত। সন্দীপন ডাক্তারও ওকে দিয়ে কাটাছেঁড়ার কাজ করিয়ে নেন। ভুল-চুক হয় না কখনো।

সেই ছোট্টুলাল কোঁৎ করে পাঁউরুটির গরসটা গিলে ফেলে বললে—'কার লাশ রে পটল?'

পটল বলল—'মেয়েলোকের। ডাগদারবাবু বললে, আজই কাটবেন।'

সন্দীপন ভট্ট এলেন এগারোটায়।

মড়িকাটা ঘরে লাশ ঢুকলে পড়ে থাকে দেওয়ালের টানায়। চব্বিশ ঘণ্টায় আগে সচরাচর কাটাছেঁড়া হয় না। সন্দীপন ভট্ট বিলেতে দেখেছেন, সেখানে ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে। পাছে পচে ফুলে ঢোল হয়ে যায় তাই পোস্টমর্টেম না হওয়া পর্যন্ত লাশ তোলা থাকে ফ্রিজের মধ্যে।

কিন্তু কলকাতার সেরা মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ মর্গে সে ব্যবস্থা নেই। আছে শুধু এয়ারকুলার। ফ্রিজের জন্যে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন ডাক্তার। পচা লাশই কাটত হয় অনেক সময়। মোমিনপুরের মড়িকাটা ঘরের নরককুণ্ডের তুলনায় অবশ্য অনেক ভাল। সেখানে তো লাশ এলে পড়েই থাকে যত্রতত্র। বীভৎস!

কলকাতায় এই দুটিই পুলিশ মর্গ। মোমিনপুর আর মেডিক্যাল কলেজ। পুলিশ ট্রেনিং কোর্সের অঙ্গস্বরূপ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে শব ব্যবচ্ছেদ দেখতে আসেন নয়া পুলিশ অফিসাররা। সন্দীপন ভট্ট তখন নিজেই ছুরি, ছেনি, হাতুড়ি চালান নির্মমভাবে মৃতদেহের ওপর।

আজকেও ক্লাশ আছে নয়া অফিসারদের।

গ্যালারী ঘরে ঢুকে দেখলেন পুলিশ অফিসাররা এসে গেছেন। সবশুদ্ধ দশজন। ছোট্টুলাল যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরী। এক বৃদ্ধার লাশ শোয়ানো রয়েছে টেবিলে।

সন্দীপন ডাক্তার কম কথার মানুষ। মাথায় উলু খড়ের মতন চুল। চশমার ফ্রেম অতিরিক্ত মোটা। শীর্ণ মুখে বেমানান। চাহনি অতিশয় তীক্ষ্ণ। পাতলা ঠোঁট। চৌকোনা চোয়াল।

অভিবাদন বিনিময়ের পর গ্লাভস পরতে পরতে ডক্টর ভট্ট বললেন—'ছোট্টু-লাল, স্টার্ট'।

ছোট্টুলাল তো তাই চায়। পুলিশের সামনে কেরদানি দেখানোর এই সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। পুলিশ হাতে থাকে।

BanglaBook.org

'বুড়িটাকে শেয়ালদা বেলেঘাটার মোড় থেকে তুলে আনা হয়েছে'—গম্ভীর ঢঙে বলে চললেন সন্দীপন ভট্ট—'ভিখিরি ক্লাসের। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়।'

অফিসারদের নজর তখন ছোট্টুলালের ছুরির দিকে। ঠিক যেন কশাইয়ের ছুরি। তীক্ষ্ন ফলাটা অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় একটানে কেটে ফেলেছে কপালের এমোড় থেকে ওমোড় পর্যন্ত। জীবিত অবস্থায় এভাবে ছুরি চালালে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটত। কিন্তু এখন একফোঁটা রক্তও বেরোলো না।

নখ দিয়ে খুঁটে মাথার চামড়া ধরে হেঁচকা টান মারল ছোট্টুলাল। চড়চড় করে চুল সমেত চামড়া উঠে গেল ওপরে। সাদা খুলি দেখা যাচ্ছে তলায়।

তুলে নিল ছেনি আর হাতুড়ি। ব্রহ্মরন্ধ্রের জোড়ে বসিয়ে ঠুক করে মারতেই খুলে গেল করোটির একপাশ। প্রয়োজন মত ঘিলু তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখা হল এফ এস এল অর্থাৎ ফরেনসিক সায়ান্স ল্যাবোরেটরীর জন্যে। খুলি বন্ধ করে দিয়ে ফের ছুরি ধরল ছোট্টুলাল। একটানে গলার নিচ থেকে লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলল তলপেট পর্যন্ত। ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে খুট করে অয়েস্টে মেরে বক্ষপঞ্জর খুলে বের করে আনল ভেতরকার দেহযন্ত্র। এফ এস এল-এর জন্যে টুকটাক দেহাংশ কেটে সরিয়ে রাখল পাত্রে। সময় নিল মাত্র পনেরো মিনিট।

বক্তৃতার তোড় বন্ধ করে ডক্টর ভট্ট শুধু তুলে নিলেন জরায়ুটা।

উঁচু করে ধরে বললেন—'বলুন তো বুড়ির পেটে কোনোদিন বাচ্চা এসেছিল কিনা?'

শুকনো পেঁপের মত ক্ষুদ্রকায় বস্তুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন অফিসাররা। একজন বললেন—'স্যার, আমরা কেউ বিয়ে করিনি এখনো।'

হেসে ফেললেন ডাক্তার ভট্ট—'আমিও করিনি। জরায়ুর সাইজ দেখে বুঝছেন না? পেটে বাচ্চা এলে এত ছোট আর থাকত? ছোট্টুলাল!'

'হুজুর?'

'নেক্সট বডি—হৈমন্তী।'

ঝপাঝপ কাটাছেঁড়া লাশটা সরিয়ে ফেলল ছোট্টুলাল। পুলিশ ভ্যান এসে নিয়ে যাবে শ্মশানে।

দেওয়ালের টানা থেকে বার করে আনল সকালের আনা ডেডবডি। ডাক্তার ভট্ট তখন অফিসারদের দিকে তাকিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলছেন—ঠিক সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে মারা গেছে যে মেয়েটি, এবার তাকে আনছি আপনাদের সামনে। অ্যাকসিডেন্ট। মনে হয় ফুসফুস ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গিয়েছে। অথবা কিডনী টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। মেয়েটি এই হাসপাতালেরই নার্স। ডিউটিতে আসছিল আটটার সময়ে। একটা ট্যাক্সি এসে ধাক্কা মারে ডানদিক থেকে। ওকে আমরা হৈমন্তী বলেই জানতাম। অল্পবয়স। বিয়ে করেনি।—

BanglaBook.org

ছোট্টুলাল, স্টার্ট। হৈমন্তীকে আমি চিনতাম বছর পাঁচেক। একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল।' খট করে একটি শব্দ হল—ডেডবডির খুলি খুলছে ছোট্টুলাল। 'জরায়ুর এখনকার অবস্থা দেখলেই বুঝবেন বাচ্চা হলে কি রকম দাঁড়ায়।' খট করে আরো একটা শব্দ হল—বক্ষ-পঞ্জর উন্মোচিত হল ছেনি আর হাতুড়ির কৃপায়।

ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার ভট্ট এবং থ হয়ে গেলেন।

চোখ ফেরাতে পারলেন না।

লাশকাটা টেবিলে শুয়ে আছে করোটিহীন উদরহীন পরমাসুন্দরী একটি তরুণী। টানাটানা চোখ। পরিষ্কার নখ। তুলি দিয়ে আঁকা ভুরু। নাকের ডগা ভোঁতা—খাড়া কান—মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ।

গলায় কেবল সুতোয় বাঁধা একটি কার্ড—তাতে লেখা ঃ—হৈমন্তী গুহ।

মুখটি কিন্তু হৈমন্তীর নয়।

শ্রাবন্তীর!

পুরো আধ মিনিট শুধু চেয়ে রইলেন ডাক্তার ভট্ট।

ঘাবড়ে গেল ছোট্টুলাল। গলতি হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু কি গলতি?

ভাঙ্গাগলায় শুধোলেন ডাক্তার—'এ বডি কে আনল?'

'পটল।'

'হৈমন্তী কোথায়?'

'জী?'

'ইডিয়ট!' চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার। 'হৈমন্তীর ডেডবডি কোথায়?'

'জী!' ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ছোট্টুলাল।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ডাক্তার ভট্টও। আস্তে আস্তে মনের চোখে ভেসে উঠল ফ্ল্যাটবাড়ীর তিনতলার ছোট্ট করিডর—দুপাশে দুটি করে চারটি দরজা—মুখোমুখি দুটি দরজা খোলা—দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুটি নারীদেহ—মৃতা।

আগে এল সৎকার সমিতি স্ট্রেচার নিয়ে। উনি তাদের বললেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁদিকের ঘরের লাশ নিয়ে যেতে! ওরা ভুল করল। নিয়ে গেল ডানদিকের ঘরের লাশ। হৈমন্তীর শবদেহ।

তারপর এল মুর্দ্দোফরাস দুজন। ওরা নিয়ে এল বাকী ঘরের লাশ—শ্রাবন্তীর মরদেহ!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার—'জেন্টলমেন, ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে লাশ পাল্টাপাল্টি হয়ে গিয়েছে। আজ সকালে একই বাড়ীর মুখোমুখী দুটি ঘরে মারা গিয়েছিল দুটি মেয়ে। একজনের স্বাভাবিক মৃত্যু—আর

BanglaBook.org

একজনের অপঘাত মৃত্যু। সৎকার সমিতি ভুল করে নিয়ে গিয়েছে অপঘাত মৃত্যুর ডেডবডি।—কাটাছেঁড়াই যখন হয়ে গিয়েছে, আপনাদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত দেখতে পারি! প্রশ্ন থাকলে বলুন।'

'কিসে মারা গেছে মেয়েটি?' ধবধবে ফর্সা শ্রাবস্তীর দেহাবশেষ পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন একজন আইবুড়ো অফিসার।

'হার্টফেল! হার্টের রোগ ছিল ছেলেবেলা থেকে। আমি ট্রিটমেণ্ট করতাম।'

'কত বয়স?'

'বছর কুড়ি বাইশ।'

'এত কম বয়সে হার্টের রোগ?'

'আশ্চর্য কিছু নয়।'

'হার্টফেল করলে হার্টের কণ্ডিশন কি রকম থাকে দেখাবেন?'

'নিশ্চয়,' বলে নিজেই এগোলেন ডাক্তার। ছোট্টুলালের হাত থেকে স্ক্যালপেল নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন পাঁজরখোলা বুকের ওপর। পাকা হাত ছোট্টুলালের। পাঁজরের খাঁচা খুলে ফেলে নামিয়ে এনেছে উরঃফলক বরাবর। হুকুম দিলেই দেহযন্ত্রগুলো বার করে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখবে ফুটনোটের মতন।

সন্দীপন ভট্ট কিন্তু চেয়ে রইলেন নিমেষহীন চোখে। তীক্ষ্ণ চোখদুটি তীক্ষ্ণতর হল। চাঞ্চল্য জাগল চৌকোনা চোয়ালে। শীর্ণমুখে উত্তেজনা।

আরও হেঁট হলেন। আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন রক্তমাখা দেহযন্ত্রের মধ্যে। কি যেন অন্বেষণ করলেন ফুসফুস আর হৃৎযন্ত্রের মাঝখানে।

দৃষ্টি সরে এলে বাহুসন্ধির দিকে। বাম বাহু তুলে চোখ নামিয়ে আনলেন লোমশ বাহুমূলের কোটরে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছোট্টুলাল—দুই চোখে অপরিসীম বিস্ময়।

পাগল, না, যৌনবিকারগ্রস্ত? সুন্দরীদের একি জ্বালা? মরেও নিস্তার নেই? বাহুসন্ধিতে নাক ডুবিয়ে করছে কি ডাক্তারটা?

নাক তুলে ঘুরে দাঁড়ালেন সন্দীপন ডাক্তার। মোটা ফ্রেম আর বাইফোকাল লেন্সের আড়ালে সদাউজ্জ্বল চোখ দুটি এখন জ্বলছে ফসফরাসের চোখের মতন। চৌকোনা চোয়ালের হাড় পাথরের মত শক্ত।

বললেন উত্তেজনা-বিকৃত গলায়—'জেণ্টেলমেন, এটা ন্যাচারাল ডেথ নয়—মার্ডার।'

BanglaBook.org

২

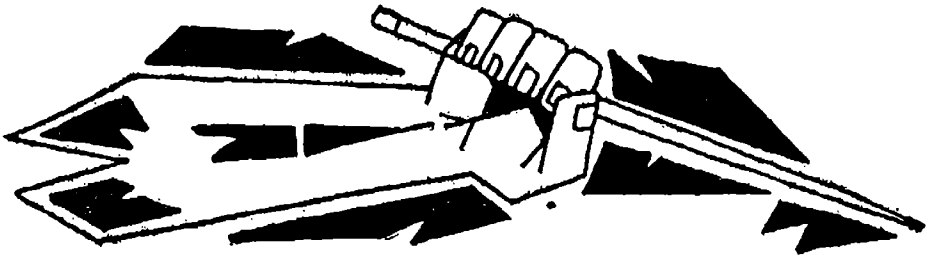

স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন হসপিট্যালে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ জ্ঞান আহরণ করতে। সায়েন্টিফিক ডিটেকসনের প্রয়োজনে এসেছিল। কৃমি নিয়ে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফুটপাতে নেমে বললে—'চ মৃগ, মর্গে ঘুরে যাই।'

ডাক্তার সন্দীপন ভট্ট আমাদের পরিচিত। যদিও মর্গ জায়গাটা সুখাবহ নয় মোটেই, তাহলেও যেতে হল বন্ধুবরের তাগিদে।

গ্যালারী ঘরে ঢুকে দেখলাম, একটা ছোট কাঠের টেবিলে অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে পরম তৃপ্তিসহকারে ভাত খাচ্ছেন সন্দীপন ডাক্তার। ঘর ফাঁকা। গ্যালারী শূন্য।

নাক সিঁটকে বললাম—'আপনি মানুষ না পিশাচ? এই অবস্থায় খেতে পারেন?'

অন্য সময় হলে ছাদ কাঁপিয়ে হেসে উঠতেন সন্দীপন। সেদিন হাসলেন না। মাছের কাঁটা চুষতে চুষতে বললেন—'এসে গেলেন, ভালই হল। আপনাদের কথাই ভাবছিলাম।'

ইন্দ্রনাথ বললে—'কেস আছে নাকি?'

পাতে দই ঢাললেন সন্দীপন—'টেবিলের লাশটা দেখেছেন?'

রক্তমাখা কাপড় ঢাকা দেওয়া একটা লাশ শোয়ানো ছিল কাঠের টেবিলে। দেখেছিলাম আড়চোখে। ইচ্ছে করেই তাকাইনি। এখন ইন্দ্রনাথ একটানে সরিয়ে দিল চাদর।

ধূসর চোখ মেলে রইল শ্রাবস্তী। মুখটি মঙ্গোলীয় ধাঁচের। সেক্সি। চোয়ালে গভীর আত্মপ্রত্যয়। কপাল বরাবর কালো সুতোর সেলাই। চোখের পাতা খোলা। পাতলা ঠোঁটদুটি সামান্য ফাঁক করা—সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। মসৃণ পেলব চামড়া। সারা গায়ে যেন মাখনের পালিশ। মৃত্যুর পরশ লেগেছে বলে মনেই হয় না। হাত এবং পায়ের নখ নিখুঁতভাবে কাটা।

BanglaBook.org

মুখটি ছেলেমানুষীতে ভরা।

সপাৎ শব্দে মুখে গরস তুললেন সন্দীপন—'কি দেখলেন ?

ইন্দ্রনাথ পলকহীন চোখে মেয়েটির চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেখতে দেখতে বললে—'কিসে মৃত্যু ?'

'বলছি। তার আগে শুনুন, লাশটা এখানে এল কিভাবে।' বলে লাশ পাল্টাপাল্টির কাহিনী সবিস্তারে বললেন ডাক্তার। শ্রাবস্তী খুন হয়েছে—এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পর আর ক্লাস নিতে পারেন নি। পুলিশ ট্রেনী অফিসাররা চলে গেছেন।

ইন্দ্রনাথ বুকের ওপর দু হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। এখন বললে—'ডেথ সার্টিফিকেট আপনি লিখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'মৃত্যুর কারণ ?'

'কার্ডিয়াক।—অনেকদিনের রোগ।—ন' বছর বয়স থেকে। আমি দেখতাম বছর দুই।'

'তাই অত তলিয়ে দেখেন নি ?'

'হ্যাঁ। ধরা সম্ভবও ছিল না।—এ রকম খুন কখনো দেখিনি। অভিনব।'

'কিভাবে ?'

'সাইকেলের স্পোক দিয়ে।'

নিজের গালে হাত বুলোতে বুলোতে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। আমি কিন্তু উসখুস করে উঠলাম ভেতরে ভেতরে। সাইকেলের স্পোক দিয়ে খুন ? সন্দেহের অঙ্কুরটা একই সময়ে দেখা দিয়েছিল নিশ্চয় ইন্দ্রনাথের মগজেও। আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে হেঁট হয়ে পড়ল শ্রাবস্তীর মৃতদেহের ওপর। চিত করে শোয়ানো লাশ পাশ করে শুইয়ে চোখ নামিয়ে আনল পিঠের কাছে।

ঢক ঢক করে জল খেলেন সন্দীপন ডাক্তার। গেলাস নামিয়ে রেখে বললেন—'ও মশাই, আপনার ফ্রেন্ড কি খুঁজছেন পিঠে ?'

'শিরদাঁড়ায় একটা ছেঁদা। প্যারালাইজ করা হয়েছিল কেনা দেখবার জন্যে।'

'প্যারালিসিস হতে যাবে কেন ? শ্রাবস্তী খুন হয়েছে।'

লাশটা চিত করে শুইয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

বলল—'কিছুদিন আগে সাইকেলের স্পোক দিয়ে হাওড়ায় একজনকে প্যারালাইজ করে দেওয়া হয়েছে। লোকটা দাগী আসামী।'

'কি করে ?'

'সাইকেলের স্পোক দেশলাই দিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে শিরদাঁড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'তাই বলুন। দেশলাই দিয়ে পুড়িয়ে নিয়েছিল—জীবাণুশূন্য করে নিয়েছিল—যাতে বিষিয়ে গিয়ে না মরে যায়। পঙ্গু হয়ে সারাজীবন কষ্ট পায়। তাই তো?'

'হ্যাঁ—কষ্ট পাচ্ছেও বটে পাঞ্জরেজ।'

'পাঞ্জরেজ?'

'লোকটার নাম। পাঞ্জাবীর পাঞ্জ, ইংরেজের রেজ। বাপ ছিল ইংরেজ, মা পাঞ্জাবী।'

সন্দীপন এঁটো হাত নেড়ে বললেন—'কিন্তু শ্রাবস্তীকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো ইচ্ছেই ছিল না হত্যাকারীর। কি করে মেরেছে শুনবেন? দাঁড়ান হাতটা ধুয়ে আসি।'

গেলাসের জলেই হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে গ্যালারীর আসনে বসলেন ডাক্তার। আমরাও বসলাম। উনি বললেন—'ধরুন সাইকেলের স্পোকটা ইঁটে ঘসে বেশ ছুঁচোলো করে নেওয়া হল। তারপর—আসুন লাশের কাছে আসুন।'

বিনাবাক্যব্যয়ে উঠে গেলাম বিগত-প্রাণ শ্রাবস্তীর নগ্ন দেহের পাশে। বাঁ-হাতটা তুলে ধরলেন ডাক্তার। শ্রাবস্তী সুন্দরী, আধুনিকা, অথচ বাহুসন্ধি পরিষ্কার রাখত না কেন বুঝলাম না। স্যাডিজম নিশ্চয়। বিকৃত যৌনবাসনা। আমুণ্ডিত কেশগুচ্ছ রিট্র্যাকটর দিয়ে সরিয়ে ধরে ডাক্তার বললেন—'দেখতে পাচ্ছেন?'

ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ—'মশার কামড় মনে হচ্ছে?'

'না। ঐখান দিয়েই সাইকেলের স্পোক ঢুকোনো হয়েছে শরীরের মধ্যে। তৃতীয় আর চতুর্থ পাঁজরার ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিয়ে পাঞ্চার করে দিয়েছে অ্যাওর্টা।'

'হত্যাকারী কি ডাক্তার?'

'অত সহজে সিদ্ধান্ত নেবেন না, ইন্দ্রনাথবাবু। যে কেউ এভাবে খুন করতে পারে—যদি শারীরস্থান সামান্য জানা থাকে। হার্ট থেকে ওপর দিকে উঠেছে মহাধমনী। খুব শক্ত হয় মহাধমনীর গা। স্পোকটা ঢুকিয়ে ওপাশের কাঁধ লক্ষ্য করে ঠেলে দিলেই ঠেকবে মহাধমনীতে—সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যাবে। যদি না ঠেকে দু-চারবার এদিক ওদিক করলেই অ্যাওর্টা ফুটো হয়ে যাবে।'

'মেয়েটি কি ততক্ষণ চুপ করে থাকবে?'

'মুখে বালিশ চাপা দেওয়া ছিল। দেখছেন না মুখে ধস্তাধস্তি বা আঁচড়ের কোনো দাগই নেই?'

'কতক্ষণ লেগেছিল মরতে?'

'দশ থেকে পনেরো মিনিট। ব্রেন রক্তশূন্য হতেই নেতিয়ে পড়েছে। অ্যাওর্টার রক্তচাপ অতি সাংঘাতিক। কলেজ লাইফে একবার অপারেশন করতে গিয়ে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠ ভিজিয়ে দিয়েছিল।—শ্রাবস্তীর ক্ষেত্রে রক্ত

BanglaBook.org

ভেতরে জমেছে। মাস্‌ল্‌, লাংস, টিশ্যুর ছেঁদা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এতগুলো স্তরের নামমাত্র ছেঁদা দিয়ে রক্ত বাইরে আসতে পারেনি। তারপর ন্যাকড়া বা রুমাল দিয়ে স্পোকের মুখটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে টেনে নেওয়া হয়েছে। সামান্য যে-টুকু রক্ত লেগেছিল বগলে—তা মুছে নেওয়া হয়েছে। এখন বলুন বাইরে থেকে দেখে কাঁড়িয়াক ফেলিওর ছাড়া আর কি বলব ?'

জবাব দিল না ইন্দ্রনাথ। শ্রাবস্তীর পায়ের নখ দেখতে দেখতে বললে—'মেয়েটি টাকাওলা ঘরের মেয়ে নিশ্চয়।'

'মোটেই না,' হেসে বললেন ডাক্তার। পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে পেট চালাতো। একা থাকত। বিয়ে করেনি। যদিও—' ঠোঁট টিপে বললেন পরের কথাগুলো—'বছর দুই আগে কৌমার্য হারিয়েছে। আশ্চর্য কিছু নয়। বাচ্চা যদিও হয়নি।'

ইন্দ্রনাথ বললে—'তবুও বলব, শ্রাবস্তীর হাতে টাকা ছিল। পায়ের নখটা দেখছেন না ? রেডিমেড জুতো পরলে আঙ্গুল মুড়ে থাকত—নখ এত নিখুঁত হত না। রেডিমেড জুতো হয় টাইট, নয় আলগা হয়—পর-পর দুটো সাইজ নিলে দেখা যায় জুতো কেবল লম্বাতেই বেড়েছে। কিন্তু এ মেয়ের জুতো সেরকম নয়। অর্ডার দেওয়া। তাই পায়ের পাতা সমানভাবে ফেলার উপযুক্ত করে চওড়া শ্রাবস্তীর পায়ের পাঞ্জাও চওড়া। রেডিমেড জুতো এ সাইজে পাওয়া যায় না।'

সন্দীপন ডাক্তার বললেন—'প্রশংসা করা আজকাল খুবই কঠিন, বিশেষ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের। কিন্তু আমি করছি।—আর কিছু ?'

পায়ের নখ থেকে সোজা চোখের মণিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ইন্দ্রনাথ—'বিড়ালাক্ষী মেয়েদের চরিত্র নিয়ে এবার কিছু বলা যাক।'

'বিড়ালাক্ষী!' বলে শ্রাবস্তীর ধূসর চক্ষুতারকার পানে চেয়ে ভীষণ চমকে উঠলেন সন্দীপন ভট্ট—'একী কাণ্ড! শ্রাবস্তীর চোখ তো কালো রংয়ের। মরবার পর চোখের তারার রং পালটে যায় জানতাম না তো!'

উলুখড় চুলে আঙ্গুল চালিয়ে বিমূঢ় চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সন্দীপন। তারপর আস্তে আস্তে বসে পড়লেন এঁটো থালার সামনের চেয়ারে।

ভ্রূকুটি করল ইন্দ্রনাথ। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একপাশ কামড়ে চেয়ে রইল শ্রাবস্তীর চোখের দিকে। এ চোখ সেই সব মেয়েদের শ্রীমুখে দেখা যায় যাদের দেহমনে যৌনতা—ধূসর চোখজোড়া যেন শক্তিশালী ম্যাগনেট—ঐ চোখে তাকিয়ে কুন্দদন্তে একটু ফিকে হাসি হাসলে রক্তে আগুন ধরে যায়। বেড়ালের ছদ্মবেশ ধারণ করে সেকালে লংকাকাণ্ড করে ছাড়ত ডাইনীরা—কারণ বেড়ালদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নাকি যে কোনো প্রাণীর চেয়ে বেশী। মানুষের বেড়ালচোখেও কি সেই অদৃশ্য শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে ?

আবোল-তাবোল চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল দোরগোড়ায় একটি মূর্তি

BanglaBook.org

আবির্ভূত হতে। পরনে কালো কর্ডুরয়ের প্যাণ্ট এবং জ্যাকেট।

গলা থেকে কৃত্রিম কফ সাফ করে নিয়ে বললে সে—'কার ছবি তুলতে হবে স্যার?'

লোকটার কাঁধে কিটব্যাগ, পিঠে কুঁজ। মুখে বড় বড় দাঁতের মুলো হাসি। রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঝাঁটা গোঁফ। রাত্রিকালে এ চেহারা আচমকা দেখলে রক্ত ছলকে উঠতে পারে—বিশেষ করে মর্গের মধ্যে।

সন্দীপন ডাক্তার অস্পষ্ট স্বরে বললেন—'এই যে বক্তিয়ার খিলজী, এসে গেছো।'

'এ-জ্ঞে', ছোলদাঁতী হাসি হাসল বক্তিয়ার খিলজী। নামটা আমাদেরই আদর করে দেওয়া। বক্তিয়ার খিলজীকে চেনে সবাই ওর বকবক করার স্বভাবের জন্যে। ঐতিহাসিক নামকরণ ঐ কারণেই।

বক্তিয়ারকে দেখেই কৌতুক নেচে উঠল ইন্দ্রনাথের চোখে—ইঙ্গিতে লাশ দেখিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে। খিলজী মহাশয় ঝুলি থেকে ঝটপট ক্যামেরা বার করে ফেলল। পুলিশের ফটোগ্রাফার সে। একাই একশ। মুখ চলল সমানে—'উহ্‌রে ফাদার।'

কেউ জবাব দিল না দেখে ফোকাস ঠিক করতে করতে ফের বললে—'আণ্টসাণ্ট বকছি বলে স্যার রাগ করলেন? দিন না মুখটা সেলাই করে···যাই বলুন···মেয়েটার চোখ দেখেছেন?' পটাস-পটাস শব্দে ছবি তুলে ফেলল বক্তিয়ার। পর-পর কয়েকটি স্ন্যাপ নিয়ে বললে গজদন্তের মিনার-বাহার দেখিয়ে—'ফ্যাট ফ্যাট করছি বলে কমপ্লেন করবেন নাকি স্যার? হায় হায় হায়···জানেন না? আমি হলুম বেঙ্গল টকেটিভ ফোর্স···।'

চলে গেল বক্তিয়ার খিলজী। এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে শ্রাবন্তীর দিকে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। সন্দীপন ভট্ট ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছিলেন।

ইন্দ্রনাথ বললে—'ভুল দেখেননি তো?'

চিন্তাঘন চোখে ডাক্তার বললেন—'শ্রাবন্তীর সঙ্গে দহরমমহরম তো দূরের কথা—দেখা সাক্ষাৎও ছিল না। ও পিয়ানো বাজায়—আমি ওপর তলায় বসে শুনি। বাড়ী থেকে তো বেরোতোই না। মনে হয় চোখের রং কালোই দেখেছিলাম।'

'পি-এম করার সময়ে?'

'দেখিনি—আমার মন ছিল খাঁচার ভেতরে।'

পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট বার করে ইন্দ্রনাথ ফের বললে—'শ্রাবন্তীর বডি নিয়ে যাওয়ার জন্যে সৎকার সমিতিকে খবর দিয়েছিলেন আপনি—কেন?'

'অনাথ বলে।'

'কি করে জানলেন?'

BanglaBook.org

'বাড়ীর সবাই জানে। বাড়িউলিকে জিজ্ঞেস করে আমি জেনেছিলাম। সৎকার সমিতিকে নামধাম জন্মতারিখ আমিই জানিয়েছিলাম।—একটা সিগারেট দিন।—ব্যাচেলরকেই সমাজসেবা করতে হয় ইন্দ্রনাথবাবু। সংসারীরা ঝঞ্ঝাট ভালবাসে না।'

'জানি।' দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি সন্দীপন ভট্টের সিগারেটের ডগায় ধরে বলল ইন্দ্রনাথ—'জন্মতারিখ কোত্থেকে জানলেন?'

'ল্যান্ডলেডী মিসেস চট্টরাজের কাছে। শুনবেন?' বলে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গড়গড় করে বললেন—'নাম, শ্রাবন্তী গুহ। জন্মতারিখ—পয়লা ডিসেম্বর, ১৯৫০। বাঙালী। ঠিকানা—আমি যে বাড়ীতে থাকি। অবিবাহিতা। পেশা—মিউজিক টিচার। আত্মীয়—কেউ নেই।'

ভুরু কুঁচকে শুনছিল ইন্দ্রনাথ। ডাক্তার ভট্ট থামতেই বললে—'একটা খোঁজ দিতে পারেন?'

'ফরমাইয়ে।'

'লাশ পাল্টাপাল্টি হয়েছে হঠাৎ—ঠিক?'

'বিলকুল।'

'হত্যাকারী নিশ্চয় নজর রেখেছিল শ্রাবন্তীর দেহের ওপর। সৎকার সমিতির লরীতে লাশ পাচার হওয়াও দেখেছে। দাহ না পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। তাই তো?'

'নিশ্চয়,' সোজা হয়ে বসলেন ডাক্তার ভট্ট।

'শ্মশানে কে হাজির আছে খোঁজ নেবেন টেলিফোনে?'

খোঁজ নেওয়া হল ডাক্তার ভট্টের অফিস টেলিফোন মারফৎ। ইন্দ্রনাথ প্ল্যান করেছিল, দাহ যদি এখনো না হয়ে থাকে—সোজা শ্মশানেই যাবে। কিন্তু সমিতি থেকে জানালে—লরী ফিরে এসেছে। দাহ শেষ। নাভিকুন্ডলী যথারীতি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দাহ দেখবার জন্যে কেউ হাজির ছিল কী?

ছিল বৈকি। কোটপ্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কার লাশ? শ্রাবন্তী গুহর? ঠিক সেই মুহূর্তে লাশ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল চুল্লীর মধ্যে। সৎকার সমিতির লোকজন বলেছিল—'হ্যাঁ, ডেথ সার্টিফিকেটে তাই আছে।' 'কিসে মারা গেল শ্রাবন্তী?' জিজ্ঞেস করেছিল ভদ্রলোক। 'হার্টফেল', জবাব দিয়েছিল সৎকার সমিতি। শুনে আর দাঁড়ায়নি ভদ্রলোক। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল শ্মশান থেকে। লোকটা খুব ফর্সা—লালচে রঙ। দোহারা চেহারা। বছর চল্লিশ বয়স। চাকাপানা মুখ।

টেবিলের কোণে উদগ্রীব হয়ে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। মুখ উজ্জ্বল হল টেলিফোনের বার্তা শুনে!

BanglaBook.org

হেসে বলে—'এত সহজে নাগাল পাব ভাবতেও পারিনি। একে অনাথ, ত খুন হয়েছে রাত্রে। ছাত্রছাত্রীরা জানবার আগেই দাহ শেষ—নইলে ফুলের তো নিয়েও আসত অনেকে।—তা সত্ত্বেও যখন কেউ খোঁজ নিয়েছ—সেই মার্ডারার

ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার ভট্ট—'আমি চলি। ডিউটি আছে।'

আমরাও উঠে দাঁড়ালাম।—ইন্দ্রনাথ মানসিক জল্পনার সুরে বলল—'রাগে মাথায় যারা ছত্রিশবার ছুরী মেরে প্যাণ্টে ছুরীর রক্ত মোছে, তারা রাগী খুনী যারা খুন করার পর আঙুলের ছাপ মোছে—লাশ লুকোয়—তাদের বজ্রআঁটুনী থাকে ফস্কা গেরো। কিন্তু—'

দরজার দিকে পা বাড়িয়েও বাকী কথাটা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলে সন্দীপন ডাক্তার।

মাথা নাড়তে নাড়তে বললে ইন্দ্রনাথ—'খুনের হাতিয়ার এখানে একটা সাই কেলের স্পোক—ছুরী নয়, বোমা নয়, পিস্তল নয়, স্পোক দিয়ে খতম করার ম আইডিয়া ফালতু লোকের মাথায় আসে না। এই হল আমার প্রথম সূত্র।'

'দ্বিতীয়টা?' শুধোলেন ডাক্তার।

'শ্রাবস্তীর মত সুন্দরী, ঘরকুণো মিউজিক টিচারের সঙ্গে একদল খুনে গুণ্ডা সংঘর্ষ কেন লাগল—এই হল দ্বিতীয় সূত্র।'

হেসে বললেন ডাক্তার।—'ব্যাগার খাটুন—তাতে মৃগাঙ্কবাবুর পোয়াবারো—গল্পের মশলা তো মিলবে।'

ইন্দ্রনাথ না হেসে বললে—'লাশ এখন থাকবে—শ্মশানে পাঠাবেন না।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩

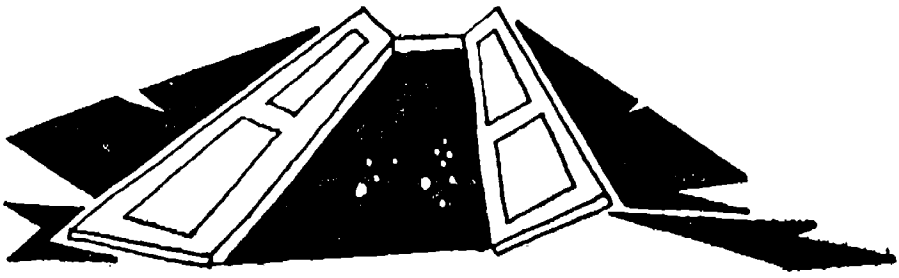

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'কিরে, ব্যাগার খাটবি ?'

'গিন্নী ফায়ার হয়ে যাবে।' কব্জিঘড়ি দেখে বললাম। 'বারোটা বাজল।'

'বাজুক।—গিন্নী ফায়ার হলে প্রেম জমে ক্ষীর হবে।—মৃগ, এ কেসের তদন্তে একটা জিনিস খুব বেশি দরকার।'

'কী ?'

'স্পীড। সব নির্ভর করছে তদন্তের গতির ওপর।—চ, আগে লালবাজারে।'

ছেচল্লিশ নম্বর বাসটা ঠিক সেই সময়ে উল্টোদিকের স্টপেজে এসে দাঁড়াল। দৌড়ে গিয়ে আমরা উঠে পড়লাম সামনের গেটে। ইন্দ্রনাথ ভেতরে গেল না। কয়েকজন যাত্রী নীরবে মুচকি হাসল মহিলা গেটে তরুণীসান্নিধ্য লাভের চ্যাংড়া-প্রয়াস দেখে। ভ্রূক্ষেপ করল না ইন্দ্রনাথ। ঝুলতে ঝুলতে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিল রাস্তার পাশেই বড় বাড়ীটা। আজ সকালেই ডবল ডেড বডি নিয়ে বিভ্রাট ঘটেছে সেখানে।

লালবাজারে ও-সি, হোমিসাইড রজনী দেবনাথ আমাদের পুরোনো বন্ধু। ফর্সা গোহারা চেহারা। স্বাস্থ্যবান এবং সুপুরুষ। সামান্য টাক দেখা দিয়েছে সামনের দিকে। গায়ের রঙ দাড়িম্ব ফলের মতন টুকটুকে।

কাঠের টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছিল দেবনাথ। সহাস্যে বললে—'কথাটা ঠিকই শুনেছি। একশটা শকুন মলে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হয়।—খুব তাড়াতাড়ি গন্ধ পেয়েছিস তো ?'

ইন্দ্রনাথ বললে—'পা নামিয়ে ভদ্রলোকের মত বস।—দেব, কেসটা হাইলি ইন্টারেস্টিং। আমি মাথা ঘামাতে চাই।'

pathagar

'বেশ তো। ল্যাবোরেটরী রিপোর্টগুলো আসুক।'

'তার আগেই তদন্ত শুরু করতে চাই।—দেব, স্পীড চাই, স্পীড। হত্যাকারী

BanglaBook.org

এখনো জানে না যে আমরা জেনে ফেলেছি শ্রাবস্তী খুন হয়েছে।'

তুড়ি মেরে ছাই ঝাড়ল দেবনাথ—'খুব এক্সাইটেড দেখছি? স্পীড চাই তো মরতে লালবাজারে কেন? যাও না খুনের জায়গায়?'

'তোকে নিতে এসেছি। আর একটা কথা বলতে এসেছি।'

'কী?'

'খুনের খবর যেন কাগজে না বেরোয়।'

নির্নিমেষে চেয়ে রইল দেবনাথ। আস্তে আস্তে বললে—'তাই হবে।'

পুলিশ জীপ নিয়ে তিন বন্ধু পেঁছোলাম গণিকাপল্লীর সামনে। জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে গেলাম তিনতলায়—ল্যাণ্ডলেডী মিসেস চট্টরাজের ফ্ল্যাটে।

বাড়ীটায় যে এত কারবার, বাইরে থেকে বোঝার জো নেই। পুস্তক প্রকাশকের আপিস, টুরিস্ট কোম্পানীর ঘাঁটি, হোমিও ল্যাবরেটরী, ঘটক দপ্তর—কি নেই। সাড়ে বত্রিশ ভাজা বলতে যা বোঝায়, তাই। তারই মাঝে খানকয়েক ফ্ল্যাটে সংসার পেতে বসে আছে কয়েকটি পরিবার। শাড়ি শুকোচ্ছে, সায়া উড়ছে। অর্ধনগ্ন শিশুরা খেলা করছে। সিঁড়ির কোণে পানের পিক, দেওয়ালে বিস্তর 'অমৃত' বচন, অধিকাংশই অমুকের সঙ্গে অমুকের বিবাহের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা

সেকেলে বাড়ী। মাঝে আয়তাকার দালান। দালান ঘিরে ঘর। দোতলা এবং তিনতলাতেও তাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দুসারি ঘর করিডরের দুপাশে। একটি বারান্দা রাস্তার ধারে—আরেকটি ভেতর দিকে।

মিসেস চট্টরাজ থাকেন লোহার কোলাপসিবল গেট দিয়ে সুরক্ষিত অংশে। কলিংবেল টিপতেই শাড়ির খুঁটে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল কালো রঙের একটি ঝি। সোমত্ত বয়স। নাক ভোঁতা এবং যৌবনবতী।

দেবনাথের কোমরে রিভলবারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গেটের ওপর থেকে বলল মেয়েটি—'কাকে চাই?'

'গেটটা আগে খোলো।—মিসেস চট্টরাজ বাড়ী আছেন তো?' দেবনাথ ইচ্ছে করেই রূঢ় হল। তদন্ত তুরঙ্গগতিতে সারতে হলে শক্ ট্যাকটিকস দরকার—বাক্যবিন্যাসের সময় থাকে না।

'আছেন।—দাঁড়ান আসছি।' বলেই ঝাঁ করে মেয়েটা পালিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পানখাওয়া দাঁত বার করে বললে—'সাবুদিদির জন্যে এসেছেন বুঝি?' বলে চাবি দিয়ে খুলে দিল গেটের তালা।

'সাবুদিদি কে?' ফটক খুলতে খুলতে বলল দেবনাথ।

'ঐ যে গো হোথায় থাকতেন। সকালে দেখলুম মরে পড়ে আছেন।'

'শ্রাবস্তী গুহ?'

'ঐ হোলো।—এদিকে আসুন।'

ঝি হলেও কালো মেয়েটির কথায় এবং চলায় চটক আছে। স্থানমাহাত্ম্য বোধহয়। এ-পাড়ার ইথারে ভাসছে কামনার তরঙ্গ। কে জানে, রাত নামলে

BanglaBook.org

[illegible]র পাড়ায় যায় কিনা···

'শমিতা, কে রে ?' কাঁপা গলায় হাঁক শোনা গেল ভেতরে।

'পুলিশের লোক মা।'

ঘরটা বড়। সাদা মার্বেলের মেঝে। আসবাবপত্রে ঠাসা এবং সবই রাণী ভিক্টোরিয়া যখন দেশের রাণী ছিলেন—তখনকার।

উঁচু পালঙ্কে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন অতিকায় এক বৃদ্ধা। ফর্সা ধবধবে গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে চোয়ালের ধার বেয়ে গলকম্বলের মত। টিকালো নাক এবং আবিল চোখদুটি কিন্তু এত বয়সেও সজাগ। আদুর গা। খাওয়া শেষে বোধ হয় পা টেপাচ্ছিলেন শমিতাকে দিয়ে—সামনে পানের বাটা। শমিতা গিয়ে বসল পাশের টুলে—হাত রাখল পায়ের ডিমে।

'কি চাই ?'

'আমরা পুলিশ থেকে আসছি।' কাটা-কাটা স্বরে বললে দেবনাথ। 'শ্রাবস্তী গুহ সম্পর্কে দুচারটে কথা জানতে চাই।'

'শ্রাবস্তী ! পিয়ানোর মাস্টার !' তীব্র কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধা। 'বাহাত্তর বছরেও এমন কাণ্ড কখনো দেখিনি। শ্রাবস্তীর ডেথ 'সার্টিফিট' লিখেছে এই ভট্ট ডাক্তার। তার কাছেই যাও না বাছা।'

তীব্রকণ্ঠে দেবনাথ বলল—'শ্রাবস্তী গুহকে খুন করা হয়েছে—তাই আপনাকে দরকার।'

সরুমোটা শব্দ মিলিয়ে হাস্যকর একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল মিসেস চট্টরাজের গলা দিয়ে।

শমিতা চমকে উঠে দাঁড়াল টুল থেকে।

ইন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে বলল—'বোসো। সাবুদিদি যে মারা গেছেন—কে প্রথম দেখছিলে ? তুমি ?'

শমিতা বললে আমতা আমতা করে 'হ্যাঁ, আমি।'

'কখন ?'

'ভোরবেলা, দুধের বোতল নিতে গেছিলুম ডিপোয় যাবো বলে।'

'সাবুদিদির কাজকর্ম তুমি করতে ?'

'শুকো ঝি ছিলুম যে। বাজারহাট করে দিতুম। হাত দরাজ ছিল দিদিমণির। বাড়ী থেকে বেরোতোই না।'

মিসেস চট্টরাজ ইতিমধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছিলেন।

কাষ্ঠ হেসে বললেন—'আমার কাছে এস গো ছেলে। আজি বলছি। শ্রাবস্তী মেয়েটা ভালই ছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তাই দেখে ঘরভাড়া নিয়েছিল দু বছর আগে। রাস্তায় খুব বেশী বেরোতো না। মাসের পয়লা তারিখে নিজে আসত ভাড়া দিতে। বেশী কথা বলত না। বসত না। বড় ভয় ছিল বাড়ীর লোকে যেন ওর গানবাজনায় বিরক্ত না হয়।'

BanglaBook.org

এক নিঃশ্বাসে আরো বলতেন মিসেস চট্টরাজ। ইন্দ্রনাথ মাঝখান থেকে বলে উঠল—'কেউ বিরক্ত হয়েছিল কি ?

'একদম না। টাইম ধরে ক্লাস নিত। রোববার সকালে বাচ্চাদের। অন্যদিন সন্ধোবেলা সাতটা থেকে নটা বড়দের। এগারোটায় আলো নিভিয়ে ঘুম রান্নাঘর থেকে শমিতা অনেক উঁকিঝুঁকি মেরেছে—'

'কেন ?'

'চোরা চোখে তাকিয়ে রইল শমিতা। মিসেস চট্টরাজ বললেন—'আমি বলেছিলাম। উঠতি বয়সের মেয়ে—পুরুষমানুষ কেন আসে জানা দরকার বৈকি। বাড়ীর বদনাম হতে দেব কেন ?'

'কি বুঝেছিলেন ?'

'সেরকম কিছু না। মেয়েটা ভাল। ঐ তো ওদিকের বারান্দা।' আঙুল তুলে দেখালেন বৃদ্ধা। উল্টোদিকের বারান্দার ফ্ল্যাটে জানলা বন্ধ। মিসেস চট্টরাজ বললেন—'সাতটা থেকে নটা সমানে পিয়ানো আর গীটার বাজত। বারবার একই ভুল হত।'

'বাজনা শিখতে আসত বুঝলেন কি করে ?'

'হাতে গীটার বাজনার বাক্স থাকত লোকগুলোর। ভদ্রলোক। চেহারা ভাল। জামাকাপড় ভাল। তার চেয়েও বড় হল বয়েসটা।'

'কত বয়স ?'

'চল্লিশের কম নয় কারো।—শ্রাবস্তীর বয়স আর কতই বা—বিশ কি বাইশ।'

'রোজ কি নতুন লোক আসত ?'

'না না। চারজনকে দেখেছি ঘুরেফিরে আসতে। একদিনেই তো সবার ক্লাস থাকত না।—তারপরেই গুমগুম করে পিয়ানো বাজত, গীটার বাজত, বারবার ভুল করত, স্কেল পাল্টাতো।'

'কাল রাতে কে এসেছিল ?' আলগোছে প্রশ্ন রাখল ইন্দ্রনাথ।

'কেউ না।—সাত দিন আর কেউ আসে নি।'

জ্বলজ্বল করে চেয়েছিল শমিতা। এখন বললে—'সাবুদিদি সেরকম মানুষই নয়। সাদা শাড়ি ছাড়া রঙীন শাড়ি কখনো পরত না।'

'চোখ দেখেছিলে সাবুদিদির ?'

'সে কি কথা! চোখ দেখব না কেনে ?'

'কি রং-এর চোখ ?'

'কি রং-এর আবার—কালো—সুন্দর—আপনার মত।'

ইন্দ্রনাথ নিজের চোখের প্রশংসায় খুশী হল কিনা জানি না, আড়চোখে তাকাল আমার পানে! মনের মধ্যে ধ্বনিত হল ডাক্তার ভট্টর বিস্ময়োক্তি—'একী কাণ্ড! শ্রাবস্তীর চোখ তো কালো রঙের। মরবার পর চোখের রং পাল্টে

BanglaBook.org

পায় জানতাম না তো !'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধলো ইন্দ্রনাথ—'শ্রাবস্তীকে চিকিৎসা করতেন ডাক্তার সন্দীপন ভট্ট। কি করে আলাপ হল ?'

'আমি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।' বললেন মিসেস চট্টরাজ। 'কিন্তু বাবা, তোমরা ঠায় দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো না।'

'না থাক। কেন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ?'

'বুকের ব্যামো নিয়ে কাতরাচ্ছিল শুনে। সেই থেকেই ওষুধ লিখে দিত ডাক্তার।—লোক কিন্তু সুবিধের নয় মোটেই। আইবুড়ো···কেন, কিছু হয়েছে নাকি ?' চাপা স্বরে শুধোলেন মিসেস চট্টরাজ।

নীরস কণ্ঠে কথা ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ—'শ্রাবস্তীর ফ্ল্যাটের চাবি কার কাছে ?'

'আমার কাছে।—এক মাসের ভাড়া আগাম নেওয়া আছে। তারপর দেবো আবার ভাড়া বসিয়ে। হাঙ্গামা কবে মিটবে, ছেলে ?'

'চাবিটা দিন। ঘর দেখব।'

'শমিতা।—আমি কিন্তু বাছা আমার উকিলকে খবর দিয়ে দিচ্ছি। একা মানুষ। কে হেপাজত পোহাবে ?'

দেওয়ালের পেরেক থেকে একটা চাবি এনে দিল শমিতা।

শ্রাবস্তী গুহর ঘরটি সন্ন্যাসিনীর ঘর বললেও চলে। সাদা দেওয়াল। নিরাভরণ। একটি ছবিও নেই। শুধু একটি বড় আয়না আর একটা ক্যালেণ্ডার। স্প্রিংখাট—সিঙ্গল। দেয়ালজোড়া পিয়ানো। মেড-ইন জাপান। পাশে টেপ রেকর্ডার—এটিও মেড-ইন জাপান। ওয়ার্ডরোব। ড্রেসিং টেবিল।

হতাশ হল ইন্দ্রনাথ—মুখ দেখেই বুঝলাম। আয়নার মধ্যে দিয়ে তাকিয়েছিল সিঙ্গল খাটের দিকে। কাল রাতেও হত্যাকারীর প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছিল ঐ দর্পণে। নিঃশ্বাসের অভাবে ছটফট করেছিল শ্রাবস্তী! সাইকেলের স্পোক ঘামবাহুসন্ধির মধ্যে দিয়ে ফুটো করেছিল মহাধমনী···

দেবনাথ ওসব ভাবালুতার ধার ধারে না। সে প্র্যাকটিক্যাল ডিটেকটিক—ফিকশন্যাল নয়! কাজের গোয়েন্দা—গল্পের নয়। ওর হল দশ পারসেণ্ট ইন্সপিরেশন—নব্বই পারসেণ্ট পার্সপিরেশন। আমাদের নাকি ঠিক তার উল্টো। ও তাই কাবার্ডের পাল্লা টেনে উঁকি দিয়েছিল ভেতরে। খোলা পাল্লা দিয়ে দেখলাম, নিকেল করা রড থেকে সারি সারি হ্যাঙ্গারে ঝুলছে দামী দামী শাড়ী।

ইন্দ্রনাথও দেখেছিল শাড়ির বাহার। তিন লাফে গিয়ে দাঁড়াল সামনে। শাড়িগুলোর আঁচল নিয়ে দেখতে দেখতে বললে—'মাইশোর সিল্ক···বেনারসী ···জর্জেট···স্ট্রেঞ্জ।···তলার ড্রয়ারে দ্যাখ তো কি আছে।'

BanglaBook.org

তলার দিকে একটিমাত্র লম্বা টানা। একটানে খুলে ফেলল। থরে থরে সাজানো মূল্যবান অন্তর্বাস। ঝলমলে, ঝকঝকে, চোখধাঁধানো

বেশ ধাঁধায় পড়েছিল ইন্দ্রনাথ। মাথা নাড়তে নাড়তে বললে আপ 'আশ্চর্য তো! বাইরে যার সাদা শাড়ি, তার ভেতরে এত জরি, এত কেন?'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪

কব্জিঘড়িটা ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে তুলে ধরে বললাম—'বেলা দুটো। পিত্তি পড়ে গেল যে।'

সচকিত কণ্ঠে বললে দেবনাথ—'সে কী! তোরা না খেয়ে এসেছিস! কাশীধামে কাক মরেছে, কামরূপেতে হাহাকার। যত্তো সব।' বলে, গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। জুতোর শব্দ বারান্দা ঘুরে গেল মিসেস চট্টরাজের ফ্ল্যাটে। জানলা দিয়ে দেখলাম, চটুলা শমিতা বুক-পিঠকাটা ব্লাউজের ওপর খসে যাওয়া আঁচল আরো একটু খসিয়ে দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। লাইনের মেয়েছেলে নাকি? দেবনাথ কঠোর চোখে তাকিয়ে কি বলল। তারপর ফিরে এল এ ঘরে।

'খাবার ব্যবস্থা করে এলাম।'

ইন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে চেয়েছিল মেঝের দিকে। আঙুল বুলিয়ে খানিকটা ধুলো তুলে দেখল। বলল—'ঝাঁটপাট পড়েনি সকাল থেকে। অথচ এক টুকরো সিগারেট পর্যন্ত নেই। খুনী বড় চতুর। দেব, ফিংগারপ্রিণ্ট এক্সপার্ট আর ফোটোগ্রাফারকে আসতে বলেছিস?'

'এল বলে।'

'তাহলে অন্য ঘরগুলো দেখা যাক।'

ফ্ল্যাটটি ছোট। মোট ক্ষেত্রফল পাঁচ-ছ'শ বর্গফুট। সামনের ঘরটি শ্রীমন্তীর শয়নকক্ষ এবং ক্লাশরুম। তার পাশেই একটি ছোট ঘর। এ-ঘরে একটি টেবিল, চেয়ার আর একটা কাঠের র‍্যাক। ঘরের দুটি দরজা। একটি দরজা দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়—আর একটি দরজা রান্নাঘরে—পাশেই কলতলা। ছোট্ট হলেও গুছনো ফ্ল্যাট।

টেবিলের ড্রয়ার টেনে রাখা হল টেবিলের ওপর। মুদীখানার ফর্দ, রেশন শপের বিল, ইলেকট্রিক বিল এবং সোনার দোকানের একটা রসিদ। কি একটা

BanglaBook.org

জিনিস মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে। তারিখ পেরিয়ে গেছে—এখনো ডেলিভারী নেওয়া হয়নি। একটা চৌকোনা লাইনটানা খাতায় ছাত্রছাত্রীদের নাম এবং মাইনের হিসেব। সাতদিন কেন কেউ পিয়ানো বাজাতে আসেনি—সে রহস্য পরিষ্কার হল খাতা থেকে। শ্রাবস্তী গুহ যাকে তাকে বাজনা শেখাত না। ব্যবস্থা করেছিল বৌবাজারের একটি মিশনারী মেয়েস্কুলের সাথে। ওদের টার্ম ফুরিয়েছে। তাই আর কেউ আসে নি।

কাঠের র‍্যাকে পুরোনো খবরের কাগজ, কয়েক জোড়া লেডীজ জুতো—বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের চিংলুং কোম্পানীর নাম লেখা শুকতলায়। ঠিকানাটা নোটবই খুলে লিখে নিল দেবনাথ। পকেটে পুরল সোনার দোকানের রসিদ।

ইন্দ্রনাথ বললে—'চিংলুংকে জিজ্ঞেস করবি, জুতোগুলো অর্ডারী কিনা। এবং শ্রাবস্তীর সঙ্গে আর কে-কে আসত।'

'জ্ঞান দিতে হবে না।' বলে দেবনাথ গেল রান্নাঘরে। আমি গেলাম দেবনাথের সঙ্গে রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে বাসনকোসন সবই স্টেনলেস স্টীলের। সংখ্যায় কম, কিন্তু মূল্যবান। প্রেশার কুকার। কয়লার উনুন নয়—গ্যাসের সিলিণ্ডার। ছোট্ট একটা রেফ্রিজারেটর। আনাজ এবং জঞ্জাল ফেলার জন্যে একটা টিনের ক্যানেস্তারা। হাবিজাবি অনেক জিনিস জমানো তাতে। সকাল থেকে ঝাঁটপাট পড়েনি—টিনের জঞ্জালও ফেলা হয় নি।

এমন সময়ে ইন্দ্রনাথের ডাক শোনা গেল কলতলা থেকে—'দেব, এদিকে আয়।'

গিয়ে দেখি জানলার গোবরাটের পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথ। ছোট কলতলা। পাশেই শৌচাগার। একটা টিনের ড্রামে ভর্তি জল। প্লাস্টিক বালতিটা উপুড় করে রাখা। তারের ওপর মেলে দেওয়া গামছা।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু কিছুই দেখছে না—চেয়ে আছে গোবর টের পানে।

জানলার কাঁচের সার্সি বন্ধ—মাকড়শার জাল কোণে কোণে। কোনকালে খোলা হয় নি। গোবরাটের ওপর একটা ডিটারজেণ্ট পাউডারের নতুন প্যাকেট আনকোরা। খোলা হয় নি এখনো।

ইন্দ্রনাথ বললে—'দেব, পুরোনো প্যাকেটটা কোথায় গেল? নতুন প্যাকেট খোলাই হয় নি—পুরোনো প্যাকেট রাখার দাগও পড়েছে গোবরাটে। প্যাকেটটা কোথায়?'

'খুব দরকার কী?' ভুরু কুঁচকে বলল দেবনাথ।

'দেখছিস না পাইখানার প্যানে ডিটারজেণ্ট পাউডার এখনো লেগে? প্যাকেট উপুড় করে পাউডার ঢেলে ফেলা হয়েছিল—জল দিয়ে ধুয়েও দেওয়া হয়েছে। সবটা যায়নি। কেন?'

ছোট্ট সূত্র। কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা ভুলে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

বললাম—'রান্নাঘরে টিনের ক্যানেস্তারায় জঞ্জাল এখনো রয়েছে। ওখানে থাকতে পারে।'

তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে এল ইন্দ্রনাথ। ক্যানেস্তারার ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল 'কাগজ আন।'

আমিই আনলাম খবরের কাগজ। বিছিয়ে দিলাম মেঝেতে ইন্দ্রনাথ। হাঁটু গেড়ে বসে ক্যানেস্তারা থেকে একটি একটি জিনিস সন্তর্পণে তুলে সারি সারি সাজিয়ে রাখল কাগজে। সবার ওপরে ছিল ডিমের খোলা। অর্থাৎ রাত্রে ডিম খেয়েছিল শ্রাবস্তী। তারপর পর পর বেরিয়ে এল বিকেলের খাওয়া, দুপুরের খাওয়া এবং সকালের খাওয়া উচ্ছিষ্ট। জঞ্জালের গাদা এর আগেও কেউ হাঁটকেছিল মনে হয়। মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়ে এল ডিটারজেণ্টের বড় প্যাকেটটা—দুভাঁজ করা এবং চেপেচুপে চ্যাপ্টা করা। ভেতরে কি যেন রয়েছে।

বিজয়োল্লাসে চোখ তুলে চাইল ইন্দ্রনাথ।

বলল—'জিনিসটা কেউ লুকিয়ে রেখেছিল জঞ্জালের মাঝে—যাতে ক্যানেস্তারা উপুড় করলেই ডাস্টবিনে গিয়ে পড়ে। দেখা যাক কি আছে।'

পিচ্ছিল প্যাকেটের ওপর হাত হড়কে গেল ছিঁড়তে গিয়ে। তারপর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা টেপরেকর্ডের রীল—রেকর্ডিং টেপ।

আধপোড়া টেপ। একপাশ একদম পুড়ে গেছে। প্যাকেট থেকে টেনে বার করতেই ঝুর-ঝুর করে কুচো টেপ পড়ল মেঝের ওপর।

সযত্নে কুচোগুলো তুলে নিল ইন্দ্রনাথ।

এমন সময়ে শমিতার ছেনালী কণ্ঠ শোনা গেল বাইরের ঘরে—'খাবার এনেছি গো।'

টোস্ট, ওমলেট আর চা খেয়ে ধাতস্থ হল মেজাজ। পোড়া টেপ সম্বন্ধে শমিতাকে কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না ইন্দ্রনাথ। শুধু খুশি খুশি গলায় বললে 'শমিতা, রান্নাঘর থেকে সন্ধ্যেবেলায় কাদের দেখতে?'

টেঁপী মুখে মুচকি হেসে বললে শমিতা—'বাবুদের।'

'তোমার বাবু?' চোখের ইসারা করল ইন্দ্রনাথ। দেখে গা রি-রি করে উঠল আমার।

শমিতা কিন্তু উপভোগ করল অর্থবহ কটাক্ষ। পাল্টা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বললে—'আমি সে মেয়ে নই গো। হাত ঘুরোলেই টাকার কাঁড়ি আনতে পারি। কিন্তু ইজ্জৎ খোয়াবো কেনে?'

শুনেই মনে পড়ল পরশুরামের সেই বিখ্যাত উক্তি—না মানেই হ্যাঁ।

নিতম্ব নৃত্য দেখিয়ে বেরিয়ে গেল শমিতা। দাঁত কিড়মিড় করে পেছন থেকে বললে দেবনাথ—'ড্যাংশালী মাগী।'

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বললে—'ওকে নিয়ে একটু খেলতে হবে। রান্নাঘর

BanglaBook.org

থেকে উঁকি দিয়ে অনেক কিছু দেখেছে। অনেক কিছু জানে!'

সোরগোল শোনা গেল দোরগোড়ায়। বক্তিয়ার খিলজী এসে গেছে। সঙ্গে অন্যান্য একসপার্টরা।

ল্যাবোরেটরী রিপোর্ট আর ফটোপ্রিন্টগুলো দেবনাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গজমিনার হাসি হাসল বক্তিয়ার খিলজী—'যাই বলুন স্যার, আলতামুখীর ছবি-গুলো বেড়ে উঠেছে।'

দেবনাথ কটমট করে তাকাতেই ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হল বক্তিয়ার। জানলার সামনে নিয়ে গিয়ে ছবিগুলো মেলে ধরল দেবনাথ। মারা গিয়ে রূপসী শ্রাবস্তীর রূপ কমেনি। আলোক-সম্পাত ঘটেছে অবশ্য ভুল জায়গায়—অযথা কতকগুলি দেহরেখা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মঙ্গোলীয় মুখের ধাঁচ আরো উগ্র দেখাচ্ছে। কানদুটো একটু বাইরে দিকে বার করা—করোটির গায়ে লেপটানো নয় ঈষৎ খাড়া।

ল্যাবোরেটরী রিপোর্টে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিস্তর—কিন্তু কাজের কথা বিশেষ নেই। শ্রাবস্তী গুহর ব্লাড বিশেষ একটি গ্রুপের জেনে এখন আর লাভ কি?

ইন্দ্রনাথ তাই সব রিপোর্ট ফেলে দিয়ে শুধু তুলে নিল পাকস্থলীর রিপোর্ট।

খাওয়ার চার ঘণ্টা পরে থেমে গেছে পরিপাক ক্রিয়া। 'ভাগ্যিস সেদ্ধ ডিম খেয়েছিল শ্রাবস্তী' বলল দেবনাথ। 'হত্যার সময়টা পাওয়া গেল।'

'হ্যাঁ,' বলল ইন্দ্রনাথ—'রাত এগারটা থেকে বারোটার মধ্যে খুন হয়েছে শ্রাবস্তী।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

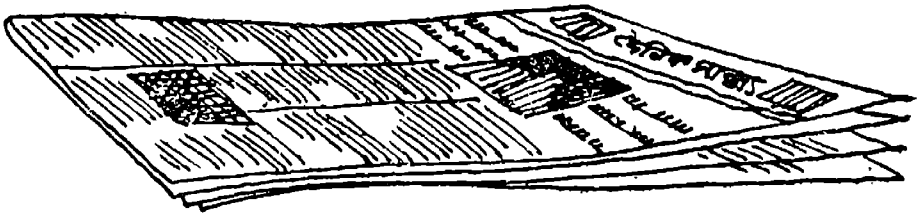

ঘড়ির সময় নিয়ে কথা উঠতেই আমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বেলা সাড়ে তিনটে।

সরু গোঁফের ওপর আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে জানলা দিয়ে অন্য মনস্ক ভাবে দূরে টেলিফোন-ভবনের ছাদে স্থাপিত রাডারযন্ত্রের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে 'দেব, স্পীড চাই স্পীড!'

'কমতি তো দেখছি না।'

'রেকর্ডিং টেপ কি কথা বলে শুনতে চাই। কিন্তু অফিসিয়াল চ্যানেলে গেলে সময় লাগবে।—আমি নিয়ে যাচ্ছি জানাশুনা অ্যামেচারের কাছে।'

'সাধু প্রস্তাব।' বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল দেবনাথ।

পেছন পেছন এল ইন্দ্র। আমার চোখ পড়ল ওদিকে বারান্দায়। রান্না-ঘরের ধোঁয়ামলিন কাঁচের আড়াল থেকে সাঁৎ করে সরে গেল একটি কালো মুখ। শমিতা এখনো চোখ রেখেছে।

বারান্দায় কনুই রেখে নিচের ঠাকুরদালানের দিকে নিবিষ্টভাবে চেয়েছিল ইন্দ্র। আপন মনে বলল—'স্পীড চাই···স্পীড। দেব, তুই তিনটে গুরুত্ব-পূর্ণ ইনভেসটিগেসনের ভার নে। আমি নিচ্ছি দুটোর!'

'যথা?'

'সোনার দোকান, জুতোর দোকান এখন থাকুক। এখুনি যা হাওড়ায়—হাওড়া হাটের সামনে পাঞ্জরেজ বসে আছে। লালবাজারে তুলে নিয়ে আয়।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' দেবনাথ আড়মোড়া ভেঙ্গে বললে—'সাইকেলের স্পোক স্পাইনাল কর্ডে যে ঢোকাতে জানে,-সে সব পারে। একমাত্র পাঞ্জরেজই জানে তার নাম আর ঠিকানা।'

পাঞ্জরেজ।

অদ্ভুত নাম। পাঞ্জাবীর পাঞ্জ আর ইংরেজের রেজ। মা ছিল পাঞ্জাবী,

BanglaBook.org

বাপ ইংরেজ। দোআঁশলা পুত্রের নাম হল পাঞ্জরেজ।

জাহাজে চেপে এসেছিল ইংরেজ জনক। খালাসী। পাঞ্জরেজকে তার মাতৃজঠরে বপন করে জাহাজে চেপেই উধাও হল সাতগাগরে। সমুদ্দুর যাদের বাড়ী, ডাঙ্গা তাদের কাছে কণ্টকশয্যা।

দুর্দান্ত বাপের রক্তধারায় দুর্দান্ত হয়েই বড় হল পাঞ্জরেজ। মা-ও কম খাণ্ডারী নয়। কিন্তু পুত্রের কীর্তিকলাপ দেখে যেতে পারল না।

কলকাতার মত কসমোপলিটান শহর বোম্বাইও নয়। সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে সহজ জীবনের স্বাদ পায়। পাঞ্জরেজের ব্যবসা তাই জমে উঠল দুদিনেই।

ব্যবসাটা বড় মুখ করে বলার মত নয়। বড়বাজারের দোকানপাটে ঝাঁপ পড়লেই শুরু হত পাঞ্জরেজের তৎপরতা। জনাপঞ্চাশ সাগরেদ ছিল ওর দলে। বাঁশতলা থেকে সোনাপটি পর্যন্ত পুরো এখতিয়ার পাহারা দিত সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত। লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে কারবারীরা নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠে বড় রাস্তায় পেঁছে যেত—পেঁছে দিত পাঞ্জরেজের চ্যালারা।

পুলিশ যা পারেনি—পাঞ্জরেজ তাই দিয়েছিল বড়বাজারীদের—নিরাপত্তা। দিনের শেষে টাকার থোক নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে যাওয়া শুধু নয়—সারা রাত নিশ্চিন্ত নিদ্রাও বটে। দোকান লুঠের কোনো সম্ভাবনা ছিল না পাঞ্জরেজের দৌলতে।

বিনিময়ে মাসপয়লায় যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা নিত পাঞ্জরেজ। তাতেই রাজার হালে চলে যাচ্ছিল পুরো দলটার।

কিন্তু এত আয়েশ কপালে সইল না। পাঞ্জরেজের দুর্মতি হল হাওড়ার পোলের ওপাশেও জাল বিছোবে। হাওড়ার হাটের ব্যবসায়ীরা বর্তে যাবে তার মত নিশাচর পাহারাদারকে পেলে।

নতুন তল্লাটে নাক গলাতে গিয়ে ভড়কে গেল চ্যালাচামুণ্ডারা। ওদিকের বিস্তীর্ণ এলাকায় নাকি মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে আছে আরও একজন। একই কারবার। নিশীথ রাতে কলকারখানা দোকানপাট যাতে সুরক্ষিত থাকে—সে আশ্বাস দেওয়া আছে কলকারখানা দোকানপাটের মালিকদের। বিরাট দল। কিন্তু দলপতিকে কেউ দেখেনি। শুধু নাম শুনেছে।

বনমানুষ। নাম তার বনমানুষ।

গঙ্গার এপারে কারবার বিছিয়ে বসেও বনমানুষের নাম এতদিন শোনেনি পাঞ্জরেজ। তাই বিশ্বাস হল না। অতিরঞ্জিত খবর মনে করে ঠিক করলে নামবে দ্বৈরথ সমরে। ঠেলে ঢুকতে হবে নতুন এলাকায়।

কিন্তু পাঞ্জরেজকে ঢুকতে হল না—বনমানুষই ঢুকে পড়ল তার এলাকায়।

একদিন গভীর রাতে দরজায় করাঘাত শুনে উঠে এসেছিল পাঞ্জরেজ। দরজা খুলতেই মুখোমুখি হল বনমানুষের দূতের সঙ্গে।

BanglaBook.org

তারপরেই শুরু হল বনমানুষের হাড়ের ভেল্কি। কুহক নয়, বাস্তব। সাইকেলের স্পোক নিয়ে নৃশংস ম্যাজিক।

চিত করে শোয়ানো হল পাঞ্জরেজকে। ফস করে জ্বলল দেশলাইয়ের কাঠি। ছুঁচোলো স্পোকের মুখ পুড়িয়ে জীবাণুশূন্য করা হল দেশলাইয়ের আগুনে। একটানে ছিঁড়ে ফেলা হল সার্ট। পৃষ্ঠবংশের অধোদেশে কোকিলচঞ্চুর মত অস্থির ওপর রাখা হল স্পোক। বিদ্ধ হল অনুত্রিকাস্থি। ককসিক্স থেকে শুরু করে স্পোকের অগ্রভাগ একটু একটু করে উঠতে লাগল ওপরে। লৌহ-শালায় বিদীর্ণ হল সুষুম্নাকাণ্ড। ব্রেনের অর্ডার এই সুষুম্নাকান্ড পথেই চালিত হয় হাতেপায়ে এবং অন্যান্য মাংসপেশীতে। ব্রেনের ওজনের মাত্র শতকরা দু ভাগ ওজন এই সুষুম্নাকাণ্ডের—কিন্তু গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আবরণের পর আবরণ দিয়ে সৃষ্টিকর্তা মুড়ে রাখেন এটি। লোহার শিক দিয়ে চিরতরে জখম করে দেওয়া হল মস্তিষ্কের আদেশবাহী সেই স্নায়ুতন্ত্রকে—অবশ হয়ে গেল মাংসপেশীর পর মাংসপেশী।

ছোট ঘা সেরে গেল তিন দিনেই। হাসপাতালের নিউরোলজিস্ট ভদ্র-লোক বিচলিত হলেন শারীরস্থান সম্পর্কে অত্যাচারীর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখে। পুলিশ কিন্তু মাথা ঘামাতে রাজী হল না। কেন না পাঞ্জরেজ নিজেই যে মুখ খুলতে রাজী নয়।

তাই চতুর্থ দিনে তাকে চেয়ারে বসিয়ে বিদেয় করে দেওয়া হল হাসপাতালের বাইরে। সকালটা বোবার মতন বসে রইল পাঞ্জরেজ। কিন্তু উগ্র তপনদেব ঠিক মাথার ওপর এসে পৌঁছোনার পর চড়া রোদটা আর সহ্য করতে পারল না। ভাঙ্গা বেসুরা বিকট গলায় অনুরোধ-উপরোধ-কাকুতি-মিনতির ধারাবর্ষণ শুরু হল নিরুৎসুক পথচারীদের প্রতি। আশ্রয় চাই। মাথার ওপর একটু-খানি ছাউনি চাই। ওগো কে আছো! পাঞ্জরেজকে বাঁচাও! সে আর কিছু চায় না—শুধু একটু ছায়া একটু আহার একটু জল ছাড়া তার আর কোনো কামনা নেই। ভিক্ষা দাও—আশ্রয় ভিক্ষা দাও!

আশ্চর্য! পঞ্চাশজন সাগরেদের একজনও এগিয়ে এল না আশ্রয় দিতে। দুর্ধর্ষ দলপতির ধারেকাছে এসেও বনমানুষের কোপে পড়বার সাহস রইল না কারো।

এগিয়ে এল কচি সর্দার। ভিক্ষুক সার্কাসের মালিক কচি সর্দার। শহরের সর্বত্র পঙ্গু ভিক্ষুকদের নিয়ে সে পত্তন করেছে ভিক্ষুক সার্কাসের সকাল-বিকেল খাওয়া, রাত্রে ছাউনী এবং দেখা-শুনার ব্যবস্থা—বিনিময়ে সারা-দিনের ভিক্ষার পয়সা কচি সর্দারের।

এছাড়া আর পথও ছিল না পাঞ্জরেজের। সংহতি দু-পা বিকল অচল, পঙ্গু। কচি সর্দার ঠাঁই না দিলে আস্তাকুঁড়েই মুখ গুঁজড়ে শেষ হয়ে যেত জীবনটা।

BanglaBook.org

পাঞ্জরেজ তাই এখনো বেঁচে আছে। হাওড়াহাট এলাকা দখল করতে এসেছিল। দখল সে পেয়েছে। ভিক্ষুকের। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চাকাওলা গাড়ীতে বসে থাকে হাটের সামনে।

দেবনাথ গেল সেইখান থেকেই তাকে তুলে আনতে।

রান্নাঘরের জানলায় আবার উঁকি দিতে দেখলাম শমিতাকে। এবার ইন্দ্রনাথ দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিল হাতের ইসারায়। এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

পা টিপে টিপে কোলাপসিবল গেটের সামনে এসে দাঁড়াল শমিতা। নাকের পাটার বিঁধে আগে লক্ষ্য করেছিলাম নাকছাবি ছিল না। এখন দেখলাম একটা সাদা পাথরের নাকছাবি পরেছে।

'কি বলছেন?' বলল ফিসফিস করে—'গিন্নীমা ঘুমোচ্ছেন—আস্তে বলুন।'

আমার খুব খারাপ লাগল মেয়েটার হাবভাব এবং ইন্দ্রনাথের প্রশ্রয় দেওয়া দেখে। সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ইন্দ্রনাথ একাই এগিয়ে গেল কোলাপসিবল গেটের ধারে। দুজনের মধ্যে হাতমুখ নেড়ে মিনিটখানেক কি সব কথাবার্তা হল। মানিব্যাগ বার করল ইন্দ্রনাথ। একটা দশটাকার নোট বার করে জোর করে শমিতার হাতে গুঁজে দিয়ে মুখে আঙ্গুল রেখে নীরব থাকতে ইসারা করল। হাত নেড়ে হাসিমুখে এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

নামতে নামতে বললাম বিরক্ত কণ্ঠে—'গঙ্গা গঙ্গা না জানি কত রঙ্গাচঙ্গা! তোর এত বিদ্যের খবর রাখতাম না!'

কটাক্ষ হেনে ইন্দ্রনাথ বললে—'শমিতা একটি রসের কলসী। নীচু ক্লাসের মেয়েছেলে। বুঝতেই পারছিস? তাই খোঁজ নিচ্ছিলাম সন্দীপন ডাক্তারের সঙ্গে শ্রাবস্তীর লটঘট ছিল কিনা।'

'সে কী! সন্দীপনকে সন্দেহ করছিস?'

'করছি।—মনে রাখিস, লাশ পাল্টাপাল্টি না হলে সন্দীপন ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট বহাল থেকে যেত। দু নম্বর পয়েন্ট—সন্দীপন ভট্ট অ্যানাটমি আর ফিজিওলজি ভালই বোঝেন।'

'কি বলল শমিতা?' উৎসুক হলাম আমি।

'এখনো কিছু বলেনি। তবে ছুঁড়ি সন্দীপন ডাক্তারের ফাইফরমাশও খাটত। —গোলমেলে ব্যাপার, তাই না? ব্যাচেলরের ডাগরডোগর চাকরানী—'

'বড় নোংরা মন তোর, ইন্দ্রনাথ।'

'একটা খবর দিল শমিতা। আজ ভোরবেলা একটা লোক টেলিফোন করে শমিতার খবর জিজ্ঞেস করছিল—নাম বলেনি।'

থিয়েটার রোডের ওপর দোতলা বাড়ীটা একবার দেখলে ভোলা যায় না। তলায় ফিল্ম স্টুডিও। নিওন সাইনে লেখা—মিহির পল স্টুডিও।

BanglaBook.org

মিহির পল ঠিক তখুনি বাড়ী ফিরেছেন। ভদ্রলোক বাপের পয়সায় জীবন কাটান। বাড়ীখানা বড়। দোতলায় এক পোলিশ দম্পতি থাকেন। একতলায় মিহির পল, তাঁর মা আর এই স্টুডিও। মিহির বিয়ে করার সময় পান নি।

কাজ করেন সব রকমের। এখন একটি সান্ধ্য দৈনিকের প্রুফ রীডার হয়েছেন। দিনের বেলা সেখানে কাটে। রাত্রে স্টুডিও। শত্রুরা অবশ্য বলে, মিহির বিয়ে করেন নি বউ টিঁকবে না এই ভয়ে। স্টুডিওতে যেসব ডাকসাইটে দ্রৌপদীরা আসেন···

কফি আর টোস্ট খাচ্ছিলেন মিহির পল। খুব লম্বা চেহারা। বেশ ফরসা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ মুখচ্ছবি! গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং পায়জামা। ইনটেলেকচুয়াল ড্রেস। মিহির বলেন, এতে নাকি খরচও কম পড়ে।

আমাদের দেখে ঠন করে কাপ নামিয়ে রেখে বললেন—'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! মানিকজোড় যে! ও মা—দেখ তোমার ভাঙা ভিটেতে চাঁদ-সূর্য উঠেছে!'

মিহিরের মা পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন। লম্বাটে রোগা মুখে রক্তহীনতার ছাপ। সাত্ত্বিক মহিলা। ঠাকুরঘর আর উপবাস নিয়েই ব্যস্ত। চোখে সোনার চশমা, পরনে কালো পাড় শাড়ি।

হাসিমুখে ক্ষীণগলায় বললেন—'অনেক দিন পরে এলে ইন্দ্র। জয়পুর থেকে পাথরের রাধাকেষ্ট আনিয়েছি—দেখবে এস।'

'পরে দেখব মাসীমা। আজ বড় ব্যস্ত। কফি আনুন।' বলে ভদ্রমহিলাকে বিদেয় করে মিহিরের পাশে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। পাঞ্জাবির পকেট থেকে খবরের কাগজে মোড়া রেকর্ডিং টেপের রীলটা বার করে রাখল টেবিলে।

বলল—'টেপটা আধপোড়া। কিন্তু জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করতে হবে। কি আছে টেপে শুনতে চাই।'

মোড়কটা খানিক খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে মিহির বললেন—'হবে।—কখন চাই?'

'আজকেই।'

'অসম্ভব। কাল সকালে দেব।—স্পিণ্ডল পর্যন্ত পুড়ে গেছে। বাইরের দিকের অনেক কথাই শুনতে পাবেন না।'

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।—'আজ রাতেও পাব না?'

'না।'

পা বাড়ালে ইন্দ্রনাথ—'মৃগ, আয়।'

পেছন থেকে বললেন মিহির—'রীলটা কার?'

'এখন বলা যাবে না।'

'কিন্তু আমি বলতে পারি।'

'একশ বছরেও পারবেন না।'

মিহির পলের পরের কথাটা ০'৪৫ বুলেটের মত এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল

BanglaBook.org

ইন্দ্রনাথকে—ঘুরে দাঁড়াল এক ঝটকায়।

'শ্রাবস্তী গুহর টেপ।'

চোখ কুঁচকে ছোট হয়ে এল ইন্দ্রনাথের—'কোত্থেকে জানলেন?'

'আজকের ইভনিং পেপারের ফ্রন্ট পেজের প্রুফ দেখে এলাম এইমাত্র।—এ দেখুন।'

বেতের তেপায়ার তলায় রাখা কাগজের গাদা থেকে কলকাতার একমাত্র সা: দৈনিকের একটা কপি বার করে টেবিলে রাখলেন মিহির পল।

ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিল ইন্দ্রনাথ। সামনের পৃষ্ঠায় ৭২ পয়েং ছাপা হয়েছে হেডলাইন—তারপর ২৪ পয়েন্ট গথিক কনডেন্সড টাইপে সারাংশ বাকী খবরটা ঠেসে দেওয়া হয়েছে ৮ পয়েন্ট প্যানেলে!

বাংলায় খবরটা এই:

রহস্য
কন্যার
রহস্য
মৃত্যু

কলেজ স্ট্রীট পাড়ার মিউজিক টিচার শ্রাবস্তী গুহ (২২) মারা গেছেন রহস্যজনক মৃত্যু। পুলিশের সন্দেহ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর কো আত্মীয় নেই।

মিস গুহ একা থাকতেন ফ্ল্যাটে। আজ সকালে চাকরানী দুধের বোতল নিয়ে এসে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পায়। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হয়েছিল—কার্ডিয়া ফেলিওর। ভুলক্রমে ময়না-তদন্ত হওয়ায় জানা যায়—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার শ্রীবলাই বসু আমাদে বিশেষ সংবাদদাতাকে বলেছেন—একজন দক্ষ অফিসারের হাতে তদন্তের ভা দেওয়া হয়েছে। হত্যাকারী অচিরেই ধরা পড়বে বলে বিশ্বাস।

খবর শেষ। একপাশে ডি সি ডি ডি বলাই বসুর পাশুটে মূর্তি ফোটোগ্রাফ।

কাগজটা পকেটে রাখল ইন্দ্রনাথ। দেখলাম মুখ লাল, চোয়াল কঠিন। খু আস্তে আস্তে বললে—'টেপটা আর এক ঘণ্টার মধ্যে চাই।'

'সম্ভব নয়, ইন্দ্রনাথবাবু।'

'সম্ভব করতেই হবে। কাগজ বাজারে বেরোনোর আগেই—'

'কাগজ হকারের হাতে চলে গেছে। আমি দেখেছি।'

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলল না। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে কেবল মুঠো করল দুই হাত। তারপর এক ঝটকায় আমাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

মিহির পলের মায়ের কণ্ঠ শুনলাম—'এই ইন্দ্র, কফি খেয়ে যাও—'

ইন্দ্র জবাব দিল না।

BanglaBook.org

৬

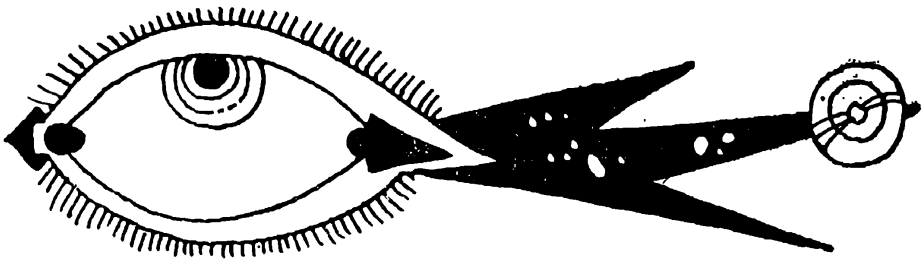

মিনিবাস কলকাতায় এসে ট্যাকসির দাপট কমিয়েছে। তাই পথে নামতে না নামতে একটা খালি ট্যাকসি পেলাম সামনে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। পেছনে আমি। চাপা গলায় ড্রাইভারকে বললে—'হাওড়া হাট।'

দ্রুতহ্রস্ব কণ্ঠস্বর শুনেই দ্বিরুক্তি করল না ড্রাইভার। চকিতে স্পীড উঠে গেল মিটারে। ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি জানলা দিয়ে প্রসারিত রইল পাশে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেই বললে—'মৃগ, গিয়ে দেবনাথকে জ্যান্ত পেলে হয়।'

শিরদাঁড়ায় কেউ বরফ চেপে ধরলে যে শিহরণ জাগে সারা অঙ্গে, ইন্দ্রনাথের কথায় সেইরকম শিউরে উঠলাম আমি।

হাওড়া হাট। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড। ট্রাম বাস ট্যাকসি ঠেলাগাড়ীর জটলা।

ফুটপাতের ওপর ফুচকাওলার পাশে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে ফুচকা খাচ্ছিল দেবনাথ। বিন্দুমাত্র বিকার নেই চোখে মুখে।

ইন্দ্রনাথ পাশে দাঁড়িয়ে বললে—'চলে আয়।'

'কেন? পাঙরেজ আসুক আগে।'

'আসে নি?'

'না।' ফুচকার দাম মিটিয়ে দিয়ে সরে এল দেবনাথ। 'ফুচকাওলার কাছে খবর পেলাম। এই ল্যাম্পপোষ্টের আড়ালে ওর গাড়ী আসত। আজ সকালে আসে নি।'

'উঠে আয়।'

গলার স্বর শুনে একবার শুধু চোখ তুলে তাকাল দেবনাথ। ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রেখে আর কথা বলল না। উঠে বসল প্রতীক্ষমান ট্যাকসিতে। হাওড়া ময়দানের মাঝ দিয়ে আসবার সময়ে বললে ইন্দ্র—'পাঙরেজকে আর পাবি বলে মনে হয় না।'

'কেন? কি হয়েছে?

BanglaBook.org

'হয়েছে তোমার মুণ্ডু।' এতক্ষণ ধরে জমানো ক্রোধের লকগেট খুলে গেল ইন্দ্রর মেজাজের—'পই পই করে তোকে বারণ করেছিলাম খবর যেন কাগজে না বেরোয়।—এটা কী?'

পকেট থেকে সান্ধ্য দৈনিকটা বার করে সজোরে দেবনাথের কোলের ওপর বসিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ—'আত্মপ্রচারের লোভটাই বড় হল?'

দেবনাথ নিমেষ মধ্যে কাগজ পড়ে নিয়ে শুধু একটা কথাই বললে ড্রাইভারকে—'লালবাজার।'

ডি-সি-ডি-ডির ঘর থেকে বেরিয়ে এল দেবনাথ—মুখখানা জ্বলন্ত উনুনের মত গনগনে। অ্যাড্রেনালিন ক্ষরণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই রাগলে যে মানুষ সত্যিই ফুলে ওঠে দেবনাথের দ্বিগুণ ছাতি দেখে সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে দাঁত কিড়মিড় করে—'শুধু ক্ষমা চাইতে বাকী রেখেছি ডি-সিকে। ফাজলামি। আই-ও'কে না জানিয়ে খবর লীক করে দেওয়া। দরকার হলে সি-পি পর্যন্ত যেতাম। কিন্তু ডি সি আমতা আমতা করে বললেন, খবর নাকি প্রেসে আগেই চলে গিয়েছিল মুখে মুখে—ট্রেনী অফিসাররাই বলে দিয়েছে। ইডিয়েট।'

গেটের কাছে জীপ দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্রনাথ বললে—'ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। খুনী এখন হুঁশিয়ার। পাঞ্জরেজ নিপাত্তা। কচি সর্দারের হদিস নিশ্চয় জানিস?'

'জানি।'

'লোক লাগা ওর পেছনে। আমি চললাম মর্গে।'

'মর্গে? আবার কেন?'

'শ্রাবস্তীর কালো চোখ কটা হল কেন দেখতে।'

আরপুলি লেনের মুখেই একটা খাবারের দোকানে জোর করে ঢোকালাম ইন্দ্রনাথকে। গরম কচুরি, আলুর দম, সন্দেশ আর দই দিয়ে পিত্তি-নিবারণ করে দুই বন্ধু এলাম মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তার সন্দীপন ভট্টকে পেলাম ক্যান্টিনে। এঁটো প্লেট সামনে রেখে সিগারেট ফুঁকছিলেন শিবনেত্র হয়ে।

সারাদিনের ধকলে এবং সবশেষের অবরুদ্ধ রাগে মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথের। ডাক্তার এক পলক দেখেই উঠে এলেন। বাইরে এসে বললেন—'কি হয়েছে?'

ইন্দ্রনাথ বললে—'শ্রাবস্তীর চোখ কটা কি কালো কিভাবে দেখেছিলেন?'

থতমত খেয়ে ডাক্তার বললেন—'প্রশ্নটা পরিষ্কার করুন। জ্যান্ত শ্রাবস্তী, না মরা শ্রাবস্তী?'

'মরা শ্রাবস্তী।'

BanglaBook.org

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডাক্তার। বললেন—'আঙ্গুল দিয়ে ছোট্টুলাল দেখেছিল—আমি দেখিনি।'

'কিভাবে?'

'এইভাবে,' বলে দু হাত সামনে বাড়ালেন ডাক্তার। বুড়ো আঙ্গুল রাখলেন ইন্দ্রনাথের চোখের পাতায়—তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা রইল মাথার ওপর। 'বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টেনে।'

'লাশ দেখব। চলুন।'

'কিছু পেয়েছেন?'

'একটা পয়েন্ট—খুব ছোট।'

'কী?'

'যাচাই না করে বলব না। চলুন।'

ছোট্টুলাল চৌবাচ্চার পাড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল আর তরুণী ভার্যার কাপড় কাচা দেখছিল। আমাদের দেখেই এক লাফে নেমে এল সামনে। ডাক্তার হুকুম দিলেন শ্রাবস্তীর লাশ বার করতে।

আবার সেই ঘর। দম-আটকানো গন্ধ। দেওয়ালের ড্রয়ার টেনে শ্রাবস্তীর আড়ষ্ট লাশ বার করে আনল ছোট্টুলাল। শুইয়ে দিল টেবিলে।

সদ্যমৃতা শ্রাবস্তী আর এখনকার শ্রাবস্তীর মধ্যে তফাৎ অনেক। বেচারার ভাণ্ডদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন পিণ্ডদেহ সেই মুহূর্তে বুঝি শিউরে উঠছিল এত আদরের মরদেহের এ-হেন হাল দেখে।

নির্বিকার মুখে সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'দেখান। ডাক্তার ভট্ট পূর্ববর্ণিত পন্থায় দু-হাতের চার-চার আট আঙ্গুল রাখলেন শ্রাবস্তীর মাথায়—বুড়ো আঙ্গুল রইল চোখের পাতায়।

'এইভাবে'—বলে টান দিলেন আঙ্গুলে—নিষ্প্রাণ কটা চোখ মেলে চাইল শ্রাবস্তী।

'এবার আমি দেখি। গ্লাভস দিন।' ছোট্টুলাল এক জোড়া রবারের গ্লাভস এনে দিল ওর হাতে। পরে নিয়ে একইভাবে আট আঙ্গুল মাথায় রেখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চোখের পাতায় টান মারল ইন্দ্রনাথ।

খুব সহজেই চোখের মণির ওপর দিয়ে হড়কে গেল চক্ষুপল্লব। তবুও ধরে রইল ইন্দ্র। বুড়ো আঙ্গুল দুটো কপালের হাড়ের নিচে অক্ষিকোটরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। তাতেও মন উঠল না। বুড়ো আঙ্গুল সরিয়ে এনে তর্জনীর অগ্রভাব ঢুকিয়ে দিল মণির ঠিক ওপরের ফাঁকে।

তর্জনীর ডগা বুড়ো আঙ্গুলের চাইতে বেশী স্পর্শসচেতন হয়। তাই হঠাৎ বললে ইন্দ্র—'এটা কী?'

BanglaBook.org

'টিয়ার গ্ল্যান্ড'—সতর্ককণ্ঠে বললেন ডাক্তার। 'আরও একটু পাশের দিকে নাকের কাছে—অশ্রুপাতের যন্ত্র।'

'না না, এইটা'—মণির ঠিক ওপরে তর্জনীর অগ্রভাগ বুলোতে বুলোতে ফের বললে ইন্দ্র। এবার ওর কণ্ঠে স্পষ্ট উত্তেজনা।

'সরুন'। সরে দাঁড়াল ইন্দ্র। গ্লাভস না পরেই ডাক্তার তর্জনী ছোঁয়ালেন মণির ওপরকার ফাঁকে। পরমুহূর্তে দেখলাম মুখ তাঁর ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। যন্ত্রপাতির ট্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে তুলে আনলেন একটা সুরু শলাকা। আঙ্গুল কাঁপতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

লাশের দিকে পেছন করে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। বলল—'মৃগ, বিড়ি দে।'

সিগারেট প্যাকেট বার করতে করতেই অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি শুনলাম পেছনে। ফ্যাল ফ্যাল করে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে আছেন সন্দীপন ভট্ট।

তেলোর ওপর চিকমিক করছে দুটো ছোট ছোট কাঁচের ডিস। নীলচে সাদা—মাঝখান ছাড়া। সেখানে বৃত্তাকার টলটলে কালো কাঁচ।

'কনট্যাক্ট লেন্স!'

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হলো না—শুধু চেয়ে রইল। রোমাণ্টিক মুখে ফের ফিরে এল সেই হাসি—ব্যঙ্গের ছুরী!

'কনট্যাক্ট লেন্স।' ডাক্তার যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'আমারই দোষ। নিজে দেখা উচিত ছিল। নিশ্চয়ই বুড়ো আঙ্গুলের ওপর বেশী জোর দিয়েছিল ছোট্টুলাল—লেন্স সরে ঢুকে গিয়েছিল কোটরের মধ্যে। ও মাই গড্! পি-এম রিপোর্টে যে ভুল লেখা হয়ে গেল?'

'দেশলাইটা দিবি তো?' প্রসন্ন কণ্ঠে আমাকে বলল ইন্দ্রনাথ।

আবার ট্যাকসি। গাড়ি নিয়ে বেরোই না পেট্রল খরচের ভয়ে। কার্পণ্য করতে গিয়ে ট্যাকসি ভাড়াতেই বেরিয়ে গেল এক কাঁড়ি টাকা। মুখনাড়া খেতে হল ইন্দ্রনাথকে এবারের ভাড়ার কথা বলতে গিয়ে।

বলল—'আমি কেন দেব? গল্প লিখবি তুই, রয়ালটিও নিবি তুই—খরচ করব আমি?'

'তোর হিসেবের কড়ি বাঘেও খাবে না', বলে মিহির পলের স্টুডিওর সামনে ট্যাকসি ছেড়ে দিলাম। ঘড়িতে তখন নটা।

স্টুডিওর দরজা বন্ধ। নিয়ন সাইন এখনো জ্বলবে—নিভবে রাত দশটায়। ডাকসাইটে দ্রৌপদীদের মনোরঞ্জন করতে মিহির পলের ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই।

পাশের ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে হাঁক পাড়ল ইন্দ্রনাথ—'ও মাসীমা,

BanglaBook.org

কফির কাপ কি ফ্রিজে রাখলেন ?'

'ইন্দ্রনাথ এলি ?' খবরের কাগজটা হাতে নিয়েই উঠে এলেন মিহির পলের মা। হাসি মুখে বললেন—'কি দুষ্টুই হয়েছিস। সে কফি জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। দেব ?'

'দু টুকরো বরফ ভাসিয়ে দিন—কোল্ড কফি খাব।' হেসে বললে বন্ধুবর। প্রাণে খুব ফুর্তি এসেছে, কনট্যাক্ট লেন্স আবিষ্কারের পর থেকেই। 'আপনার পুত্র কোথায় ?'

'কারখানায়। যাও তুমি—আমি আসছি।'

কারখানা, মানে, টুকটাক যন্ত্রপাতি বোঝাই একখানা ঘর। মিহির পল শুধু ক্যামেরা শিল্পী নন, রেডিও শিল্পীও বটে। বিবিধ ভারতী-তে প্রচারিত বিবিধ রেডিও-স্পট ওঁরই সৃষ্টি। বিজ্ঞাপন দুনিয়ায় মিহির পলের নাম অনেকেই জানেন। টেপ রেকর্ডার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের দরকার সেই কারণেই।

কাঠের টেবিলে ওয়ার্কিং ল্যাম্পের স্পটলাইটে পোড়া রীল নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসেছিলেন মিহির পল। হাতের ইঙ্গিতে পাশের টুল দেখিয়ে ঘাড় না তুলেই বললেন—'বসুন।—মেহনৎ অনেক হল।'

'পুষিয়ে দেব।' বলল ইন্দ্রনাথ। টুল টেনে নিয়ে বসল। 'হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'—জিভ দিয়ে ওপর ঠোঁট লেপটে ধরে বললেন মিহির—'একটা আস্ত টেপ নষ্ট করতে হল।'

'দাম পাবেন।—কি রকম দাঁড়িয়েছে ?' উদগ্রীব কণ্ঠ ইন্দ্রর।

'পোড়া জায়গাগুলোর মাপে নতুন টেপ কেটে কেটে জুড়েছি। শুনুন।' উঠে দাঁড়ালেন মিহির। রেকর্ডারে স্পুল বসিয়ে প্লে-ব্যাক বোতাম টিপলেন। শুরু হল গমগমে পিয়ানো বাজনা। সেই সঙ্গে গীটার। কিন্তু একটানা শোনা গেল না। একটু বাজনা—তারপর বিরতি। কানের উপর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল মুহুর্মুহু। কান ঝালাপালা হয়ে গেল একটু শুনেই।

'থামান, থামান !' বললে ইন্দ্রনাথ।

হাসিমুখে বললেন মিহির পল—'পোড়া জায়গাগুলোয় নতুন টেপ লাগিয়েছি বলে ঐ রকম শোনাচ্ছে।—আর একটা তুলেছি। তাতে শুধু আপনার আনা টেপের রেকর্ড রি-রেকর্ড করেছি—শুনুন।' পুরোনো টেপ খুলে নিয়ে নতুন একটা রীল বসালেন মিহির পল। আবার শুরু হল এক-ঘেয়ে বাজনা। গমগমে পিয়ানো আর গীটার। একটাই সুর—বারবার বাজানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্যে। শিক্ষার্থীরাও অভ্যেস করেছে—ভুল বাজিয়েছে—তাল কেটেছে—সুর ছিঁড়ে গেছে।

কিন্তু কোনো কথা নেই। হয়ত পোড়া জায়গাগুলোয় ছিল—পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ শোনার পর স্পষ্টতঃ হতাশ হল ইন্দ্রনাথ। অনেক আশা করেছিল এই রীলের ওপর।

বলল—'আর কতক্ষণ' ?

'এক ঘণ্টার রীল।—আচ্ছা এবার শেষের অংশটা শুনুন।' বলে অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলেন মিহির পল।

'হাসলেন কেন ?' ভুরু কুঁচকোলো ইন্দ্র।

'পাগলের কারখানার রেকর্ড নিয়ে এত মাতামাতি করছেন বলে,' বলতে বলতে জোর স্পীডে ঘুরিয়ে অনেকখানি টেপ রীলের গায়ে জড়িয়ে নিলেন মিহির পল। শেষ অংশটা আসতেই টিপলেন প্লে-ব্যাক বোতাম।

আবার বেজে উঠল পিয়ানো আর গীটার। সেই সুর। সেই ভুল। সেই রেওয়াজ। তারপর সব চুপ।

কোনো শব্দ নেই কোনো কথাও না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার আরম্ভ হল পিয়ানো আর গীটার। সেই সুর। সেই ভুল। সেই রেওয়াজ হঠাৎ আবার সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর ফের বেজে উঠল পিয়ানো আর গীটার একই পুনরাবৃত্তি।

বোকার মত চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ—'এ আবার কী ? কথা নেই কেন ?'

'এ ফাঁকটা অরিজিনাল টেপেই রেকর্ড করা হয়েছে। আমার লাগানো নয়।'

'কথা না বলার রেকর্ড ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

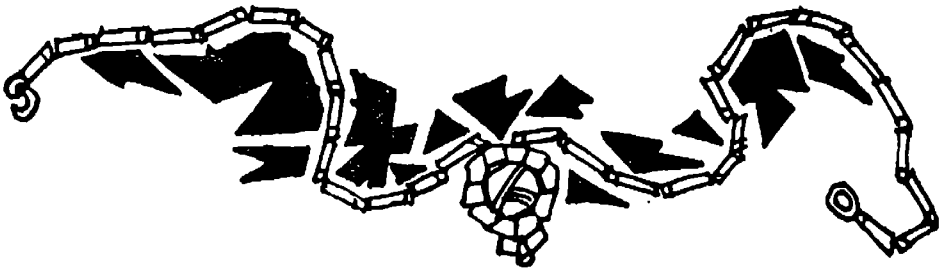

রাস্তায় নেমে বললাম—'ইন্দ্র, আমার বাড়ি চ। রাতে থাকবি।'

ইন্দ্রর কোনো আপত্তি ছিল না। তবুও বললে প্রতিবারের মতই—'আমার ফাঁকা ঘরের ভাঙ্গা ক্যাম্পখাটই ভাল।'

জবাব না দিয়ে উঠলাম একটা মিনিবাসে। গৃহিণী ইন্দ্রকে খাতির করে। সুতরাং—

রাত সাড়ে দশটায় দু দুটো কাকতাড়ুয়া মূর্তিকে বাড়ীর মধ্যে দাঁত বার করে ঢুকতে দেখে কবিতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিল।

বলল হাসি গোপন করে—'ঠাকুরপো না হয় ক্যারেকটারলেস। সারাদিন তুমি কার কাছে চলাচ্ছিলে?'

পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে সান্ধ্য দৈনিকটা বার করে গৃহিণীর চোখের সামনে মেলে ধরল ইন্দ্রনাথ।

বলল ক্লান্তকণ্ঠে—'শ্রাবস্তী গুহর কাছে।'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে পড়তে বললে—'মড়া ঘেঁটে এসেছো! দাঁড়াও গঙ্গজল আনি…'

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। কবিতা আগেই উঠেছিল। অত ভোরেও স্নান সেরে ঠাকুর-ঘরের ডিউটিও সেরে নিয়েছে। গরদের শাড়ি শুভ্রতনুতে গৈরিক বস্ত্রের মহিমা এনে দিয়েছে। মুখটি যেন পারিজাত পুষ্প।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে কৃত্রিম ক্ষোভের কণ্ঠে বললাম—'বিয়ে করেছিলাম বোম্বাইয়ের মেমকে। দিনকে দিন গেঁইয়া হয়ে উঠছ।'

দোরগোড়া থেকে ভেসে এল সুললিত কণ্ঠ—'বাংলার বধূ মুখে তার মধু'—নাটকের নায়কের মতন দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ। 'প্রভাতে করিলে কলহ দিবস যাইবে ভাল।—কার ফোন বৌদি?'

'তোমার,' বলে রিসিভারটা ওর হাতে ধরিয়ে ত্রস্তপদে সরে পড়ল কবিতা।

BanglaBook.org

রিসিভার কানে লাগিয়ে ইন্দ্র বললে—'এখানেও তাড়া করেছিস ? ...কি হচ্ছিল এখানে ? প্রাণনাথের সঙ্গে প্রাণেশ্বরীর প্রাভাতিক কলহ। কি খবর তোর বল ?...কচি সর্দারকে পাওয়া গেছে ?...অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছে ...কিন্তু কায়দায় আনা যাচ্ছে না ? কচ্ছং খুলিতং—মানে কাছা খুলে যাচ্ছে ? এখনো অ্যাপ্রোচ করিস নি ? আমার প্ল্যানটা শোন, ওকে না জানিয়ে তদন্ত করতে হবে·

বলে, দেবনাথকে একটা প্ল্যান শোনাল ইন্দ্রনাথ। পনেরো মিনিট পরে রিসিভার নামিয়ে রেখে আমাকে বলল—'তোর মেড সারভেণ্ট বউকে দশ মিনিটের মধ্যে ডিমভাজা, টোস্ট মাখন, কফি দিতে বল।'

প্ল্যানটা আমিও শুনেছিলাম। অতএব··

কচি সর্দারের পুরো নাম কচি মিঞা। জন্মঃ গোরখপুরে। নিউ মার্কেটে মাটনের দোকান ছিল। তুলে দিয়ে মল্লিকবাজারে চোরাই মোটর পার্টসের দোকনে খোলে। সে দোকান এখনো আছে। পাঁচ গাড়ীর অংশ জুড়ে নিজের একটি পক্ষীরাজও বানিয়ে নিয়েছে। অষ্টপ্রহর এই পক্ষীরাজেই কলকাতা-হাওড়া করে কচি।

কচির মুখটি বসন্ত চিহ্ন কলংকিত। চন্দ্রপৃষ্ঠ এবং কচির গালের ছবি পাশাপাশি রেখে ক্যাপসন না লিখলে ধরা যায় না কোন্‌টা কি। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বসন্ত কামড় বসিয়েছে বাঁ চোখের তারায়—চোখটা গিয়েছে। পরনে টেরিনের চকমকে রংদার বুশসার্ট, প্যাণ্ট এবং বুটজুতো। মাথায় কদমছাঁট চুল। চোখে পাতলা নীল কাঁচের চশমা।

কথায় বলে কানা, খোঁড়া, কুঁজো—তিন চলে না উজো। অর্থাৎ এই তিন শ্রেণীর মানুষ কখনো সোজা চলে না। কানা কচিও তার কদাকার চেহারার পটভূমিকায় একটি অভিনব জীবিকা আবিষ্কার করেছে। কদাকার সব সময়ে ঘৃণার্হ হয় না—কদাকার পঙ্গুকে মানুষ কৃপা করে !

এই হল কচি সর্দারের ভিক্ষুক-সার্কাস সৃষ্টির গোড়ার কথা। মূল তত্ত্ব।

খুঁজে খুঁজে পঙ্গু এবং কদাকার মানুষদের সংগ্রহ করেছে কচি। হাওড়ার রামরাজাতলায় একটা শেডে তাদের আশ্রম বানিয়ে দিয়েছে। ভিক্ষার ব্যবস্থাও তারই। পুলিশ নজর রেখেছে দীর্ঘদিন—ছেলেচোরদের সঙ্গেও তার নাকি আঁতাত আছে এবং তার আশ্রমের বহু পঙ্গুকে নাকি অর্ডার মত পঙ্গু করা হয়েছে···

কচি কিন্তু সাদা চোখে মস্ত সমাজ-হিতৈষী। বড়লোকদের কাছ থেকে নিয়মিত ডোনেসন নেয়। ভিক্ষার টাকা তো আছেই।

নিজে থাকে পার্কসার্কাস গোরস্থানের পেছনে—বিজলী রোডে।

পুলিশের চর সারারাত ঘিরে রেখেছিল বাড়ীটি। রাত বারোটায় বাড়ী

BanglaBook.org

ফিরে কচি আর বেরোয়নি। বাড়ীতেও কেউ ঢোকেনি। বস্তির এক কিনারায় একতলা সাদা বাড়ী। ঘর ঐ একখানিই। আর একটি গ্যারেজ—কচির পক্ষীরাজ থাকে সেখানে। পত্নীর চাইতে উপপত্নীই বেশী পছন্দ কচির। সেই-রকমই একজনকে নিয়ে এখন সে সুখনিদ্রায় মগ্ন।

কাঁটায় কাঁটায় নটার সময়ে ফিটফাট পোশাক পরে বেরিয়ে এল কচি। গ্যারেজের টিনের দরজা খুলে স্টার্ট দিল গাড়ীতে। বাইরে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে গেল গ্যারেজে তালা দিতে। দুর্ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনি।

মাথার ওপর ফুচকার বোঝা নিয়ে হনহন করে পাশ কাটাতে গিয়ে কচির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল একজন ফুচকাওয়ালা। তেঁতুল জলের হাঁড়িটা উল্টে পড়ল মাথার ওপর। তেঁতুলের বীচি, দই, লালচে জল নেমে এল মাথা মুখ বেয়ে টেরিন শার্টে।

কচি হকচকিয়ে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে টেনে চড় মারল ফুচকাওয়ালাকে। মর্তমান কলার মত আঙ্গুলে গোরখপুরি চড়—ছিটকে পড়ল বেচারী ফুচকাওয়ালা।

সঙ্গে সঙ্গে ভীড় জমে গেল। রিক্সাওয়ালা, পথচারী এবং বস্তীর লোক। কেউ দেখাল সমবেদনা—কেউ তেড়ে উঠল। কচি দৌড়ে ঢুকল বাড়ীর মধ্যে—জামাকাপড় পাল্টাতে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা পাগল মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেল পক্ষী-রাজের দিকে। পরনে ফালিফালি প্যান্ট, খালি গা। গালে মাথায় দাড়ি আর চুলের জট। মাথায় তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ম ডেকচির হেলমেট। হাত বুলিয়ে আদর করল ভাঙা মরিসকে। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে উঠে বসল ভেতরে। বিড়বিড় করে বকছে—কিন্তু চোখ সমানে ঘুরছে।

সব খুঁটিয়ে দেখার পর ড্যাশবোর্ড খুলে উঁকি দিল ভেতরে। চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তখন আর চাহনিটা পাগলের চাহনি বলে মনে হল না। ছেঁড়া পকেট থেকে একটা খাম বার করে ড্যাশবোর্ডের ভেতর চেঁচে খানিকটা ধুলো জড়ো করল খামের মধ্যে। খুপরীতে রাখা তার-কাটা কাঁচি, স্ক্রু-ড্রাইভার, রেঞ্চ ইত্যাদির দিকে বারেক চেয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। খামটা পকেটে পুরে পাগলের মত ফের বকরবকর করতে করতে হেঁট হয়ে চাকা দেখছে আর হাতের ন্যাকড়া দিয়ে বনেট মুছছে—এমন সময়ে আরেক প্রস্থ জামা প্যান্ট পরে গট-গটিয়ে কচি সর্দার বেরিয়ে এল বাইরে।

সটান দাঁড়িয়ে উঠে গোড়ালী ঠুকে মিলিটারী কায়দায় ডেকচি-হেলমেটে হাত ঠেকালো প্রায়-উলঙ্গ পাগল—'সেলাম সাব।'

'যা ভাগ।' পকেট হাতড়ে একটা পাঁচ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল কচি।

BanglaBook.org

পুলিশ ভ্যানে বসে পাগলটা বলল—'হুঁশিয়ার লোক এই কচি সর্দার। বাড়ী ফেরার আগেই গাড়ীটার চাকা ধুয়েছে, বডি ধুয়েছে, এমনকি নিজের জুতোর শুকতলা পর্যন্ত ধুয়ে মুছে তবে গাড়ীতে উঠেছে—তাই ব্রেক-ক্লাচ-এক্সিলেটরের সামনে কোনো ধুলোই নেই। কিন্তু ড্যাশবোর্ড কেউ ধোয় না। তাই ধুলোর একটা পুরু আস্তরণ দেখলাম ভেতরে।—দেখা যাক অত রাত পর্যন্ত কি অভিসারে বেরিয়েছিল কচি সর্দার—ছিল কোন চুলোয়।'

বলতে বলতে পাগলটা ধড়াচূড়া পাল্টে ইন্দ্রনাথ রুদ্র হয়ে গেল। চুলদাড়ির জঙ্গল খসে এল একটানে। মুখ মুছে নিল ভিজে তোয়ালেতে।

দেবনাথ বললে—'রিপোর্ট এখুনি চাই?'

'হ্যাঁ।—সেইজন্যেই স্পেকটোগ্রাফিক অ্যানালিসিস করলেই ভাল—নেট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিসের দরকার নেই।'

'কোথায় যাবি এখন?'

'কনট্যাক্ট লেন্স এক্সপার্টের কাছে।'

দেবনাথ চলে গেল পুলিশের ভ্যানে। ইন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে এল বৌবাজারে। কনট্যাক্ট-লেন্স-এর দোকানে ঢুকে বললে—'দেখুন তো এ লেন্স-দুটো সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন কিনা?'

যাকে প্রশ্ন করা হল সে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে মহিলা খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সাধারণ কর্মচারী। ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—'কোত্থেকে আসছেন?'

'লালবাজার থেকে।'

'ভেতরে আসুন। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন।'

কাউণ্টারের ভেতরে ক্যাশবাক্স নিয়ে বসেছিলেন মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক। পাকা কারবারী। ধূর্ত চোখ। অত্যন্ত অমায়িক।

হেসে বললেন—'লালবাজার থেকে আসছেন? কি করতে পারি বলুন।'

তুলোয় মোড়া ছোট ছোট কাঁচের ডিসদুটো সামনে রেখে ইন্দ্র বললে—এ-লেন্স কলকাতায় কে বিক্রী করে?'

জহুরী যেভাবে জহর দেখে ভদ্রলোক সেইভাবে লেন্সদুটোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন।

বললেন—'এ লেন্সে কোনো পাওয়ার নেই।—অনেকেই বিক্রী করে।'

'পাওয়ার নেই?'

'না। এর নাম কসমেটিক লেন্স। অনেকে ফ্যাশন করে পরে—চোখের রঙ পাল্টানোর জন্যে। লালচে সাদা কনীনিকা কিন্তু হ্যাণ্ডপেণ্ট করা। তারারন্ধ্র আই মীন আইরিশ কত ছোট দেখেছেন? কেন বলুন তো?'

'আপনি বলুন?'

'রোদে বা ঘরের বাইরে দিনের আলোয় বেরোলে চোখের তারা বড় হয়ে যায়।

BanglaBook.org

আইরিশ লেন্স সেই অনুপাতে বড় রাখা দরকার। কিন্তু এই লেন্সের আইরিশ ছোট। তার মানে এটা ঘরে পরার কনট্যাক্ট লেন্স।'

শুনেই কানের মধ্যে ধ্বনিত হল মিসেস চট্টরাজের কথা—'শ্রাবন্তী মেয়েটা ভালই ছিল—রাস্তায় খুব বেশী বেরোত না।'

ইন্দ্রনাথ কিন্তু যেন কেমন হয়ে গেল কথাটা শুনে। ফুটপাতে নেমে এসে বাতাসকে বললে—'বাড়ীর মধ্যে পাওয়ারলেস কনট্যাক্ট লেন্স পরে বসে থাকত শ্রাবন্তী। কেন? কেন? কেন?'

ফুটপাতে দাঁড়িয়েই সিগারেট ধরাল ইন্দ্রনাথ। ওর চোখ দুটি এমনিতে বড় সুন্দর। কিন্তু যখনি আত্মনিবিষ্ট হয়ে কিছু ভাবে, তখন তা অপরূপ। কবিতা ঐ চোখ দেখেই ওকে রাগায় 'লেডী কিলার' বলে। রমণীমোহনই বটে।

বুঝলাম ডুবুরি যেভাবে গভীর জলে মুক্তা হাতড়ায়, ইন্দ্রনাথ রহস্যের তিমিরে সেইভাবে সত্য হাতড়াচ্ছে।

ক্রাইম—ক্রাইমের যন্ত্র—ক্রিমিন্যাল···এই থিওরী অনুসারে প্রথম দুটি আর অস্পষ্ট নেই। আঁধারে রয়েছে কেবল ক্রিমিন্যাল। কনট্যাক্ট লেন্সের ধাঁধা গাঢ় করে তুলছে সেই আঁধার। জটিল হচ্ছে রহস্যজাল।

একটু দূরেই বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের চৌরাস্তা। ট্রাফিক লাইট জ্বলছে নিভছে—গাড়ীর স্রোত ছুটছে, থামছে।

আস্তে আস্তে বললাম—'ইন্দ্র।'

অন্যমনস্কভাবে বলল ইন্দ্র—'কী?'

'চিংলুংয়ের জুতোর দোকানে দেবনাথ বোধহয় এখনো যায়নি। ঘুরে এলে হয় না?'

'ভাল বলেছিস—চ।'

চিংলুং বেশ বড় দোকান এ-পাড়ায়। ফুটপাতের ওপর টুলে উপবিষ্ট মুসলমান ছোকরাদের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সটান ভেতরে ঢুকলাম আমরা। মালিক চীনেম্যান হলেও ভাল বাংলা বলে। আশ্চর্য হলাম না। এই সেদিন শান্তিনিকেতন থেকে বাংলায় প্রথম হয়েছিল একজন চীনের মানুষ।

ইন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনে চিংলুং বললে—'আই রিমেমবার দ্যাট লেডী। অর্ডারি জুতো খুব কমই হয়। তাই মনে আছে।—কিন্তু সঙ্গে কেউ আসেনি তো।'

'একা এসেছিলেন?—কখন?'

'সন্ধ্যের দিকে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'এনিথিং মোর?'

'নাথিং।'

BanglaBook.org

অশ্বডিম্ব প্রসবই সার হল। হবে অনুমান করেই জুতোর দোকানে খোঁজ নেওয়ার ওপর ততটা জোর দেয়নি ইন্দ্র। দেবনাথকে নিজেই বারণ করেছিল।

কিন্তু রুটিন তদন্তগুলোই বা বাকী থাকে কেন? ধুলোর এফ-এস-এল রিপোর্ট আসার আগে স্বর্ণকারের দোকানে হানা দিলে হয় না?

কথাটা এবারেও মনে ধরল ইন্দ্রনাথের। যদিও রসিদ সঙ্গে নেই—কিন্তু মুখ তো আছে—বোলচালের অভাব হবে না।

আবার বৌবাজার স্ট্রীট। শিয়ালদা-মুখো ট্রামে এখন বসে যাওয়া যায়। দুপাশের সাইনবোর্ডে দোকানের নাম দেখতে লাগলাম আমি আর ইন্দ্রনাথ চলন্ত ট্রামের দুপাশের আসনে বসে। ঠিকানা মনে নেই—নামটা খেয়াল আছে।

আমহার্স্ট স্ট্রীট পর্যন্তও আসতে হল না। দেখা গেল দোকানটা। দাগী দোকান। চালানী সোনা বিক্রী করায় পোক্ত। তাতে সুবিধেই হল। আমরা কি উদ্দেশ্যে আসছি এবং কোত্থেকে আসছি শুনেই পান-তামাক-সিগারেট কোনোটারই অভাব ঘটল না।

কাউণ্টারের ভেতরে সোফাসেটে বসে স্বর্ণকার মানিকলাল দে সোনায় বাঁধানো দাঁত বার করে বললেন—'শ্রাবস্তী গুহ? একটু ওয়েট করতে হবে স্যার···রসিদ বইটা দেখে বলছি।'

'দেখুন,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ—'কিন্তু তার আগে জিনিসটা দেখুন না সিন্দুকে। মেরামতির জিনিস নিশ্চয় বেশী থাকে না।'

'তা,হ্যাঁ, বেশী থাকে না। বেশ, বেশ, জিনিসটাই দেখছি।'

'ডেলিভারী ডেট পেরিয়ে গেছে—কিন্তু নিয়ে যায়নি যখন—রেডী আছে।'

'তা আছে,' বলতে বলতে জিনিসটা বার করে এনে নিচু টেবিলে রাখলেন মানিকলাল দে—'এই নিন।'

বস্তুটা একটা পেনড্যাণ্ট। সরু চেনে ঝোলানো একটা লকেট। সোনায় মোড়া লাল পাথর। পদ্মরাগমণি।

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ হাতে নিল পেনড্যাণ্টটা। লক্ষ্য করলাম, আঙ্গুলের ডগাগুলো খুব অল্প অল্প কাঁপছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কি যেন খুঁজছে।

'ধরেছেন ঠিক স্যার,' বললেন মানিকলাল দে—'পাথরটা আসলে ডালা। স্প্রিং-লক। চাবিটা সোনার ফ্রেমের মধ্যে লুকানো আছে। দিন আমাকে।'

পেনড্যাণ্ট হাতে নিলেন মানিকবাবু। নখের ডগা দিয়ে চাপ দিতেই খুট করে কব্জার ওপর ঘুরে গেল নকল পদ্মরাগের ডালা।

মণিময় অন্দরে একটি ফটোগ্রাফ। যুগ্ম ফটোগ্রাফ। একজন শ্রাবস্তী গুহ। আরেকজন···

BanglaBook.org

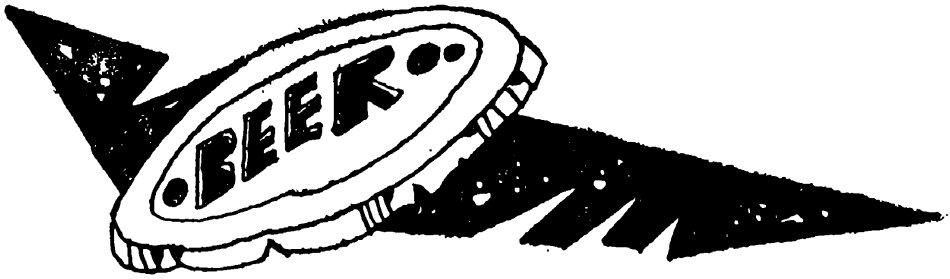

সোনাদাঁতে হেসে মানিকবাবু বললেন—'বুঝতেই পারছেন স্যার, আমি রেকর্ড পরিষ্কার রাখতে চাই। রসিদ না পেলে তো এ-জিনিস হাতছাড়া করতে পারব না।'

'আমিও তাই বলছি,' ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে বলল ইন্দ্র—'লাখ টাকা পেলেও পেনড্যাণ্ট হাতছাড়া করবেন না।'

বলে আমার হাত ধরে নেমে এল রাস্তায়। হনহন করে হাঁটতে লাগল কুখ্যাত হাড়কাটা গলি অঞ্চলের দিকে। ঢুকল ব্যানার্জি লেনের মধ্যে। বৌবাজারের কুখ্যাত বৌ-পাড়া। আড়ষ্ট হলাম আমি।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু হেঁটমুখে হনহনিয়ে চলছে তো চলছেই। আড়ষ্টতা আমারও কেটে গেল। হাজার হোক বাঙালী দেহ-পসারিণী তো—লজ্জাসরম আছে। দিনের বেলায় জানলা থেকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে না বোম্বাইয়ের ফকল্যাণ্ড রোডের মত।

ট্রামরাস্তায় পড়ে ফ্ল্যাটবাড়ীটায় ঢুকলাম আমরা। তরতরিয়ে উঠে গেলাম তিনতলায়। কোলাপসিবল গেটের সামনে পাহারাদার বিড়ি ফুঁকছে এবং উবু হয়ে বসে গল্প করছে শমিতার সঙ্গে। দুজনেরই চোখে মুখে-চিবুকে-নাকে-ভুরুতে-কপালে হাসি। হাসি উপচে নামছে গারসোপ্পা জলপ্রপাতের মতন। ঢলানী মেয়েছেলে একেই বলে।

সিঁড়ি দিয়ে তীরবেগে আমরা উঠে আসতেই ততোধিক বেগে দুজনে ছিটকে গেল দুদিকে। ইন্দ্রনাথ নীরস কণ্ঠে পাহারাদারকে বললে—'তালা খোলো।'

ইন্দ্রনাথ অচেনা নয় পাহারাদারের। তাই দ্বিরুক্তি না করে খুলে দিল তালা।

শ্রাবস্তীর ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জানলা খুলে দিল ইন্দ্র। আলোয় ভেসে গেল নিরাভরণ ঘর। ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে সন্ধানী চোখে তাপসিক গৃহ-সজ্জার পানে তাকিয়ে বললে—'দেখা যাক এখন কোথায় আছে ঠিকানাটা।'

BanglaBook.org

'লকেটে যার ছবি দেখে এলাম ?' একটানা দৌড়ঝাঁপ সিঁড়ি ওঠার ফলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আমি।

'হ্যাঁ।—ঘরটা তখন ভাল করে খুঁজিনি। তুইও হাত লাগা মৃগ।'

শুরু হল আগাপাশতলা তল্লাসী। শুধু বালিশ আর বিছানার গদী ফাড়তে বাকী রাখলাম। ড্রয়ার টেনে নামানো হল মেঝেতে—ভেতরে হাত চালিয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ। হাতড়ানো হল আলমারীর পেছনে। দৈনিকের গাদার প্রতিটি কাগজের ভাঁজ খুলে উল্টেপাল্টে দেখে ফের রেখে দেওয়া হল ওপর-ওপর। আলমারীর মাথায় শাড়ী-ব্লাউজ-অন্তর্বাসের ভাঁজে, খাতার পাতায়, হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতরে—হেন জায়গা রইল না যা বাদ রইল। কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না একখানা চিঠিও—অথবা ঠিকানা।

ত্রিসংসারে সত্যিই কেউ ছিল না শ্রাবন্তীর। আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব—কেউ না। একখানা চিঠিও কেউ লেখেনি। কারো ঠিকানা নেই। ডাইরীও নেই।

ঘেমে গিয়েছিলাম দুজনেই। ইন্দ্রনাথের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায়। ডান হাত মুঠো পাকিয়ে মুখের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে রইল ফুলফোর্সে চালানো পাখার তলায়।

আমি বললাম—'গদীটা টেনে নামাবো ?'

ইন্দ্রনাথ বললে—'বৃথা চেষ্টা। আমি তলায় ঢুকে দেখে এসেছি—চিঠিপত্র নেই। তোষক তুলেও দেখেছি।'

'খাঁজে ?'

'কিসের খাঁজে ?'

'খাটের কাঠ আর গদীর ফাঁকের খাঁজে। কবিতা একবার টেলিফোনের বিল হারিয়ে ফেলেছিল। অনেকদিন পর চাদর পাল্টাতে গিয়ে দেখা গেল গদী আর কাঠের খাঁজে দুমড়েমুচড়ে ঢুকে রয়েছে। বিলটা ছিল বালিশের তলায়। চাদর গুঁজতে গিয়ে চালান করে দিয়েছিল খাঁজের মধ্যে।'

নিরুপায় কণ্ঠে বলল ইন্দ্র—'আয়, তাহলে দেখা যাক।' দুজনে দুপাশ থেকে গদী ধরে হেঁইও টান মেরে এনে ফেললাম মেঝেতে। অমনি ঠুন করে কি একটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

গড়িয়ে গড়িয়ে কোণের দিকে চলে যাওয়ার আগেই খপ করে ধরে চোখের সামনে তুলে আনল ইন্দ্রনাথ।

চেয়ে রইল মুহ্যমানের মত। বলল অস্পষ্ট স্বরে—'এ জিনিস এখানে কেন ?'

জিনিসটা একটা টিনের ছিপি। ইমপোর্টেড বীয়ারের টিনের ছিপি। মাঝখান থেকে দুমড়োনো এবং ওপরে কতকগুলো ইকড়িমিকড়ি দাগ।

BanglaBook.org

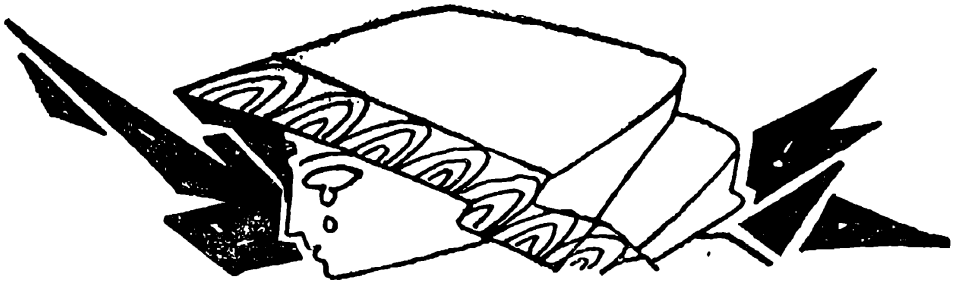

লালবাজার। দুপুর একটা।

দেবনাথ আমাদের দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে—'তোকেই খুঁজছিলাম, ইন্দ্র। খবর আছে।'

'কী?' রুমালমোড়া বীয়ারের ছিপিটা টেবিলে রেখে বলল ইন্দ্রনাথ।

'এটা কী?'

'শ্রাবস্তীর ঘর থেকে নিয়ে এলাম। বীয়ারটা এখানকার তৈরী নয়। জাহাজী মাল। খিদিরপুরে গেলে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়।'

দুই চোখ ছোট হয়ে এল দেবনাথের—'বলিস কিরে। মিউজিক টিচারের ঘরে বীয়ারের ছিপি!'

'কিন্তু খালি বোতল একটাও পাসনি। সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ছিপি গুলোও ফেলে দেওয়া হয়েছে। এটি ছাড়া।'

'পেলি কোথায়?'

'শ্রাবস্তীর খাটে—গদীর ফাঁকে গড়িয়ে গিয়ে ফাঁকে ঢুকে গিয়েছিল—কারো চোখে পড়েনি। পড়লে ফেলে দেওয়া হত।'

'কি বলতে চাস?'

'বীয়ার খাটে বসে খোলা হয়েছিল। না, শ্রাবস্তী খোলেনি। শ্রাবস্তী বীয়ার খয়েনি। খেলে অত ছিমছাম চেহারা থাকত না। এমন একজন খুলেছে যে পয়সাওলা লোক, যার চোয়াল খুব শক্ত, যার একটা দাঁতও পড়েনি, যার চেহারা রোগাটে ফ্যাকাসে নয়—বরং ঠিক তার উল্টো এবং যে শ্রাবস্তীর খাটে বসার অধিকার পেয়েছিল।'

'ইন্দ্রনাথ!'

'ছিপিটা তুই ফোরেনসিক সায়ান্স ল্যাবোরেটরীতে পাঠিয়ে দে—আমি যা বললাম, রিপোর্টে তাই থাকবে,' বলে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। নীল রুমালের মধ্যিখানে রাখা বীয়ারের ছিপির পানে চেয়ে রইল নির্নিমেষে—

BanglaBook.org

'দেব, যদিও এটা সায়েন্টিফিক ডিটেকশনের যুগ—ফোরেনসিকের শরণ নিতে হয় পদে পদে—কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি। লোকটার দেহের বর্ণনা কিভাবে ঠাহর করলাম, বুঝেছিস নিশ্চয় ?'

'কিছু কিছু।'

'দাগগুলো নিয়ে একটু ভাবলেই লোকটার চোয়ালের চেহারা তোর চোখের সামনে ভেসে উঠবে।'

'রঙের কোটিংয়ের ওপর আঁচড়ের দাগগুলো ?'

'হ্যাঁ—মাঝে মাঝে একটু দেবেও গেছে। ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিন্তু টিনের ছিপিখোলার যন্ত্র পাইনি। যন্ত্র দিয়ে চাড় মারলে মাঝখান থেকে তেবড়ে যেত ঠিকই, এরকম দাগ পড়ত না।'

'দাঁতের দাগ!'

'রাইট! দাঁতের দাগ। দাঁত দিয়ে খোলা ছিপি। বাকীটা আর নাই বা বললাম। যে বীয়ার খায়, দাঁত দিয়ে ছিপি খোলে, তার চোয়াল দাঁত চেহারার বর্ণনা সবাই দিতে পারে—ফোরেনসিক রিপোর্টে আরো নিখুঁত হবে। চাই কি মুখের স্কেচও করে দেবে। মনে মনে সে রকম স্কেচ আমিও একটা এঁকেছি। কিন্তু মিলছে না।'

'মিলছে না ?' গোলমালে পড়ল দেবনাথ। 'কার সঙ্গে ?'

'লকেটের ফোটোগ্রাফের সঙ্গে।'

আমার পানে নীরব প্রশ্ন নিক্ষেপ করল দেবনাথ। আমি সংক্ষেপে বললাম জুতোর দোকান এবং সোনার দোকানে আমাদের অভিযান এবং যথাক্রমে ব্যর্থতা ও আবিষ্কারের কাহিনী। রুমালে অবস্থিত বোতলের ছিপির পানে চেয়ে রইল ইন্দ্র। যেন ছিপিটা আর একটা লকেট—মদ্যপের ফোটোগ্রাফ তার মধ্যে গ্রথিত।

বলবার মত খবর দেবনাথেরও ছিল। কিন্তু ভুলে গেল এই খবর শুনে। খরশান চোখে তাকিয়ে বলল—'লকেটের ছবি একজন ছোকরার ?'

'হ্যাঁ!—বয়স বছর কুড়ি। সুদর্শন। মাথার চুল ইন্দ্রনাথের মত। এক কথায় হ্যান্ডসাম ফিগার। নাক, চিবুক আর ঠোঁটে বেশ ধার আছে—বোকা বোকা চেহারা নয় মোটেই। শ্রাবস্তী যখন ষোড়শী, তখনকার তোলা ছবি।'

'ভাইবোনের ছবি নয়তো ? বয়স তো পিঠোপিঠি।'

'ভাই কি সোমত্ত বোনের গলা জড়িয়ে গালে গাল রেখে ফটো তোলে ?'

'আই সী!'—দেবনাথ দুহাত বুকের ওপর রেখে গভীর শ্বাস নিল। 'লাভার্স।'

'ইয়েস, লাভার্স।' মুখ খুলল ইন্দ্র। ছবিটা হাতে এলে এনলার্জ করে

BanglaBook.org

কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া যাবে'খন। কিন্তু সেটা শেষ অবস্থায়। ভাবছি মনের মানুষ থাকতেও বাইরের মদ্যপকে বিছানায় বসিয়ে ছিল কেন শ্রাবস্তী।'

'মনের মানুষ মারা যায়নি তো? অথবা ছাড়াছাড়ি?'

চকিত কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ—'ব্যর্থ প্রেম।—হতে পারে। যাক তোর কি খবর আছে বলছিলি?'

জ্বলজ্বলে চোখে ঝুঁকে পড়ল দেবনাথ—'শ্রাবস্তীর খোঁজ নিতে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন।'

খবরটার প্রতিক্রিয়া হল নাটকের ক্লাইম্যাকসের মত। টানটান করে বাঁধা গাণ্ডীব ধনুকের ছিলে ছিঁড়ে গেল যেন। নিমেষমধ্যে সটান হয়ে বসে কণ্ঠস্বরে গাণ্ডীবের টঙ্কার বাজিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে শুধোলো ইন্দ্র—'কোথায়? কোথায়? কোথায়?'

চমকে উঠলাম আমি। ধূমায়মান পর্বতের জঠরে অগ্নিদেবতার তাণ্ডব চরমে পেঁছালে বুঝি এমনি হয়। অকস্মাৎ বিস্ফোরণে জ্বালামুখ ফেটে উড়ে যায়। ইন্দ্রনাথ যে ভেতরে ভেতরে এত উত্তেজিত হয়েছিল আমিও বুঝিনি।

দেবনাথ থতমত খেয়ে বললে—'জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছি।'

মুখের ওপর আচমকা শংকরমাছের চাবুক পড়লে যেরকম হয়, ইন্দ্রনাথেরও হল তাই। কিছুক্ষণ আর মুখে কোনো কথা সরল না। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল—'ছেড়ে দিলি?'

'কিন্তু ঠিকানা রেখে দিয়েছি' ঝটিতি আশ্বস্ত করল দেবনাথ। 'চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ কারখানায় কাজ করে।'

'এসেছিল কেন?'

'শ্রাবস্তী গুহ বলে কে মারা গেছে, কাগজে খবর বেরিয়েছে শুনে এসেছিল। ঐ নামে একটা মেয়ে নাকি অনেকগুলো ব্যাগ কিনে পালিয়েছে—দাম দেয় নি। কিন্তু ছবি দেখে বললে, এ মেয়ে সে মেয়ে নয়।'

'বটে। ঠিকানাটা কোথায়?'

বার করে দিল দেবনাথ। রাধানাথ মল্লিক লেন। ভদ্রমহিলার নাম বাসন্তী গুপ্ত।

কাটা-কাটা গলায় বললে ইন্দ্রনাথ—'ওয়ান-নাইন-সেভেন ডায়াল কর। ডাইরেকটরী এনকোয়ারি। ঐ ঠিকানায় কোনো টেলিফোন আছে কিনা জিজ্ঞেস কর। থাকলে ফোন করে জেনে নে বাসন্তী গুপ্ত ওখানে কাজ করে কিনা।'

দেবনাথ স্পষ্টতঃ বিরক্ত হল ইন্দ্রনাথের এ-হেন কণ্ঠস্বর শুনে। হুকুম তামিল করার পর কিন্তু পালটে গেল মুখের চিত্রপট। ভ্রূকুটির জায়গা জুড়ে আবির্ভূত হল বিহ্বলতা।

রাধানাথ মল্লিক লেনের ঠিকানায় চামড়ার কারখানাই নেই। বাসন্তী

BanglaBook.org

গুপ্তকে কেউ চেনে না !

লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে ভারতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বলা হয় কেন, সে প্রমাণ হাতেনাতে পেলাম সেদিন।

ভুল মানুষমাত্রই করে। কিন্তু ধূর্ত দক্ষ অফিসার রজনী দেবনাথ সে ভুল শুধরে নিল বিদ্যুতের গতিতে।

প্রথমটা নিষ্ফল ক্রোধে ফেটে পড়েছিল দেবনাথ। টেলিফোনটা ছুঁড়ে দিয়ে দমাদম ঘুসি বসিয়ে দিয়েছিল ইঁটের দেওয়ালে।

পরক্ষণেই শুরু হল ও-সি হোমিসাইডের ভেল্কি। কণ্ট্রোলরুম থেকে সজাগ করে দেওয়া হল সারা কলকাতাকে। বেতারে খবর চলে গেল ভ্রাম্যমাণ রেডিওভ্যানে। লালবাজার ঘিরে সাদা পোশাকে প্রহরারত প্রহরীদের কাছেও পেঁছে গেল বাসন্তী গুপ্তের চেহারার বিবরণ।

মাঝারি হাইট। পরনে গেরুয়া শাড়ি—লাল পাড়, সাদা ব্লাউজ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, হাতে কালো ব্যাগ।

বেশী দূর যেতে হল না। লালদীঘির ধারে টেলিফোন ভবনের পাশে পাথরের মূর্তির তলায় পাথরের মত বসে থাকতে দেখা গেল গেরুয়া শাড়ি পরা এক নারীমূর্তিকে। উদাস চোখে তাকিয়ে আছে রোদ্দুরজ্বলা আকাশের পানে। আরো কাছে গিয়ে দেখা গেল অশ্রুর আস্তরণ ছলছল করছে ঘোলাটে চোখে।

মাদ্রাজী হোটেলে রসম-সম্বর ভাত খেয়ে আমি আর ইন্দ্রনাথ এসে দেখি মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে দেবনাথের—বাসন্তী গুপ্ত বসে আছে মুখে চাবি দিয়ে—একটা কথাও বলেনি।

আমরা ঘরে ঢুকতেই একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল প্রৌঢ়া।

ইন্দ্রনাথ বসল না। তীক্ষ্ন চোখে চেয়ে রইল ভদ্রমহিলার মুখের পানে। ফর্সা মুখে যেন কালিমাখা—অম্বলের রুগী বলে মনে হয়। পথশ্রম, উদ্বেগ তো আছেই। মাথায় ঘোমটা। চোয়াল শক্ত দৃঢ়—আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ।

আর্দ্র কোমল কণ্ঠে বললে—'কিছু খাওয়া হয়নি, না ?'

দেবনাথের রুক্ষ প্রশ্নজালের পর নরম স্বর শুনে আবার চোখ ছলছল করে উঠল বাসন্তী গুপ্তর। জেরার নিয়মও তাই। হট অ্যাণ্ড কোল্ড ট্রিটমেণ্ট।

ঘাড় নেড়ে নীরবে বললে—'না।'

'রাজভোগ আর লস্যি'—দেবনাথকে বলল ইন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে চোখের ইসারা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দেব।

সহজ হয়ে বসল বাসন্তী গুপ্ত। 'মাথার কাপড়টা খুলুন, মাসীমা,' পাখা ফুলফোর্সে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল ইন্দ্র। 'আমরা আপনার ছেলের মত।'

ঘোমটা নামিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললে ধরা গলায় বাসন্তী গুপ্ত—

BanglaBook.org

'তুমি কে বাবা ?'

'পুলিশ নয়। আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'পুলিশও নও ? তাহলে এখানে কেন ?'

'বলছি, আগে খেয়ে নিন।—তারপর।'

ঘরে ঢুকল দেবনাথ। ফের আড়ষ্ট হয়ে গেল বাসন্তী গুপ্ত। একটু পরেই এল লস্যি আর রাজভোগ। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর লস্যির গেলাসে চুমুক দিল প্রৌঢ়া—রাজভোগ রইল পড়ে।

কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। যেন কাঠের পুতুল। ভয়ার্ত চাহনি অনুসরণ করছে দেবনাথকে।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ—'মাসীমা, আপনার আসল নাম কী ?'

'বাসন্তী গুপ্ত।'

'ঠিকানাটা মিথ্যে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

আবার শংকাশিহরিত চোখ ঘুরল দেবনাথের পানে—'আর জল ঘোলা করতে চাই না বলে।'

'কিন্তু না জানলে শ্রাবস্তীর হত্যাকারীকে বার করব কি করে ?'

'কি হবে বার করে ?'

'মা হয়ে মেয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন না ?'

সজোরে চড় মারলেও বুঝি এতটা চমকে উঠত না বাসন্তী গুপ্ত। চমকে উঠলাম আমরাও।

মেয়ে ! শ্রাবস্তী গুহ বাসন্তী গুপ্তর মেয়ে !

দু চোখ জলে ভরে উঠল পাষাণ প্রতিমার—'জানলে কি করে বাবা ?'

'কান দেখে। মা-মেয়ের দুজনেরই কান বাইরের দিকে বার করা—মাথার সঙ্গে লেপটানো নয়। খাড়া কান জন্মসূত্রেই আসে। তাছাড়া চোয়ালের গড়নও একরকম।'

বুঝলাম, কেন পাখা ঘুরিয়ে মাথার কাপড় খুলতে বলেছিল ইন্দ্রনাথ।

টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল সাদা ব্লাউজে। কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বলল প্রৌঢ়া—'আমার কর্মফলে আমি ভুগছি। আর কাউকে জড়াতে চাই না। মেয়ে তো আর ফিরে আসবে না।'

'শ্রাবস্তী নামটা আপনার দেওয়া নয়, ঠিক কিনা ?'

নীরবে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল বাসন্তী গুপ্ত।

'তাহলে আপনি জানলেন কি করে যে আপনারই মেয়ে খুন হয়েছে ?'

শক্ত গলা ইন্দ্রনাথের—'কাগজে তো ওর ছবি ছাপা হয়নি ?'

বিষণ্ণ চোখ তুলে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল প্রৌঢ়া—'চিঠি লিখে মেয়ে যে আমাকে

BanglaBook.org

জানিয়েছিল নাম পাল্টে শ্রাবন্তী গৃহ হয়েছে আর চল্লিশ হাজার টাকা নগদ জমিয়েছে।'

শুনে যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম আমরা তিন বন্ধু।

শ্রাবন্তী গৃহের ফ্ল্যাটে চল্লিশ হাজার কেন—চল্লিশটা টাকাও তো পাওয়া যায়নি!

দেবনাথকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল ইন্দ্র। দিতেই ফের সহজ হয়ে বসল বাসন্তী গুপ্ত। বারবার এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলাম আমিও। দেবনাথ ঘরে থাকলেই কাষ্ঠবৎ আচরণ, না থাকলেই সহজ।

গাঢ় কণ্ঠে বললে ইন্দ্র—'মাসীমা, আমার আর কোনো স্বার্থ নেই। আমি চাই একটা নিষ্পাপ মেয়ের খুনের বদলা নিতে। কিন্তু আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'ভয় ঐ পুলিশকে', আচমকা বলে উঠেই পরক্ষণেই সামলে নিল প্রৌঢ়া—'না না, পুলিশকে নয়।—কি হবে বাবা জল ঘোলা করে? সে তো আর ফিরবে না?'

গভীর শ্বাস নিয়ে ইন্দ্র বললে—'মাসীমা, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। পুলিশকে আপনার ভয়—বেশ পুলিশ কিছুই জানতে পারবে না। আমি জানাব না—কথা দিচ্ছি।' বলতে বলতে উঠে গিয়ে নিজের হাতে প্রৌঢ়ার চোখের জল মুছিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

চোখের জল তাতে শুকোলো না—বেড়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কবিতার পরিচর্যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাতস্থ হল শোকাচ্ছন্ন বাসন্তী গুপ্ত।

ঘরের সব কটা জানলা বন্ধ করে ভারী পর্দা টেনে দিলাম। ফুলফোর্সে পাখা চালিয়ে দিয়ে প্রৌঢ়াকে বসালাম যে সোফায়, তার মাথা রাখার জায়গায় লুকোনো ছিল একটা মাইক্রোফোন। মাইকের তার গেছে পাশের ঘরে টেপ রেকর্ডার পর্যন্ত। ব্যবস্থাটা কবিতার—বন্ধুবান্ধবকে চমকে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু এখন তা কাজে লাগল।

কাঁদতে কাঁদতে যে কাহিনীটি বলল বাসন্তী গুপ্ত তা বটতলার উপন্যাসের মত আজগুবী, চটকদার রোমাঞ্চ কাহিনীর মত লোমহর্ষক……

বাসন্তী গুপ্ত রাহুর দশাতেই মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলাতে হারিয়েছে মা-বাবাকে। ভাই বোন কেউ নেই। হাতের কাজ শিখেছিল। চামড়ার কাজ, ছুঁচের কাজ। তাতেই পেট চলে যাচ্ছিল কোনমতে।

এমন সময়ে শুরু হল ছেচল্লিশের দাঙ্গা। সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বাসন্তীর বয়স তখন চৌত্রিশ। কলুটোলায় ধর্ষিতা হতে হতে বেঁচে গেল সুমন্তর জন্যে।

লম্বাচওড়া চেহারা সুমন্তর। চোখ দুটো কটা। গুণ্ডাদের খপ্পর থেকে কি করে যে ওকে নিয়ে পালিয়ে গেল—আজও তা রহস্য।

বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। বাচ্চা এই শ্রাবন্তী। আদর করে নাম রাখা শ্রাবণী। ওরা তখন দিল্লীতে।

সুমন্ত গানবাজনা ভাল জানত। কিন্তু কাজ করত মোটর কারখানায়। মেয়েকে নিয়ে এল গীটার এবং তারের বাজনার লাইনে। কিন্তু পিয়ানোয় আশ্চর্য দক্ষতা জন্মাল শ্রাবণীর। মিউজিক স্কুল থেকে পাশ করল ভালোভাবে। মাত্র সতেরো বছরে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। এত অল্পবয়সে এরকম প্রতিভা

BanglaBook.org

বড় একটা দেখা যায় না। তার ওপর রূপসী। চৌপর দিন-রাত আলে রাখতে হত শ্রাবণীকে।

এরপরেই পর-পর কয়েকটা ঘটনা ঘটল। আগুন ধরে গেল বাসন্তীর সুখের সংসারে।

ঘটনাগুলো এই ঃ

অসময়ে বাড়ী ফিরল সুমন্ত গুপ্ত। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করলেন ফাইলেরিয়াল হাইড্রোসিল—এক্ষুণি অপারেশন দরকার।

অসহ্য যন্ত্রণায় পাশ ফিরতেও পারছিল না সুমন্ত—দাঁড়ানো তো দূরের কথা। দোরগোড়ায় শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে সপ্তদশী শ্রাবণী। মুখের ছাঁদ বাপের মতই। মঙ্গোলীয় ফেসকাট—দুই চোখ উজ্জ্বল পিঙ্গল। কেবল কান আর চোয়াল মায়ের মতন।

বাসন্তী গুপ্ত দিশেহারা হয়ে পড়ল। বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে একদিনের জন্যেও রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়নি যে লোকটা তার এ-হেন কাতরানি শোনাও যায় না।

ডাক্তার নিজেই ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স এল। স্ট্রেচারে চাপিয়ে সুমন্তকে নিয়ে যাওয়া হল। অপারেশনও হল যথাসময়ে। তারপরেই জানা গেল চাঞ্চল্যকর সেই তথ্য।

স্ত্রী-কন্যার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছিল সুমন্ত—পারল না ডাক্তারকে বোকা বানাতে। বাসন্তী জানত, সুমন্ত পূর্ববঙ্গের মানুষ। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকায় কথার টান শুদ্ধ পাল্টে গিয়েছে। তিন কুলে কেউ নেই। কিন্তু তা সর্বৈব মিথ্যা।

সুমন্তর বিশেষ একটি অঙ্গহানি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল সার্জনের। নাম রয়েছে সুমন্ত গুপ্ত—হিন্দু। অথচ অঙ্গহানি ঘটানো হয়েছে মুসলমানী প্রথায়।

সুমন্ত গুপ্ত তবে কি মুসলমান ?

অপারেশন সাকসেসফুল হল। কিন্তু ঘা শুকিয়ে আসার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ছদ্মবেশী মুসলমান। কলুটোলার রক্তগঙ্গার মাঝ থেকে বাসন্তীকে উদ্ধার করে আনার রহস্য এতদিনে পরিষ্কার হল বটে—কিন্তু বুক ভেঙে গেল বাসন্তীর। হিঁদুয়ানী তার অস্থিমজ্জায়-রক্তে-চিন্তায়। এ-হেন প্রবঞ্চনার চাইতে ধর্ষিতা হওয়াও বুঝি শ্রেয় ছিল। বিশ বছরের সান্নিধ্যে এবং সুমন্তর গভীর ভালবাসার প্রতিদানে বাসন্তীও যে মানুষটাকে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছিল। একজন প্রবঞ্চক, শঠ, প্রতারককে দেহমন সমর্পণ করেছিল।

এক ধাক্কায় মন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল বাসন্তীর। এমনটি হবে জেনেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল প্রবঞ্চক। প্রেম কি তার অন্তরেও ছিল না ? ছিল বইকি। প্রবঞ্চক হলেও সে মানুষ। স্ত্রী এবং কন্যা জুড়ে ছিল তার সমগ্র ভুবন। সেই

BanglaBook.org

কারণেই তো সত্যি কথাটা ফাঁস করে আঘাত দিতে পারে নি এতদিন।

কিন্তু নিয়তি বড় নিষ্ঠুর। তাই এক আঘাতেই চুরমার হয়ে গেল ঠুনকো সংসার। মিথ্যের প্রাসাদ।

বাসন্তী কিন্তু সিঁদুর মুছল না। বলল—'বারো বছর পথ চেয়ে থাকব তার। এর মধ্যেও যদি জোচ্চোরটা ফিরে না আসে তো শাঁখা সিঁদুর পরা ছেড়ে দেব।'

বালিশে মুখ লুকিয়ে দিন কয়েক একটানা কেঁদেছিল শ্রাবণী। ভণ্ড হোক প্রতারক হোক—তবুও তো বাবা। এক ফোঁটা বয়স থেকেই এই বাবাই তো হাতে ধরে পিয়ানো শিখিয়েছিল, স্কেল বাজিয়ে দেখিয়েছিল, কিভাবে শুধু আঙুল নয়—দু বাহুর প্রতিটি মাংসপেশীকে শিথিল করে দিয়ে একই স্কেলের মধ্যে সুরের দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়—হাতেনাতে শিক্ষা দিয়েছিল। আরো অনেক স্বপ্ন ছিল ভণ্ড মানুষটার। ভণ্ড সে নিজের কাছে—শ্রাবণীর কাছে নয়। তাই চেয়েছিল মেয়েকে মস্কো কনজার্ভেটরীতে পাঠাবে। দু বছরের পিয়ানো কোর্স পড়িয়ে আনবে। নিজে যা হতে পারে নি—মেয়েকে তাই করে তুলবে। তারপর যোগ দেবে ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক পিয়ানো কমপিটিশনে।

কিন্তু ঈশান কোণ থেকে অকস্মাৎ ঝড় এসে যেন ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল স্বপ্নসৌধ।

তাই ধুলোয় লুটিয়ে কত কান্নাই কাঁদল শ্রাবণী। একফোঁটা বয়স থেকেই মনটি অত্যন্ত নরম—দেহটিও অপলকা। হার্টের ব্যামো সেই ন' বছর বয়স থেকে। বাসন্তী তাই শংকিত হল মেয়ের কান্নাকাটি দেখে। শুধু মেয়ের দিকে তাকিয়ে সংহত করল নিজেকে। মাস কয়েকের মধ্যে আবার ঘুরতে লাগল সংসারের চাকা—ভাঙা রইল শুধু একটা দাঁত।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল এর দিন কয়েক পরে।

পিয়ানিস্ট মহলে নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল শ্রাবণীর। অনার্সসহ গ্র্যাজুয়েট হওয়া এবং এত কমবয়েসে—সবার ভাগ্যে হয় না। তার ওপর যদি পিয়ানিস্ট তরুণী এবং রূপবতী হয়—তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

তাই একদিন মুখে মুখে খবর গিয়ে পৌঁছোলো একটি নাচ গানের গোপন আসরে। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে নাকি ছেলে-ছোকরা জড়ো হয় সঙ্গিনীসহ নৃত্যগীতের অভিলাষে। নির্দোষ প্রমোদ কানন। পিয়ানো যিনি বাজাতেন, তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। শ্রাবণী যদি ঘণ্টা তিনেকের জন্যে হাজিরা দেয় তো ঘণ্টাপিছু কুড়ি টাকা পাবে।

টাকার অংকটা কম নয়। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করল শ্রাবণী। দিল্লীর মেয়ে সে। পুরুষ সংসর্গে অভ্যস্ত। তাই বললে—তথাস্তু।

প্রথম দিন ভালই লাগল পরিবেশ। মাঝারি সাইজের একখানা ঘর। রাস্তার লেভেল থেকে কয়েক ধাপ নেমে ঢুকতে হয়। অর্থাৎ পাতালকক্ষ বললেও

BanglaBook.org

চলে। আগাগোড়া এয়ারকণ্ডিশন করা। চারদিকের দেওয়ালে মোট আটটি দরজা। ঘরের মেঝেতে লাল কার্পেট, দেওয়ালে লাল পেণ্ট, কড়িকাঠে লাল-বসনা সুন্দরীদের ফ্রেসকো। দেওয়ালজোড়া বড় বড় আয়না—শিসমহল কায়দায়। এক কোণে ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড। বড় পিয়ানো এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। মাঝখানে ডাকটিকিটের মত চৌকোনা নাচের জায়গা—চকচকে কাঠের। লাল মার্বেল পাথরের টেবিল ছড়ানো ঘরময়।

টেবিলে টেবিলে বসে তরুণ-তরুণীদের দল। কারোরই বয়স বিশের ওপরে নয়। কটাক্ষ বর্ষণ, অকারণ হাসির ধারা এবং গায়ে ঢলে পড়া দেখে বোঝা যায়—স্কুল বা কলেজের মায়া এখনো কাটাতে পারে নি। অবাধ মেলামেশার জন্যে এসেছে নিভৃত নিকুঞ্জে।

তাতে বয়ে গেল শ্রাবণীর। তার কাজ পিয়ানো বাজিয়ে ওদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়া এবং ঘণ্টাপিছু টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়া।

এক সপ্তাহ পরেই কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে গেল শ্রাবণীর বেতন। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি ব্যাপার নজরে এল তার।

গান নাচ বাজনা যখন চরমে ওঠে, পাতালকক্ষ যখন সুরের মূর্ছনায় গমগম করতে থাকে, তখন চার দেওয়ালের আটটা দরজা কখনো খোলে, কখনো বন্ধ হয়। নৃত্যপরা তরুণীরা কখনো দরজার ওপারে অন্তর্হিত হয়—কখনো বেরিয়ে আসে। একা নয়—তরুণ বান্ধবসহ। কোত্থেকে আবির্ভূত হয় লাল বিকিনি পরা বারমেড। হাতের ট্রে-তে সুরার সরঞ্জাম। দুই টেবিলের সংকীর্ণ পরিসর দিয়ে ইচ্ছে করেই নিতম্ব ঘষে দিয়ে যায় তরুণ বন্ধুদের ঘাড়ে-কাঁধে-মুখে-পিঠে।

খটকা লাগল শ্রাবণীর। কিন্তু মুখে রইল চাবি—খোলা রইল চোখ। হপ্তাখানেক পরে লক্ষ্য করল শুধু অকালপক্ক ছেলে নয়—সুবেশ প্রৌঢ়দেরও আবির্ভাব ঘটছে পাতালকক্ষে। বিদ্যুৎরেখার মতই তারা দরজা দিয়ে উধাও হচ্ছে ভেতরে—পেছনে পেছনে কোনো চটুলা কিশোরী বা তরুণী।

অবনীশের সঙ্গে আলাপ ঘটল তখনি।

প্রথম থেকেই ছেলেটিকে দেখেছিল শ্রাবণী। ঘরের এক কোণে বসে থাকত চুপচাপ। একদৃষ্টে চেয়ে থাকত তার পানে।

তোয়াক্কা করেনি শ্রাবণী। পুরুষদের নোলাঝরা হ্যাংলা চাহনিতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু এ ছেলেটির চোখ তো তার দেহ লেহন করছে না—যেন তার সঙ্গীতকে তারিফ করছে। দুই চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

আস্তে আস্তে আকৃষ্ট হল শ্রাবণী। চোরা চাহনি দিয়ে দেখল, ছেলেটি সত্যই সুদর্শন। পুরুষসিংহের মত চেহারা। মুখে কমনীয় শ্রী। চোখ দুটিতে অসীম মায়া। মানুষের চোখ যে এত গভীর, এত সুন্দর, এত বাঙ্ময় হয়, তা তো জানা ছিল না! নিজের কটা চোখকে কোনোদিনই ভালবাসতে পারে নি শ্রাবণী—ঈর্ষা হত কৃষ্ণনয়না মেয়েদের দেখলে। কিন্তু এ চোখ তো

BanglaBook.org

কালো হরিণচোখকেও লজ্জা দিতে পারে।

সংক্ষেপে, প্রেমে পড়ল শ্রাবণী। তারপর এক শুভলগ্নে পরিচয় ঘটলো দুজনের। অবনীশ বললে, শ্রাবণীর পিয়ানোর সুখ্যাতি সে অনেকদিন আগেই শুনেছে। শুধু তার সঙ্গে ভাব করবে বলেই এতদিন হাজিরা দিয়েছে এই পাপপুরীতে। কিন্তু আর নয়। এবার এ চাকরী ছাড়তে হবে শ্রাবণীকে।

চাকরী ছাড়তে হবে? কেন? তাজমহলের পাথরচত্বরে পা ঝুলিয়ে বসে প্রশ্ন করেছিল শ্রাবণী।

বেঁকা হেসে অবনীশ বললে—'তুমি একেবারেই বাচ্চা। এতদিনেও বুঝলে না?'

'বুঝেছি সবই। কিন্তু তাতে আমার কী?' বললে শ্রাবণী নখের দিকে তাকিয়ে।

চোখ কপালে তুলে অবনীশ জবাব দিয়েছিল—'সাবু, তুমি এখনো জানো না এ কি সাংঘাতিক জায়গা। দিল্লীতে এ রকম আড্ডা আরো কয়েকটা আছে। তুমি কি ভাবো শুধু ভাব করার জন্যে আর দেহমিলনের জন্যে ছেলেমেয়েরা এখানে আসে? ভুল, ভুল!'

উৎসুক হল শ্রাবণী। আস্তে আস্তে ভাঙল অবনীশ। শুনে প্রতিটি লোমকূপে রোমাঞ্চ অনুভব করল শ্রাবণী।

নানা কারণে দিল্লীতে এখন ভার্জিন গার্লয়ের ডিম্যান্ড খুব বেশী। উচ্চপদস্থ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে তো বটেই, বিদেশী দূতাবাসেও চাহিদা আছে ইণ্ডিয়ান বিউটির। ভার্জিন হওয়া চাই অবশ্যই। এক ঘণ্টার মেয়াদে কৌমার্যকে বলি দিয়ে এক হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার চলছে স্কুল কলেজের মেয়েদের মধ্যে। শুধু টাকার জন্যে নয়—তারা আসছে উত্তেজনা, দেহসুখ এবং বৈচিত্র্যের লোভেও।

দিল্লীর বারবনিতা মহলের এক শ্রেণীর মেয়েও নেমেছে এই ব্যবসায়ে। তারা কুমারী নয়। কিন্তু কুমারী সাজতে দ্বিধা নেই। সলাজ চাহনি, দ্বিধাজড়িত চরণ এবং শরমে মরমে মরে থাকার সার্থক অভিনয় দিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করে চলেছে নারীমাংসলোভীদের সঙ্গে।

শ্রাবণী তো শুনে থ! বললে—'সে কী! পুলিশ জানে না?'

আবার বেঁকা হেসে বললে অবনীশ—'একেবারেই ছেলেমানুষ! পুলিশের একজন বড়কর্তা মাসে দশ হাজার টাকা ঘুষ নেয় এক একটি আড্ডা থেকে। বিশ্বাস হচ্ছে না? সারা আমেরিকায় এই কারবার চলছে—ইণ্ডিয়ায় হলেই অবিশ্বাস? আচ্ছা বেশ দেখিয়ে দেব তোমায়।'

দেখিয়ে দিতে হল না। পুলিশের সেই বড়কর্তা নিজেই দেখা দিলেন। বিরাট ভারী চেহারা। পাঞ্জাবী হিন্দু। গটগট করে একদিন এলেন। ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের অনতিদূরে টেবিল দখল করে বসলেন। হিমেল চাহনি নিবদ্ধ রইল

BanglaBook.org

শ্রাবণীর ওপর।

শ্রাবণীর বুক শুকিয়ে গেল সেই চাহনি দেখে। কিন্তু সেদিন আর কিছু ঘটল না।

তার পরের দিন আবার এলেন ভদ্রলোক। এলেন তার পরের দিনও। পর পর সাতদিন আসবার পর এল প্রস্তাবটা।

এই কদিন সর্বঅঙ্গে সর্পজিহ্বার বিষাক্ত লেহন অনুভব করেছে শ্রাবণী। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছে আসন্ন বিপদের ডম্বরুসংকেত।

প্রস্তাবটা, বলাবাহুল্য, ন্যক্কারজনক। ঘৃণায় সিঁটিয়ে গেল শ্রাবণী। হায়নার মত দাঁত খিঁচিয়ে বড়কর্তা বললেন—'দিল্লীর সমস্ত পুলিশ আমার হাতে, গুণ্ডাও আমার কথার বাধ্য, বেশ্যারা আমাকে ভয় পায়। আমি খুশী থাকলে তোমাকে আর এ আড্ডায় থাকতে হবে না—রাণী বানিয়ে রাখব। নইলে—'

ভাববার জন্যে দুটো দিন সময় ভিক্ষা করল শ্রাবণী।

সেই রাতেই পরামর্শে বসল মা-মেয়ে আর অবনীশ। অবনীশের বাবা রাজধানীর রাজন্যবর্গের অমাত্যদের অন্যতম। সিদ্ধান্ত হল—পরের দিন সকালবেলা বাসন্তী গুপ্ত নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে তাঁর কাছে। শ্রাবণীকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়ে পুলিশকে রক্তচক্ষু দেখাতে পারবেন কেবল তিনিই।

কিন্তু হিতে বিপরীত হল। একমাত্র পুত্রের সঙ্গে অ্যারিস্টোক্র্যাট প্রসটিটিউটের বিয়ে? বোমার মত ফেটে পড়লেন মহামান্য অমাত্য মহাশয়! দরোয়ান ডেকে হুকুম দিলেন পয়জার হাঁকিয়ে বাসন্তীকে ফটক পার করে দেওয়া হোক। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে পুলিশের সেই বড়কর্তাকে জানিয়ে দিলেন—শ্রাবণী গুপ্ত নাম্নী অভিজাত গণিকা-পিয়ানিষ্ট এবং তার মায়ের ওপর যেন একটু নজর রাখা হয়। তাঁর ছেলেকে ফুসলে নেওয়ার মতলব করেছে দুজনে। ছেলে যদি ঐ মেয়ের সঙ্গে পালায় তো তিনি দেখে নেবেন··

এর পরের ঘটনা খুব ছোট্ট।

পরের ট্রেনেই দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে গেল মা আর মেয়ে।

কলকাতার জন-অরণ্যে এসে নিরাপত্তা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অপমানের জ্বালা তো জুড়োলো না। গরীব বলেই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে জুতোর বাড়ি খেয়ে নিরুদ্দেশ হতে হয়েছে ইজ্জতের ভয়ে—এ অপমান, এ স্মৃতি, এ যন্ত্রণা তো ভোলবার নয়! হে ঈশ্বর! এ সংসারে গরীবের ঠাঁই কি কোথাও নেই? অর্থ না থাকলে কি নারীর নিরাপত্তা পর্যন্ত নেই? আঠারো বছরের শ্রাবণী দিবানিশি ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে আস্তে আস্তে পালটে গেল। জন্ম নিল আর এক শ্রাবণী। বিয়ে? ইহজন্মে নয়। টাকা? হ্যাঁ চাই বইকি! অনেক, অনেক টাকা চাই! ইজ্জৎ? হাঃ হাঃ হাঃ! সেটা আবার কি? পৃথিবীটা কার বশ?—টাকার···টাকার···কুমারীর নয়!

BanglaBook.org

তাই একদিন ভোররাতে ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে বাসন্তী দেখল—শ্রাবণী চলে গিয়েছে। ছোট্ট একটা চিঠিতে অনেক বড় ব্যথার কথা লিখে গিয়েছে। বাবার ইচ্ছে ছিল মস্কো কনজাভে'টরীতে দু বছরের কোর্স পড়ে আসে যেন শ্রাবণী। তাই হবে। কিন্তু টাকা চাই।—অনেক টাকা! তাই সমুদ্রে শয্যা পাততে চলেছে সে—শিশিরকে আর ভয় কিসের! কোথায়, কিভাবে আছে—জানাবে যথাসময়ে। কিন্তু ঠিকানা পাবে না। কোনোদিন না।

কাহিনী ফুরিয়ে গেল। নিঝুম হয়ে সোফায় এলিয়ে রইল বাসন্তী। মৃদু নীলাভ আলোয় দেখলাম, নিঃশব্দে কাঁদছে।

অনেকক্ষণ বোবা থাকার পর আস্তে আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ—'অবনীশ এখনো খুঁজছে শ্রাবণীকে, তাই না মাসীমা?'

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল বাসন্তী—'হ্যাঁ, বাবা। সাবু চলে যাওয়ার পর সে এসেছিল আমার কাছে। সাবুই চিঠি লিখে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। লিখেছিল—আমি চলে যাচ্ছি—যে পথে যাচ্ছি সে পথ থেকে কেউ ফেরে না। তোমার আর ভয় নেই। ভয় নেই তোমার বাবার। এবার যেন রেহাই দেন আমার দুঃখিনী মা-কে। তার আর কেউ নেই। আর তাকে জুতো মেরো না। একটু দয়া কোরো। আমি বিষকন্যা। আমার সংস্পর্শে এসে তোমার এত কষ্ট—আমাকে গর্ভে ধরে আমার মায়ের এই হেনস্থা। তাই আমি তোমাদের সবার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি অনেক বড় হতে—আবার অনেক ছোট হতে। খুঁজতে যেও না—আমাকে পাবে না—শান্তিও পাবে না। বরং বিয়ে করো—শান্তি পাবে। আমাকে ভুলে যেও—শুধু মনে রেখো হতভাগিনী একটা মেয়ে এসেছিল তোমার জীবনে ধূপের মত—কেবল ধোঁয়া আর সুগন্ধ হয়ে মিলিয়ে যেতে।

শেষের দিকে কান্নায় গলা বুঁজে গেল বাসন্তীর।

ইন্দ্র বললে—'থাক, আর বলতে হবে না। এবার বুঝেছি শ্রাবন্তী গুহ কনট্যাক্ট লেন্স পরেছিল শুধু আত্মগোপন করবে বলেই। বাড়ী থেকে বেরোতো না পাছে কোনোদিন অবনীশের চোখে পড়ে যায় তাই। দেখুন তো একে চিনতে পারেন কিনা?'

লালবাজার থেকে আসার সময়ে বৌবাজারের স্বর্ণকারের দোকান থেকে পেনড্যান্টটা নিয়ে এসেছিলাম রসিদের বিনিময়ে। মখমলের বাক্স খুলে লকেটটা মেলে ধরল ইন্দ্রনাথ বাসন্তীর চোখের সামনে। স্প্রিং টিপতেই খুট করে খুলে গেল নকল পদ্মরাগের ডালা। ভেতরে সেই যুগ্ম ফোটোগ্রাফ। একজন শ্রাবন্তী। আর একজন···

'অবনীশ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল বাসন্তী।

BanglaBook.org

১১

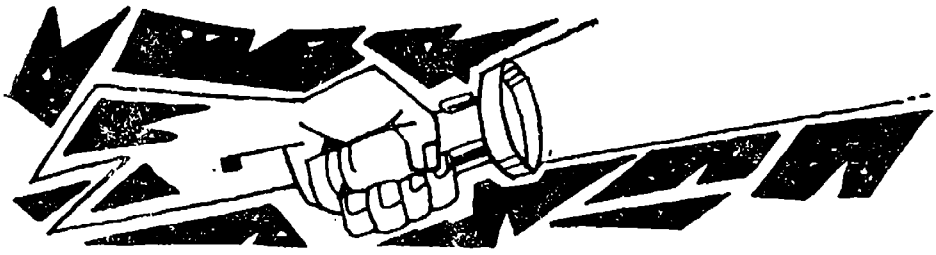

বাসন্তী গুপ্তকে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এসে দেখি তখনো মাথায় হাত দিয়ে বসে ইন্দ্র। ঘর অন্ধকার। তামাকের কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে।—বাসন্তী গুপ্তর অদ্ভুত কাহিনীর রেশ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে কবিতাও এল ঘরে। আলো জেবলে দিয়ে ভুরু কুঁচকে নিরীক্ষণ করল ইন্দ্রকে। বলল ঝঙ্কার দিয়ে—'ভ্যাবা গঙ্গারামের মত বসে না থেকে উঠে পড়। হাত মুখ ধুয়ে নাও। আজ রাতে এখানেই থাকবে বলে দিলাম।—কেসটা আমার শোনা দরকার।'

'তুমি শুনবে?' ভুরু তুলে খোঁচা মারল ইন্দ্র—'রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মেয়েদের বুদ্ধি কম।'

'অথচ দেখো রহস্যের জাল বুনতে আর ছাড়াতে মেয়েদের সমান আর নেই। —যেমন, আগাথা খ্রিস্টি, ডরোথি সেয়ার্স—'

'কফি!' হুকুম দিল ইন্দ্র।

এল কফি। সেই সঙ্গে দেবনাথ—ল্যাবোরেটরী রিপোর্টের গোছা নিয়ে। শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে এসে বসে পড়ল কবিতাও।

বাসন্তী গুপ্তর লোমহর্ষক কাহিনী শোনবার পর দেবনাথ শুধু বলল—'হুম।—দিল্লীর কিছু কিছু কেলেংকারী কাহিনী আমিও শুনেছি। মুখ খুলতে রাজী নই।'

'খোলার দরকারও নেই। ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়,' বলল ইন্দ্র। 'ছিপি আর ধুলোর রিপোর্ট কি বলছে?'

'ছিপিটা দাঁত দিয়েই খোলা হয়েছিল। এক চাড়েই খুলেছে—পুরোনো অভ্যেস। ফেল করেনি।'

'বেশ। তাহলে একটা কাজ বাড়ল তোর। বলব?'

'ভনিতা কেন ব্রাদার?'

'শ্রাবস্তী গৃহ সত্যিই পুড়ে ছাই হল কিনা দেখবার জন্যে শ্মশানে গিয়েছিল

BanglaBook.org

কোটপ্যাণ্ট পরা টকটকে ফর্সা একজন লোক। মুখখানা চাকাপানা। সংকার সমিতির কর্মচারীরা তাকে দেখেছে। ফোটো রোবট মেথডে তার চেহারাটা খাড়া করতে হবে।'

বিদ্যুৎ খেলে গেল দেবনাথের চোখে। ফোটো রোবট মেথড! সায়েন্স ফিকশ্যনের যুগে নামটা রোমাঞ্চকর—পদ্ধতিটিও তাই। মনে পড়ল, বেশ কিছুদিন আগে ইন্দ্রনাথকে আক্ষেপ করতে শুনেছিলাম ফোটো রোবট মেথড আবিষ্কার করে ফ্রান্সের পিয়েরি চ্যাবট বিখ্যাত হয়ে গেলেন, আমেরিকান ফিল্ম 'দি সিটি আনভেইল্ড' একজন আর্টিস্টকে দিয়ে না দেখা হত্যাকারীর চেহারা আঁকিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল অপরাধবিজ্ঞান কোন পর্যায়ে পেঁছে গিয়েছে, পোড়া বাংলাদেশেই কেবল···

ফোটো রোবট মেথড! শ'খানেক ছবি ফেলে দিতে হয় সাক্ষীর সামনে সনাক্তকরণের জন্যে। হত্যাকারীকে সে দেখেছে—কিন্তু মনে রাখবার দরকার মনে করেনি—কিন্তু স্মৃতির পটে ছাপ লুকিয়ে আছে অবচেতন মনে। কি করে উদ্ধার করা যায় সেই ছাপকে?

বিভিন্ন টাইপের একশটি মুখের ছবি দেখিয়ে তাকে বলা হয়, হত্যাকারীর চুল কি রকম। একশ রকম চুলের বাহার থেকে একটি চুলের চেহারা তার মনে পড়বেই। এইভাবে অবচেতন মন থেকে একে একে উঠে আসবে মুখের গড়ন, ভুরু, চোখ, নাক, মুখ আর চিবুক। সবক'টি বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে ছবি তুললেই পাওয়া তাবে পলাতকের আলোকচিত্র। বহুসংখ্যক প্রিন্ট ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন পুলিশ দপ্তরে—ছবি ছাপিয়ে দিতে হবে খবরের কাগজে। পালিয়ে সে যাবে কোথায়?

দেবনাথের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ফোটো রোবট মেথডের উল্লেখ শুনে। সহর্ষে বললে—'তারপর?'

'সেই ছবি দেখাতে হবে শমিতাকে। সে সনাক্ত করে দেবে চার বাজনদার আধবুড়ো ছাত্রদের মধ্যে লোকটা পড়ে কিনা।'

'তারপর'? মটমট শব্দে আঙুল মটকাতে লাগল দেবনাথ। উত্তেজনা আর চাপতে পারছে না।

'বলছি।—আগে বল, ধুলোর রিপোর্ট কি?'

'ইণ্টারেস্টিং রিপোর্ট! সুপারফসফেট ফার্টিলাইজার রয়েছে ধুলোর মধ্যে।'

'ফার্টিলাইজার!'

'হ্যাঁ। ফসফেট ধরা পরেছে কেমিক্যাল টেস্টে। এমন একটা জায়গায় গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল কচি সর্দার যেখানকার বাতাসে সুপারফসফেট ফার্টিলাইজার ওড়ে। ড্যাসবোর্ডেও ঢুকে পড়েছিল কচির অজান্তে।'

জড়তা অদৃশ্য হল ইন্দ্রনাথের বসার ভঙ্গিমায়। শিরদাঁড়া সিধে করে বললে—'সুপারফসফেট ফার্টিলাইজারের কারখানা কলকাতার ধারেকাছে আছে

BanglaBook.org

কোথাও ?'

'আছে। হাওড়াতেই। সে খোঁজ নিয়ে আমি এসেছি। চ, এখুনি যাবো।'

একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্র। কবিতা বললে—'তোমরা যেন কি। কেসটা না বলেই—'

ইন্দ্রর পেছন পেছন আমিও দৌড়েছিলাম বলে শেষ কথাটা কানে এল না।

রাতের হাওড়ার আর এক চেহারা। দীনহীন শীর্ণবিদীর্ণ হতকুচ্ছিত ক্ষত বিক্ষত। গোটা হাওড়াটাই যেন একটা আঁস্তাকুড়।

ওয়্যারলেস ফিট করা কালো পুলিশ জীপটা এসে দাঁড়াল ফার্টিলাইজার ফ্যাকটরীর সামনে। অনেকখানি খোলা মাঠ। এককালে কাঁটাঝোপে সমাকীর্ণ ছিল। এখন খানিকটা সাফ করে নেওয়া হয়েছে। শেড উঠেছে। বাকীটায় নানা ধরনের আবর্জনা, পরিত্যক্ত ধাতুখণ্ড, কেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার স্তূপাকারে ছড়ানো। পাঁচিলের বালাই নেই। এত নোংরার মধ্যে শুয়োর ছাড়া কেউ ভ্রমণ করতে পারে না। দুর্গন্ধে পেটের ভাত পর্যন্ত উঠে আসে।

জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা গেল গতকাল গভীর রাতে একটা ভাঙা মরিস অদূরে দাঁড়িয়েছিল বটে। খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি। জক লাগিয়ে চাকা পাল্টাচ্ছিল জনা দুই লোক। ভোজপুরী দারোয়ান এর বেশী দেখেনি। ঘুমুতে গিয়েছিল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁাছে দেখা গেল ধূসর সারের ওপর চাকার দাগ। দুসারি পায়ের ছাপ গেছে ভেতর দিকে।

জীপের হেডলাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হল। তীব্র আলোকধারায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল জমাট অন্ধকার। হাতে টর্চ নিয়ে হানা দিলাম জঞ্জালের অভ্যন্তরে।

কিছুদূর যেতেই খোলা ইঁটের গাদায় আধবসা অবস্থায় পাওয়া গেল পাঞ্জ-রেজকে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গলায় একটা সাদা প্লাস্টিক ফিতের ফাঁস।

টর্চের আলো ফাঁসটার ওপর ফোকাস করে ইন্দ্রনাথ বললে—'দেব, দেখবি আয়'

হেঁট হল দেব—'কি বল তো ?'

'প্লাস্টিক ফিতেটা কি থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে বুঝেছিস ? বেল্ট থেকে। ঠিক এই রংয়ের সাদা বেল্ট এসপ্লানেডে ঢেলে বিক্রী করে। কিন্তু বেল্টের বাকল নেই। কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি তোকে কাটার জায়গাটা দেখতে বলছি।'

'দেখছি। এবড়োখেবড়ো ভাবে কাটা। সমান নয়।'

'বিশেষ কতকগুলো খাঁজ পড়েছে প্রতিবার কাঁচি মারবার সময়ে। হ্যাঁ—

BanglaBook.org

কাঁচি—কাঁচি দিয়েই কাটা হয়েছে এ বেল্ট—ছুরী দিয়ে নয়। দেখ, একটা কাঁচি আজ সকালেই আমি দেখেছি।—কচি সর্দারের গাড়ীর ড্যাসবোর্ডে।'

'জয় মা কালি!'

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে টর্চ নিভিয়ে দিয়ে ইন্দ্র বললে—'আর লুকোছাপার দরকার নেই। কচিকে আজ রাতেই অ্যারেস্ট করা যাবে? গাড়ী থেকে কাঁচিটা আর বেল্টটা ফোরেনসিক সায়েন্স ল্যাবোরেটরীতে পাঠিয়ে দিলেই পেয়ে যাবি পাঞ্জরেজকে খুনের প্রমাণ। তার কাটা কাঁচি তো—ফলাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মোক্ষম এভিডেন্স।'

রেডিও ট্রান্সমিটারে খবর চলে গেল লালবাজারে। মর্গের গাড়ী না আসা পর্যন্ত বসে রইলাম আমরা ভূতের মত সেই দুর্গন্ধ ময়দানে।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে আবার গঙ্গাজলের ছিটে নিতে হল সর্বাঙ্গে। খাবার সাজিয়েই বসেছিল কবিতা। খাওয়াদাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা কথাও বলল না। তারপর বসবার ঘরে পান সেজে এনে ইন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বললে—'এবার বল রহস্য কদ্দুর জমেছে।'

খেতে বসে রহস্যের হিসেবই করছিল ইন্দ্রনাথ—মনে মনে। পানটা গালে ঠেসে দিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করল পাঞ্জরেজের লাশ আবিষ্কারের মুহূর্ত পর্যন্ত। গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল কবিতা। অদ্ভুত মেয়ে বটে। গোয়েন্দা কাহিনীর পোকা!

সবশেষে ঘড়ি দেখে বলল ইন্দ্রনাথ—'রাত অনেক হল—আর না। শুতে যাওয়ার আগে একটা রহস্যের ফর্দ তোমার মাথায় ঢুকিয়ে ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিতে চাই। রাজী?'

'ঢং দেখে আর বাঁচি না।'

'তাহলে শোনো। এক নম্বর—শ্রাবন্তী গুহর ফ্ল্যাটের পিয়ানো, ফ্রিজ, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি এবং উধাও হওয়া নগদ চল্লিশ হাজার টাকার রহস্য।

'দুই—বাইরে সাদা শাড়ি অথচ ভেতরে অত জরির রহস্য।

'তিন—রেকর্ডিং টেপ: কথা-না-বলা রেকর্ডের রহস্য।

'চার—কনট্যাকট্ লেন্স রহস্য।

'পাঁচ—শ্মশানের সেই চাকামুখো লোকটার রহস্য।

'ছয়—শমিতা রহস্য।

'সাত—লকেট রহস্য।

'আট—বীয়ারের ছিপি রহস্য।

'নয়—প্লাস্টিক বেল্ট রহস্য।

'দশ—বনমানুষ রহস্য।

'এগারো—সন্দীপন ভট্ট রহস্য।

'বারো—পাঞ্জরেজ রহস্য।

BanglaBook.org

'তেরো—কচি সর্দার রহস্য।

'চোদ্দ—ধুলো রহস্য।

'পনেরো—খুন হওয়ার পরের দিন সাতসকালে টেলিফোনে শ্রাবস্তীর খবর নিয়েছিল একজন পুরুষ—সেই লোকটির রহস্য।

'ষোল—নার্স হৈমন্তীর অ্যাকসিডেণ্ট রহস্য।

'এর মধ্যে অনেকগুলো রহস্যের সমাধান এইমাত্র শুনলে। বাকীগুলো নিয়ে ভাবো সারারাত,' বলে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ।

'দু নম্বর রহস্যের সমাধানটা এখুনি শুনে যেতে পারো।' কুন্দদন্তে অধর দংশন করে বলল কবিতা—'মেয়েমানুষের অনেক জ্বালা। শরীরটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঝলমলে রংচংয়ে চটকদার করতে হয়। নইলে তোমাদের মন ওঠে না। জরিদার ঘাগরা, কিংখাপের কাঁচুলি, গিল্‌টির গয়না কারা পরে হে চরিত্রহীন ঠাকুরপো ?'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১২

আমরা যখন ঘুমিয়ে কাদা, দেবনাথ তখন ব্যস্ত কচি সর্দারকে নিয়ে। ওয়ারেণ্ট বার করে উপপত্নীর বাহুপাশ থেকে কচিকে ছিনিয়ে এনে তুলল লালবাজারের সেলে। তারপর শুরু হল কচুয়া ধোলাই। ভদ্রভাষায় যার নাম থার্ড ডিগ্রী।

সকালবেলা আমি আর ইন্দ্র গিয়ে দেখি সর্দার নেতিয়ে পড়েছে। একটিমাত্র করমচা চোখে রক্ত যেন ফেটে গড়িয়ে পড়তে চাইছে। দেবনাথ নিজেও বিলক্ষণ কাহিল। সারারাত ঘুম নেই—বিজ্ঞানসম্মতভাবে থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করেছে সমস্ত রাত—কিন্তু কড়া জান বটে কচির। মুখে রা কাড়ে নি।

ইন্দ্রনাথের আরেক চেহারা দেখলাম সেদিন। বুদ্ধিদীপ্ত বুদ্ধিনির্ভর ইন্দ্রনাথ রুদ্রও যে থার্ড ডিগ্রী সায়েন্স এত ভালভাবে রপ্ত করেছে জানা ছিল না। পাঞ্জরেজ নেই—একমাত্র সে-ই জানত সাইকেলের স্পোক ব্যবহারে পটু লোকটার বৃত্তান্ত। এখন জানে কচি। নিশ্চয় অজ্ঞাত সেই ভয়ংকরের নির্দেশেই স্বহস্তে পাঞ্জরেজকে বধ করেছে কচি—নিজে স্পোক বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে।

সুতরাং কচির উদরেই নিহিত রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি। বিরামবিহীনভাবে ঠাণ্ডা-গরম দাওয়াই এবং কচুয়া ধোলাই দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে দেব। এবার হাত লাগাল ইন্দ্র।

প্রাইভেটি ডিটেকটিভ বলতে যা বোঝায়, বহু কাল্পনিক কেতাবে সখের গোয়েন্দাদের আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ বানিয়ে যে মনোহর ছবি আঁকা হয়েছে—ইন্দ্রনাথের এ-চেহারা সে ছবির সঙ্গে আদৌ মিলবে না। কিন্তু আমি দুঃখিত। সত্যের অপলাপ করতে পারব না। বাস্তবের গোয়েন্দাগিরি বড় কঠোর, বড় নির্মম, বড় বিপদসংকুল।

কচি সর্দারের পাকা দেহের নরম নরম জায়গাগুলো বেছে নিল ইন্দ্রনাথ। তারপর শুরু হল সায়েণ্টিফিক নির্যাতন।

ঘণ্টাখানেক পরে বুকফাটা গোঙানি বেরিয়ে এল কচির কণ্ঠে—'বনমানুষ···

BanglaBook.org

বনমানুষ··· ।' শুধু এই নামটি বারদুয়েক বিকট বীভৎস-বিকৃত গলায় উচ্চারণ করে অজ্ঞান হয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে।

কাল রাতেই বনমানুষ রহস্যের কথা রহস্য তালিকায় সন্নিবেশিত করেছিল ইন্দ্র —ব্যাখ্যানা এখনো জানি না।

বনমানুষ! হাওড়ার সেই বনমানুষ! কে সে? হাওয়ার মত অবাধগতি তার, অথচ অশরীরীর মত অদৃশ্য; ঈগলের মত নির্মম নখর তার, অথচ কেউটের মত পিচ্ছিল; বাঘের মতই নির্মম প্রতিহিংসা তার, অথচ শেয়ালের মত ধূর্ত। খুনের পর খুন করে চলেছে সে—কখনো স্বহস্তে, কখনো পরহস্তে। অথচ ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাকে কেউ দেখেনি। অথচ সে সর্বত্র বিরাজমান। সমগ্র হাওড়ার নীচের মহল তার দাপটে প্রকম্পিত, অথচ আরক্ষাবাহিনী তার ছায়া দর্শনেও ব্যর্থ। কে এই বনমানুষ? বনমানুষের হাড় নিয়ে ভেল্কি দেখানো যায়—এমনি প্রবচন শুনেছি বহুবার। এক্ষেত্রে বনমানুষের হাড় কি সাইকেলের শিক?

কচি-কে লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—সঙ্গে আরো দুজন ছদ্মবেশী পুলিশ ঢুকে বসে আছে লকআপে। খুনে গুণ্ডার ছদ্মবেশে। জ্ঞান ফিরলে ভাব জমে উঠবে তিনজনের মধ্যে— তারপর কি আলগোছেও বনমানুষের নাম-ঠিকানা বলবে না কচি?

চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে সিগারেট ফুঁকছিল ইন্দ্রনাথ। এইমাত্র ডি-সি-ডি-ডি'র সঙ্গেও কথা বলে এসেছে। ভদ্রলোক বাগে পেয়ে টিটকিরি দিয়েছেন দেবনাথকে—খবরের কাগজে খবর ছাপা হয়েছিল বলেই তো বাসন্তী গুপ্তর মত সাক্ষী পাওয়া গেল। অথচ কত লম্ফঝম্পই না করে গেল দেব··· ।

ইন্দ্রনাথ কথা বাড়ায়নি। গুম হয়ে ফিরে এসেছে দেবনাথের ঘরে। আমি চুপচাপ বসে দেখছি ওর মুখচ্ছবি। দেবনাথ গেছে বাথরুমে।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বপ্নছাওয়া দুই চোখ আমার দিকে ফিরিয়ে ইন্দ্র বললে—'মৃগ, শ্রাবস্তীর ফ্ল্যাটে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা ছিল। সে টাকা এল কোত্থেকে? অবনীশকে সে লিখে জানিয়েছিল, আমি তোমাদের সবার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি অনেক বড় হতে—আবার অনেক ছোট হতে। তার মানে কি এই নয় যে দেহ ভাড়া দিতে কৃতসংকল্প হয়েছিল শ্রাবস্তী?'

'হ্যাঁ, তার মানে ঐ দাঁড়ায়।'

'কিন্তু কখন? কিভাবে? শমিতা চৌপর দিনরাত নজর রেখেছিল—বয়স্ক বলতে চারজনকে ছাড়া ফ্ল্যাটে ঢুকতে কাউকে দেখেনি। তারা আসত বাজনার বাক্স হাতে। যতক্ষণ থাকত, বাজনার মহড়া শোনা যেত। শ্রাবস্তী নিজেও রাস্তায় বড় একটা বেরোতো না। তা সত্ত্বেও মাত্র দু বছরের মধ্যে সে সঞ্চয় করল নগদ চল্লিশ হাজার টাকা।'

'সেই সঙ্গে ঘরভর্তি দামী দামী জিনিস,' বললাম আমি—'যেমন ফ্রিজ,

BanglaBook.org

টেপরেকর্ডার, পিয়ানো।'

'রাইট। ও পয়েন্টেও আসছি আমি। পিয়ানো ভাড়া পাওয়া যায় ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। খোঁজ নিলেই জানা যাবে—ভাড়া করা কিনা। কিন্তু ভাড়া করা জিনিস কি এত নতুন হয়? মেড ইন জাপান পিয়ানো বাজারে কে আমদানী করে জানলেই অনেকটা কাজ এগিয়ে যায় নাকি?' বলে সংকুচিত চোখ হাসল ইন্দ্রনাথ—'পয়েন্টটা ধরতে পেরেছো?'

'অফ কোর্স,' ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করলাম আমি।

'পিয়ানোর পেছনে ধাওয়া করার আগে আরেকটা ব্যাপারে কাজ এগিয়ে রাখতে চাই—ফোটো রোবট আইডেনটিফিকেশন,' বলে উঠে পড়ল ইন্দ্র। 'দেবনাথ রেকর্ড ঘেঁটে যা করতে পারে করুক—আমি আর দেরী করতে পারছি না। স্পীড ইজ দি মোস্ট ইমপরট্যান্ট ফ্যাকটর ইন দিস ইনভেসটিগেশন।'

মিহির পল তখনো পাঁচ ধান্দায় বেরোন নি—বাড়ীতেই ছিলেন।

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল ইন্দ্র। সব শুনে ঘাড় কাৎ করে মিহির বললেন—'এ আর এমন কি শক্ত কাজ। দাঁড়ান, আনছি ফোটোর তাড়া।'

আলমারীর তাকে, টেবিলের ড্রয়ারে, ডার্করুমের আনাচেকানাচে ছড়ানো রাশিকৃত বাতিল ফোটোগ্রাফ জড়ো করে টেবিলে হাজির করলেন মিহির। ইন্দ্রনাথ তার মধ্য থেকে একশটি পুরুষ প্রতিকৃতি নির্বাচন করল এবং গাত্রোত্থান করল পরমুহূর্তেই।

মিহির বাধা দিলেন না। শুধু বললেন—'মা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে কিন্তু আমাকে একহাত নেবে কফি না খাওয়ানোর জন্যে।'

জবাব না দিয়ে চলে এল ইন্দ্র।

সংকার সমিতির সেই ক'জন কর্মচারীর সামনে ফোটোগুলি ছড়িয়ে দিল ইন্দ্র। আধঘণ্টা ধরে নাড়াচাড়া করার পর কর্মচারীরা বেছে নিল মাত্র সাতখানি ছবি। সাতজনের সাতটি ছবি। পেন্সিল দিয়ে গোল করে ঘিরে দেওয়া হল একজনের চাকাপানা মুখ, আরেকজনের ঘাড় পর্যন্ত লম্বা হিপি চুল, তৃতীয় জনের ভুরু, চতুর্থ জনের নাক, পঞ্চম জনের ঠোঁট, ষষ্ঠ জনের চিবুক এবং সপ্তম জনের কপাল।

প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে বাতিল ছবিগুলো এবং নির্বাচিত ছবি সাতখানি পাঞ্জাবির পকেটে রেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্র। সারা সকাল মুখ কালো করে থাকার পর এই প্রথম সরস হল বিরস বদন।

আবার মিহির পল স্টুডিও।

ছবি সাতটি পাশাপাশি সাজিয়ে মিনিটখানেক তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন মিহির। শিল্পীর চোখে দেখে নিলেন কিভাবে সাতখানিকে পাঞ্চ করে একখানি ছবি বার করবেন। জিভ উল্টে ওপরের ঠোঁট লেহন করলেন নিবিষ্ট চিত্তে।

BanglaBook.org

মনে মনে তৈরী হয়ে গেল ককটেল ফটো।

বললেন—'হবে।—কখন চাই?'

'এখুনি।'

'কি যে বলেন।—আচ্ছা বসুন।' সৃষ্টি করার একটা উন্মাদনা আছে। একটা ম্যাডনেস—যা না থাকলে, সৃষ্টি হয় না। মিহির নিজেও সেই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। জিনিসটা অবশ্য সংক্রামক। ইন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এলে এ উন্মাদনায় আক্রান্ত হতেই হবে।

পরিপাটি করে লুচি ভেজে খাওয়ালেন মাসীমা। ঠাকুরঘর সম্পর্কে আলোচনা জমে উঠল ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে ইদানীং পড়াশুনা করছে ইন্দ্র জানতাম, কিন্তু সেটা যে এত গভীরে পৌঁছেছে জানা ছিল না। থিয়সফি নিয়ে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলে গেল বন্ধুবর। আমি হাঁ করে শুনেই গেলাম। ঘোর সংসারী আমি। উচ্চ দর্শন মাথায় ঢোকে না।

তারপর ডার্করুম থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে মিহির পল একখানা পোস্টকার্ড সাইজ এনলার্জমেণ্ট সামনে রেখে বললেন—'এতে চলবে?'

ছবিটা একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষের। মাথায় হিপি চুল, চওড়া ললাট, খাড়া নাক, পাতলা দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট, ঠেলে বার করা চিবুক এবং চাকাপানা মুখ।

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ইন্দ্র। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমি। শুনলাম ও বলছে বিড়বিড় করে—'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ।'

পার্ক স্ট্রীটের একটা দোকানেই মেড ইন জাপান পিয়ানো পাওয়া গেল। সোল ইম্পোর্টার তারা। ইন্দ্রনাথ নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিল ডিরেক্টরের কাছে।

ঝকমকে অ্যালুমিনিয়াম চেয়ারে বসলাম পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে। আগাগোড়া কাঁচ দিয়ে মোড়া শো-রুমের ওপাশে ফুটপাত। পার্ক স্ট্রীট। হোটেল রেস্তোরাঁর সারি।

ম্যানেজার তলব করলেন আমাদের। মৃদু সুরভিত কাঁচের খুপরির মধ্যে স্টীল টেবিল চেয়ার। ফুরফুর করে চলছে এয়ার কণ্ডিশনিং মেসিন। টেবিলের ওপাশে বসে হিন্দী ছায়াছবির নায়কের মত কন্দর্পকান্তি কেতাদুরস্ত একজন যুবাপুরুষ। অমায়িক হেসে হাত বাড়িয়ে বলল—'গুড মর্ণিং মিস্টার রুদ্র। আমি সম্পৎকুমার—ম্যানেজার। আপনারা মিস্টার পীরভয়-কে চেয়েছেন—কিন্তু উনি তো লাঞ্চে বেরিয়ে গেছেন। ক্যান আই হেল্প ইউ?'

ইন্দ্রনাথ পকেট ফোটা রোবট মেথডে পাওয়া ছবিখানি বার করে সামনে রাখল—'এঁকে চেনেন?'

'না তো।'

আবার পকেটে হাত দিল ইন্দ্র। শ্রাবণী-অবনীশের যুগ্ম ছবি রাখল

BanglaBook.org

টেবিলে—'এদের ?'

'না।'

'শ্রাবস্তী গৃহ বলে এক মহিলাকে পিয়ানো বিক্রী করেছিলেন আপনারা ?'

'কদ্দিন আগে ?'

'বছর দুই ?'

'দেখতে সময় লাগবে মিঃ রুদ্র। দু বছর আগের কাগজপত্র বার করতে হবে।'

থতিয়ে গেল ইন্দ্র। মুখ নিচু করে ভেবে নিয়ে বলল—'মিস্টার পীরভয় কি এই পাড়াতেই লাঞ্চ করেন ?'

'হ্যাঁ।'—বলে একটি অভিজাত রেস্তোরাঁর নাম করল সম্পৎকুমার।

যুক্তকরে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ—'নমস্কার। আমি নিজেই যাচ্ছি।'

'কিন্তু লাঞ্চের সময়ে ডিস্টারবান্স—'

'নেভার মাইণ্ড। ইট ইজ মোর সিরিয়াস দ্যান দ্যাট।'

ফুটপাতের ওপরেই দরজা। যেন একটা ভ্যাট সিক্সটি নাইন মদের বোতল। বিচিত্র আকার। চোগাচাপকানপরা দ্বাররক্ষক সাড়ম্বরে স্যালুট করে খুলে দিল দরজা।

একতলায় বড় হলঘর। দোতলায় ঘেরা বারান্দার ওপর সারি সারি কামরা।

আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর একটি রজনীর অনুকরণে সজ্জিত রেস্তোরাঁ। অতি-ক্ষীণ আলোয় কয়েক হাত পর্যন্ত নজর চলে—তারপর ছায়ামায়ার লীলাখেলা। ছায়ামায়া, আলো-আঁধারি, অস্পষ্ট কুহেলিকা এই রেস্তোরাঁর মূল আকর্ষণ। এখানে যারা আসে তারা আলো চায় না। কিছুক্ষণের জন্যেও অন্ধকারের বাসিন্দা হয়ে আদিম বাসনাগুলিকে চায় সংগোপনে প্রকাশ করতে।

সম্পৎকুমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। পাবলিক টেলিফোন তুলে ফোন করেছিল দেবনাথকে। বলেছিল—'যাকে জেরা করতে যাচ্ছি, সে বড়লোক এবং দুঁদে লোক। থোড়াই কেয়ার করে আমার মত ধুতিপাঞ্জাবি-পরা গোয়েন্দাদের। তুই আয়। ধড়াচূড়া যেন থাকে—আর রিভলভারটা।'

পনেরো মিনিট পর নক্ষত্রবেগে পুলিশ জীপ এসে দাঁড়াল ডাকঘরের সামনে। লাফ দিয়ে উঠলাম আমরা দুজন। রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম তিনজন।

ঢুকে চোখে অন্ধকার দেখলাম। কানে ভেসে এল শুধু মৃদুগুঞ্জন ধ্বনি। প্লেটে ছুরি চামচ কাঁটার টুংটাং শব্দ। এ আবার কি ফ্যাসান ? অন্ধকারে খাওয়া যায় ? খাবার দেখা যায় ?

চোখ সয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সুবেশ সুপুরুষ স্টুয়ার্ড এসে সবিনয়ে

BanglaBook.org

পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা টেবিলে। এত খাতির শুধু পুলিশকেই—হাড়ে হাড়ে বুঝলাম আমার আর ইন্দ্রনাথের পানে তাচ্ছিল্য দৃষ্টি নিক্ষেপের নমুনা দেখে। হায়রে বাংলাদেশ! বাঙ্গালীবেশের কদর নেই খাস কলকাতার অভিজাত পাড়ায়!

সামান্য খাবারের অর্ডার দিয়ে জম্পেশ কায়দায় সিগারেট ধরাল ইন্দ্রনাথ। বাঘের চোখ কিন্তু ঘুরতে লাগল আলোআঁধারির মধ্যেও। ফসফরাসের রোশনাই যেন সে চোখে।

স্ন্যাকস আর কফি এসে গেছে—ইন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ পর্বও সমাপ্ত হয়েছে। বেয়ারার হাতে দু-টাকার একটা নোট দিয়ে হাতের ইঙ্গিতে নিচু হতে বলল ইন্দ্রনাথ। শুধোলো খাটো গলায়—'মিস্টার পীরভয় কোথায় বসেছেন?'

একটা কোণ দেখিয়ে দিল বেয়ারা। নোটটা হাতে রেখেই বললে—'আউর কুছ?'

শার্দুল চক্ষু মেলে কোণটার দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। এতদূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও ঠাহর করা গেল জনাতিনেক পুরুষমূর্তিকে। সাহেবী-পোশাক পরে আছে প্রত্যেকেই। ঘাড়গুঁজে আহারে নিরত।

ইন্দ্রনাথ বলল—'পীরভয় কে?'

'ডাইনামে—বড়িয়া খুবসুরৎ আদমী।'

খুবসুরৎই বটে। দীর্ঘদেহী। রুপোলী চুল। বয়স কমসেকম পঁয়তাল্লিশ। ইউরোপীয় বলে ভ্রম হয়। রোবট ছবির সঙ্গে এ-মুখের সাদৃশ্য নেই কোথাও।

সাদৃশ্য নেই বাকী দুজনের সঙ্গেও। দুজনেই পীরভয়ের তুলনায় খর্বকায়। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। মেদহীন বলিষ্ঠ বপু। বিলিতি পরিচ্ছদে বিলক্ষণ স্মার্ট। একজনের গোঁফ আছে বলে মনে হল—আরেকজনের তাও নেই। যার গোঁফ নেই তার কপালে একটা মস্ত আব। দুজনেরই মাথায় চুল এলোমেলো—মা দুর্গার অসুরের মত লম্বা নয়। দুজনেরই মুখ লম্বাটে এবং রোগাটে—চাকাপানা নয়। দুজনেরই চোখের গড়ন প্যাঁচার চোখের মতন গোল-গোল। ভাবভঙ্গীও সেইরকম—এতদূর থেকে শুধু ঘুৎকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে না।

দু-টাকার নোটটা আঙুলে মোচড়াচ্ছে বেয়ারা—আরো একখানার প্রত্যাশা আছে বোধ হয়। আশা পূরণ করে ফের শুধোলো ইন্দ্রনাথ—'পীরভয় রোজ আসেন?'

'জী হ্যাঁ'।

'একা।'

'নেহী।'

'এই দুজন সঙ্গে থাকেন?'

'সবশুদ্ধ চারজন আসেন—রোজ।'

BanglaBook.org

'আর একজন কোথায় ?'

'আসবেন এখুনি !'

'কি নাম তার জানো ?'

'অতুল দে ।'

'এঁদের নাম ?'

'বিজয় দেশপাণ্ডে—ব্ল্যাক সুট। রামনাথ নাগরাজন—গ্রে সুট। এস পীরভয়—অ্যাশ সুট।'

'সাবাস,' সপ্রশংস চোখে বললে ইন্দ্রনাথ—'অনেক খবর রাখো দেখছি। এই নাও আরো দুটো টাকা। বলো তো ওঁরা কে কি করেন ?'

'পীরভয় সাহেবের বাজনার দোকান—ও ফুটপাতে। দে সাহাব আর নাগরাজন সাহাব বিল্ডিং কনট্রাকটর। দুজনে পার্টনার। রাসেল স্ট্রীটে অফিস। দশ বারোতলা বাড়ী ছাড়া ছোট বাড়ীতে হাত দেন না। বহুৎ টাকার মালিক। নিউমার্কেটে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স আছে দেশপাণ্ডে সাহেবের। একসপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস ভি আছে।'

'ফাইন। ভেরি ফাইন,' জুড়িয়ে জল হয়ে যাওয়া কফিতে সশব্দে চুমুক দিয়ে বলল ইন্দ্র। 'অতুল দে সাহাবকে দেখতে কি রকম বলোতো ?'

'সাহাব এসে গেছেন।—ঐ দেখুন।'

ডাবল ডোর খুলে কোমল গালিচায় পদার্পণ করলেন লম্বাচওড়া এক ব্যক্তি। গাঢ় নীল টেরিন সুট ভারী সুন্দর মানিয়েছে টকটকে লাল গাত্রবর্ণের পটভূমিকায়। মা দুর্গার অসুরের মত লম্বা লম্বা চুল। চওড়া কপাল আর খাড়া নাক থাকায় অত লম্বা চুল সত্ত্বেও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যেন অদৃশ্য রশ্মিরেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে চাকাপানা মুখের প্রতিটি অণুপরমাণু থেকে। পাতলা এবং দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁটে অসীম প্রত্যয়। ঠেলে বেরিয়ে আসা কড়া চিবুক তাঁর কঠোর মনোবলের মিনার স্তম্ভ।

সটান হয়ে বসলাম আমরা তিনজনেই। চেয়ারের হাড় শক্ত হয়ে উঠল দেবনাথের। দুর্জ্ঞেয় হাসি হিল্লোল জাগিয়ে গেল ইন্দ্রনাথের পাতলা ঠোঁটের এ-কোণ হতে সে-কোণে। অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চের অকস্মাৎ বিস্ফোরণে দেহমন অসাড় হয়ে এল আমার।

লক্ষ বজ্র যেন বাতাসের সুরে উঠে এল ইন্দ্রনাথের নাভিমূল থেকে পাহাড়ী ময়ালের হিসহিসানির মত—'অতুল দে ! অতুল দে !'

অতুল দে দীর্ঘ পদক্ষেপে গিয়ে বসলেন পীরভয়, দেশপাণ্ডে, নাগরাজনের টেবিলে। হাতের লম্বাটে ট্রানজিস্টর সেটটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে।

স্টুয়ার্ডকে আমদের দিকে আসতে দেখেই সরে পড়েছে বেয়ারা। ফসফরাস চোখে নির্নিমেষে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথ। দেবনাথ হাত বুলোচ্ছে হোলস্টারে রাখা রিভলভারের ওপর। ইন্দ্র বললে চাপা গলায়—'দেব, ওয়ারেণ্ট নেই—বাক-

BanglaBook.org

তাল্লা দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে। ভয় দেখিয়ে নার্ভাস করে দেওয়া ছাড়া আর পথ দেখছি না। দরকার হলে মুখ খারাপও করতে হবে। রাজী?'

ঘাড় কাত করে সায় দিল দেব। আমি বড়বড় চোখে দেখতে লাগলাম শ্রাবস্তী গুহর ঘাতককে। অতুল দে! শ্রাবস্তীর শিককাবাব বডি দেখার জন্য শ্মশান পর্যন্ত ছুটেছিল! এখন মুরগীর ঠ্যাং চিবুচ্ছে পরম নিশ্চিন্ত মনে।

নিজের নামলেখা কার্ড বার করল দেবনাথ পকেট থেকে। সাদা পিঠে ইংরেজিতে লিখল শুধু একটি নাম ঃ

শ্রাবস্তী গুহ

হাতের ইঙ্গিতে ডাকল বেয়ারাকে। কার্ডটা পাঠিয়ে দিল অতুল দের হাতে।

প্রতিক্রিয়া হল সাংঘাতিক। চারজনেই চমকে উঠল তড়িৎস্পৃষ্টের মত। চাইল বেয়ারার পানে। বেয়ারা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখিয়ে দিল আমাদের। কঠোর হেসে মাথা দুলিয়ে দেবনাথ নীরবে বললে—'আমি আছি! আমি আছি!'

ফের কার্ডটা ঘুরে এল বেয়ারার হাতে। তাতে লেখা—'কে শ্রাবস্তী গুহ?'

দেবনাথ তার তলায় ফের লিখল—'গেম ইজ আপ—খেল খতম। আপনার কীর্তি আমি জানি।'

কার্ডটা রেখে দিয়ে ফের এল বেয়ারা। বললে—'সাহেবরা আপনার সঙ্গে দশ মিনিট পরে দেখা করবেন ওপরের কামরায়। আপনারা একটু বসুন।'

দেখলাম অতুল দে অদ্ভুত গড়নের ট্রানজিস্টর সেট নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। উদ্ধত সতর্ক চোখে আমাদের দিকে বারেক চেয়ে এগোলেন লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ির দিকে। পীরভয়, নাগরাজন, দেশপাণ্ডেও গেলেন পেছনে পেছনে——আমাদের উদ্দেশে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

গভীর শ্বাস নিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'এবার শুরু হবে আসল খেলা।'

চার মূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরতলায়। অপাঙ্গ চাহনি প্রসারিত রইল আমাদের পানে। বারান্দা ঘুরে অন্তর্হিত হল একটা কামরায়।

ফের সিগারেট ধরালো ইন্দ্রনাথ। কিন্তু না টেনে জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে চেয়ে রইল পলকহীন চোখে। জ্বলন্ত শিখা জোড়া মশাল হয়ে জ্বলতে লাগল আকাশসমান বিশাল চোখে। আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে দুটি ইস্পাত-বিন্দুতে পরিণত হল চক্ষু মণিকা—দেশলাইয়ের আগুন পৌঁছোল আঙুল পর্যন্ত। তারারন্ধ্রে জ্বলতে লাগল জোড়া ফুলকি।

আচমকা সিগারেট অ্যাশট্রের মধ্যে ঠুসে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ইন্দ্র। গর্জে উঠল চাপা গলায়—'হোয়াট অ্যান ইডিয়ট আই অ্যাম!'

অনেকগুলো বিস্মিত মুখের চাহনি পাশের টেবিল থেকে নিবদ্ধ হল ওর

BanglaBook.org

পানে।

দেবনাথ ওর হাত টেনে বসাতে গেল। বলল—'পালাবার পথ জুড়ে তো আমরা বসে আছি রে।'

'ইউ ফুল! হাতের সেটটা দেখেও কিছু বুঝিসনি?'

'হাতের সেট! ট্রানজিস্টরটা?'

জবাব না দিয়ে সিঁড়ির দিকে ক্যাঙ্গারু লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। ততোধিক লাফ দিয়ে নিমেষে নাগাল ধরে ফেলল দেবনাথ। সবশেষে রইলাম আমি।

দোতলার কামরায় মূর্তিমান প্রভঞ্জনের মত হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম আমরা তিনজনেই—একসাথে।

টেবিল ঘিরে বসে চারজনে। হেঁট হয়ে ট্রানজিস্টর সেটটা নিয়ে খুটখাট করছেন অতুল দে। চকচকে এরিয়েলটা দুলছে শূন্যে। শীর্ষে লাল পুঁতি।

দুপদাপ শব্দে আমাদের প্রবেশ ঘটতেই চক্ষের পলকে খটাখট শব্দে সুইচ টিপে দিলেন অতুল দে। খটাং করে টেলিস্কোপিক এরিয়েলটা সকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁক পাড়লেন দুন্দুভিকণ্ঠে—'কি চাই এখানে?'

প্রত্যুত্তরে অতি অমায়িক হাসি হাসল ইন্দ্রনাথ। দোরগোড়ায় দাঁড়াল দেবনাথ—হাত রিভলভারের ওপর। এক কোণে আমি—কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। বিস্ফারিত চোখে অদ্ভুত ট্রানজিস্টরটার দিকে তাকিয়ে দেবনাথ—ও বুঝেছে।

পীরভয়ও হাসলেন—হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন হাসিকে—কোলাকুলি হল যেন সেয়ানে সেয়ানে। দেশপাণ্ডে আর নাগরাজন শুধু চেয়ে রইলেন পাথরহীন মুখে। একা অতুল দে যেন দধীচির হাড়ে গড়া বজ্রধ্বনি শোনালেন কণ্ঠস্বরের ডম্বরু নিনাদে—'কেন বিরক্ত করছেন আপনারা?'

দেবনাথ শুধু চেয়ে রইল লোহা চোখে। কিছু বলল না। না বলাতেই কাজ হল বেশী। তার চাইতেও বেশী কাজ হল ইন্দ্রনাথের কথায়—'কারবার তো ভালই চলছিল—মাংসের কারবারে হাত দিলেন কেন?'

'মাংসের কারবার?' গোখরো সাপের মতন ফণা তুলল ভুরুজোড়া।

'নারীমাংস। বড় উপাদেয়, তাই না? বিশেষ করে, কচি মাংস?'

'শাট-আপ!'

কণ্ঠস্বরে আরো কয়েক ফোঁটা স্যাকারিন মিশিয়ে দিল ইন্দ্র—'শুধু মাংস হলে কি চলে? চাটনিও চাই···ইমপোর্টেড বীয়ার বোতলখানেক পেটে গেলে কি রক্ষে আছে?···কচি মেয়েটাকে কাছে বসিয়ে খাটের ওপরেই বীয়ার খেতেন কি করে?'

অতুল দে এমনিতেই লোহিতবর্ণ। এখন যেন দেহের সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হল মুখে। সূর্যের মতই গনগনে হয়ে উঠল চাকাপানা মুখ।

'মুখ সামলে কথা বলবেন মশায়—'

BanglaBook.org

এবার বেন তিনচামচ মধু চালল ইন্দ্র কণ্ঠস্বরে—

'সত্যিই আপনি মালপাড়ার গোঁসাই। কত খেলাই না দেখালেন! সুটেড-বুটেড-বাবু সেজে দিব্বি লবজবানি চালিয়ে এলেন কচি মেয়েটার সঙ্গে। তারপর যখন মাল পুরনো হয়ে গেল, দিলেন সাইকেলের শিক ঢুকিয়ে বগল ফুঁড়ে…।'

'ইউ ডার্টি—'

'আরে আরে মারবেন নাকি? দাঁড়ান দাঁড়ান পুলিশ ডাকি! তারপর কি করলেন সান-সান বাবু? না, কচি মাংসের শিককাবাব স্বচক্ষে দেখবার জন্যে ইলেকট্রিক চুল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। সুড়ুক কোথাও রাখেন নি স্যার। এঁটোকাঁটিও কোথাও ফেলেন নি। কিন্তু আপনার কপাল মন্দ। তাই পাশের বাড়ীর ঝি-মাগী আপনাকে চিনে রেখেছে! ছবি পর্যন্ত উঠে গেছে। দেখবেন?'

এবার আর ঘোঁৎ করলেন না অতুল দে—চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। মিলিয়ে এল পীরভয়ের স্বর্গীয় হাসি। ফ্যাকাশে হয়ে এল দেশপাণ্ডে আর নাগরাজনের সিঁটোনো মুখ।

'এরকম লারেলাপ্পা আর কটা মেয়েকে নিয়ে করেছেন বলতে পারেন? সেঞ্চুরি আপ হয়ে গেছে? যা লালটুস চেহারা! বাজনার বাক্স হাতে বাজনা প্র্যাকটিস করতে যেতেন—কেউ ধরতেও পারত না যে লুচ্চামি করতে যাচ্ছেন। বাক্সর মধ্যে কি থাকত স্যার? বীয়ারের বোতল?'

ঠোঁট নড়ল অতুল দের—স্বরভঙ্গ হওয়ার দরুন শব্দ বেরোলো না।

ইন্দ্রনাথ তখনো নিষ্করুণ। মিছরী হাসি হেসে বললে—'খুব ফুর্তি করেছেন—ফাঁক রাখেন নি কোথাও। কিন্তু পার পেলেন কি? গেল সব গুবলেট হয়ে। মেরে বুলবুল অতুল দে—এবার যে ব্রাদার হাতকড়া পরতেই হবে।'

ভাঙা গলায় বললেন অতুল দে—'প্রমাণ কি?'

'এই তো মধুবাবুর মুখে মধু ঝরছে। খুনের চার্জ তো পরে—আপাততঃ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট অফ এইটিন ফিফটিএইট অ্যাণ্ড ফিফটিনাইন অনুযায়ী আপনাদের লকআপে তো ঢোকাই—মেরে পাট করে বার করে নেব বাকী কথাগুলো।'

অতুল দে'র লাল মুখখানা এতক্ষণে সাদা হয়ে এল—দ্রুত রক্ত নেমে যাচ্ছে মুখ থেকে।

সহসা মুখচ্ছবি পাল্টে গেল ইন্দ্রনাথের। গ্র্যানাইট রেখায় কঠোর হল শক্ত চোয়াল। কালকেউটে হিসহিসিয়ে উঠল চাপা কণ্ঠে—'ওয়াকি-টকি ট্রান্স-মিটার দিয়ে কাকে হুঁশিয়ার করছিলেন অতুলবাবু? স্যাঙাৎকে?'

হারমোনিয়ামের খানকয়েক রীড একসঙ্গে চেপে ধরা হল যেন। দেশপাণ্ডে আর নাগরাজনের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল দুর্তিন রকমের সুর। বিস্ফারিত হল পেচকচক্ষু। বাঁ-চোখটা আচমকা বার-দুই বন্ধ করলেন পীরভয়—তার বেশী

BanglaBook.org

কিছু নয়।

কিন্তু সাবাস অতুল দে। ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। কোলের ওপর রাখা লম্বাটে ধাঁচের চামড়ার কেসে মোড়া বস্তুটির ওপর শুধু একবার হাত বুলিয়ে নিলেন পরম স্নেহে। বস্তুটির মাথা থেকে ছ ইঞ্চি লম্বা টেলিস্কোপিক এরিয়েল উঠে আছে শূন্যে।

বললেন কাঠচেরা কর্কশ গলায়—'কাউকে না তো? এইমাত্র হাতে এল মেশিনটা—দেখছিলাম নাড়াচাড়া করে।'

বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে ইন্দ্র—'তাই নাকি? লটকানি মাল? কিনলেন হককের কড়ি দিয়ে? হরিণবাড়ি গেছেন কখনো? বচন ছুটে যাবে পুলিশের খানদুই লাপেটা খেলে।'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন। আপনার চাকরী খেয়ে নিতে পারি জানবেন।'

পরম কৌতুকে চোখ মুদে হেসে উঠল ইন্দ্র—শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে থেমে থেমে—'বুকের ডিসখানা আপনার মাপতে সাধ হচ্ছে। এখনো বুকনি আসছে মুখে?—এই সেদিন পুলিশ কলকাতার দু-জায়গা থেকে দুখানা ওয়াকি-টকি উদ্ধার করেছে উগ্রপন্থীদের ডেরা সার্চ করে। এক-একটা ওয়াকি-টকির পাল্লা বিশ মাইল পর্যন্ত। ভাল কথা, মিস্টার পীরভয়,' নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্র। 'মেড ইন জাপান পিয়ানো প্রেজেণ্ট করেছিলেন আপনাদের খাস্তা নির্মাকি শ্রাবস্তীকে—মেড ইন জাপান ওয়াকি-টকি আনলেন না কেন?' ঢোক গিললেন পীরভয়। ইন্দ্রনাথের ঈগল-চক্ষু ততক্ষণে বিটার্ণ করেছে অতুল দে'র ওপর। ছোঁ মারার ভঙ্গিমায় বলে উঠল বিদ্রূপতরল কণ্ঠে—'ওকী, অতুলবাবু! হাত দিয়ে ঢাকছেন কেন? নামটা আগেই দেখেছি—BEL··· ভারত ইলেকট্রনিকস লিমিটেড। দিশি মাল ব্যবহার করেন এ তো ভাল কথা। তবে কি জানেন, এগুলোর রেঞ্জ তত বেশী নয়। মাত্র দেড় মাইল। আপনাদের স্যাংাৎ তাহলে দেড় মাইলের মধ্যেই ঘাপটি মেরে আছে বলুন?'

ঘর নিস্তব্ধ। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটলো সবার আগে দেশপাণ্ডের কপালে। তারপর নাগরাজন রুমাল বার করে বুলিয়ে নিলেন ললাটে। একমাত্র পীরভয় ব্রোঞ্জের মূর্তির মত সটান দেহে বসে রইলেন আড়ষ্ট মুখে।

চোখের কোণে চামড়া কেঁপে উঠল থিরথির করে অতুল দে'র। ইন্দ্রনাথ যেন লক্ষ্যই করল না। বলল দেবনাথকে উদ্দেশ করে—'তুই এক কাজ কর। চার্জ ফ্রেম করবার সময়ে গোটা সাতেক সেকশন ঢুকিয়ে দে। মাড়ার চার্জ আনতে গেলে যা-যা দরকার। ওয়াকি-টকি রাখার স্পেশাল লাইসেন্স পুলিশ, আই-ডি, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট, সি-বি-আই, কাস্টমস, এয়ারলাইন্স ছাড়া আর কেউ পায় না। এঁরা সেই আইন ভেঙ্গেছেন। এই গেল পয়লা নম্বর চার্জ। তারপর থাকবে পাপ-ব্যবসায়ে শ্রাবস্তী গুহকে টেনে আনার অপরাধ। তারপর চল্লিশ হাজার টাকা চুরির অপরাধ—'

BanglaBook.org

'চল্লিশ হাজার টাকা ! কার টাকা ?' পীরভয় যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে ভারী গলায় কথা কয়ে উঠলেন।

'সেকী ! মেয়েটাকে খুন করলেন, দেরাজ খুলে তার পাপ-ব্যবসায়ে জমানো চল্লিশ হাজার পকেটস্থ করলেন—এখন আকাশ থেকে পড়ছেন কেন ?'

ঘন ঘন ঢোক গিলতে লাগলেন পীরভয়।

'তবে হ্যাঁ, টাকাটা আপনাদেরই ফুর্তির খরচ। দুবছর ধরে টাকা ঢেলেছিলেন —গা-ঢাকা দেওয়ার সময়ে সে টাকা গস্ত করেই সটকেছেন। গুরুদেব বটে আপনারা। পায়ের ধুলো দেবেন ?'

ফের গরগর করে উঠলেন অতুল দে—'বাজে বকবেন না। প্রমাণ করতে পারেন ?'

'প্রমাণ চাইছেন ?' ইন্দ্রনাথ যেন নিজেই আকাশ থেকে দমাস করে এসে পড়ল ঘরের মধ্যে—'আরো প্রমাণ চাইছেন ?'

'কোনো প্রমাণই নেই আপনার। ভেবেছেন কি ভয় দেখিয়ে আর মুখ খারাপ করে কনফেসন আদায় করবেন ?' ভাল চান তো, বেরিয়ে যান—'

হেসে কুটিপাটি হল ইন্দ্রনাথ। এমন রগুড়ে কথা যেন সাতজন্মে শোনেনি, এমনিভাবে নিঃশব্দে হেসে নিল একচোট। তারপর বললে, 'পথে বসেও প্রমাণ চাইছেন ? আরাগিনি শুনেছেন, ফুর্তি করেছেন—এখনও চাইছেন প্রমাণ ?'

'গেট আউট।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান ! খাপে খাপ আবদুল্লার বাপ ! আপনার সঙ্গে আমার জমেছে ভাল—টক্কর দিয়েও সুখ আছে। ও হ্যাঁ, কি চাইছিলেন ? প্রমাণ ! প্রমাণ চাই, না ? তা হ্যাঁ, একটা প্রমাণ আছে বইকি। আপনার মত মর্কাড়বাজ মামদোবাজকে প্যাঁচে ফেলার মতই মোক্ষম প্রমাণ। ভেবেছিলেন মেয়েটার বগলে যন্তর ঢুকিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে পাতলা হবেন—যাবার সময়ে প্রমাণটাকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু পারলেন না তো ! সে প্রমাণ এখন লালবাজারে।'

চারমূর্তি যেন কাঠের পুতুল। দমবন্ধ করে শুনছে ইন্দ্রনাথের পরিচ্ছন্ন খেউড়।

দম নিয়ে বলল ইন্দ্র—'মতলবটা খ্যাসা বানিয়েছিলেন, স্যার। ঘাড় ধরে বাজনার বাক্স হাতে ঝুলিয়ে ঢুকতেন এক-একজন। বাক্সর মধ্যে থাকত বাজনা নয়—বোতল। ঢুকেই টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিতেন। টেপে রেকর্ড করা ছিল গীটার আর পিয়ানোর তালকাটা বাজনা। এমনভাবে রেকর্ড করা যে বাইরে থেকে শুনলে মনে হত, ঘরের পুরুষ মানুষটা মন দিয়ে গীটার অথবা পিয়ানো বাজাচ্ছে, ভুল করছে, থামছে, ফের বাজাচ্ছে। টেপটা এক ঘণ্টার। ঝাড়া একঘণ্টা চালু থাকত টেপরেকর্ডার—বাড়ীশুদ্ধ লোক জেনেছিল সরস্বতীর সাধনা চলছে বিরাম বিহীনভাবে—বৃন্দাবনলীলা চলছে কেউ কল্পনাও করতে

BanglaBook.org

পারে নি। পারবে কি করে? ঘর বন্ধ করে অত দামী মেশিন চালালে দূর থেকে গীটার আর পিয়ানো বাজনা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না—অথচ ফুঁতির শব্দও চাপা পড়ে যেত সেই গুমগুম আওয়াজে। সা-ব-বা স, থিঁ, থুড়ি, ফোর মাস্কেটিয়ার্স! একজনের পক্ষে একটা ঘণ্টাই যথেষ্ট, কি বলেন?'

ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেলেন অতুল দে। এতক্ষণ চলছিল গাঁটে গাঁটে টক্কর, পাঞ্জায় পাঞ্জা মেলানো। আমি তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ইন্দ্রনাথ কিন্তু সমানে সুতো ছেড়েছে, খেলিয়েছে—এখন গেঁথেছে বঁড়শি!

দু'টুকরো কমল হীরের মত জ্বলছে ইন্দ্রনাথের দুই চক্ষু। ইন্দ্রনাথ আর সেই ইন্দ্রনাথ নেই। আমূল পলেটে গিয়েছে মুখচ্ছবি। নবনীতকোমল, স্বপ্নিল চক্ষু, কবি-কবি চেহারার ইন্দ্রনাথ উধাও হয়েছে—এ সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র আপৎ-কালে যার কণ্ঠে রণদামামা গুরু গুরু শব্দে বেজে ওঠে, বিষাণ-কণ্ঠে নির্মম নিষ্ঠুরতা তাথৈ তাথৈ নেচে ওঠে, আচম্বিতে ঘুম ভেঙে যায় প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির—হিপনোটিস্টের একাগ্রতা অদৃশ্য রশ্মিরেখায় বিচ্ছুরিত হয় হীরকচক্ষুর প্লাটিনাম তারারন্ধ্র থেকে। এই মুহূর্ত যখন আসে, ইন্দ্রনাথকে তখন আর চিনতে পারি না। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। বিস্মিত হই ওর বজ্র-মেঘ মুখের ভয়াল ছবি দেখে, ভয় পাই ওর ডম্বরু কণ্ঠের তাথৈ তাথৈ নৃত্য শুনে, শিহরিত হই ওর মায়াময় চাহনির সম্মোহন-ক্রিয়া দেখে।

চার-চারজন ধনকুবের এবং ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষকে ইঁদুর নাচ নাচিয়ে এসেছে এতক্ষণ স্রেফ মিথ্যের জাল বুনে, মার্জিত খিস্তির আঘাত হেনে।

আমি জানি এমন অনেক কথা যা ঝড়ের মত বলে গিয়েছে ইন্দ্র—কিন্তু সত্যি নয়। কথার আরেক নাম মহাশক্তি—সেই শক্তিই প্রয়োগ করে এসেছে এতক্ষণ। বিনা মহড়ায় এরকম কথার জাল বিছানো শুধু ইন্দ্রনাথ রুদ্রের পক্ষেই সম্ভব। সবটাই অভিনয়—তবুও···

বঁড়শিতে গেথেছে রুই কাৎলা। শেষ টানটার মধ্যেই মোচড় দিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

ধক্‌ধকে জ্বলন্ত চক্ষু অতুল দে'র মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে এনে বললে—'জানেন আপনারা আগুন নিয়ে খেলা করেছেন? জানেন শ্রাবস্তী সাধারণ গণিকা নয়? জানেন তারও সাধ ছিল মনের মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধবে, মস্কো কনজার্ভেটরি গিয়ে পিয়ানোয় উচ্চশিক্ষা নিয়ে আসবে, ১৯৭৮ সালে ইন্টার-ন্যাশনাল কমপিটিশনে জয়েন করবে? জানেন সে কে? জানেন তার ভাবী শ্বশুরের নাম?'

কাষ্ঠ হেসে অবিশ্বাসের সুরে বললেন অতুল দে—'ইম্পজিবল! অত সাধ থাকলে এ লাইনে কেউ আসে? মহাসতী বেহুলা নাকি?'

গাণ্ডীবের টংকার ধ্বনি বেজে উঠল ইন্দ্রনাথের জবাবে—'ছোঃ। উপলব্ধির সেই সূক্ষ্মতা থাকলে ঐটুকু মেয়েকে নিয়ে এতকাণ্ড করতে পারতেন কী? বিশেষ

BanglaBook.org

একটি কারণে মেয়েটি পালিয়ে আসে দিল্লী থেকে কলকাতায়—পিয়ানোর হাত দেখে বোঝেননি খানদানী ঘরের মেয়ে ? অত্যন্ত জেদী—টাকা সঞ্চয় আর মস্কো যাওয়া ছিল ওর সেই উচ্চাশার পাথেয়। কিন্তু ওর ভাবী শ্বশুর তো ওকে খুঁজছে—দিল্লীর পুলিশকেও খবর দেওয়া আছে। ধরা পড়ার ভয়েই বাড়ী থেকে বেরোতো না শ্রাবন্তী—পরতো কনট্যাক্ট লেন্স—কটা-চোখকে কালো করার জন্যে। আপনারা ওর কি রঙের চোখ দেখেছিলেন ? কালো তো ? দেখুন তো এ চোখটাও তার কি না ?'

ঝটিতি পকেট থেকে ইমিটেশন পদ্মরাগখচিত লকেট বার করে টেবিলে রাখল ইন্দ্র। তর্জনী দিয়ে গোপন স্প্রিং টিপে ধরতেই খটাং করে উন্মোচিত হল পদ্মরাগ-ডালা। ভেতরে সেই যুগ্ম ফটোগ্রাফ। অবনীশের গালে গাল দিয়ে হাসিমুখে অতুল দে'র পানে চেয়ে আছে শ্রাবন্তী গুহ। ধূসর চোখে অসীম স্বপ্ন···ছোট্ট নীড়···পিয়ানো সঙ্গীতের সুধায় স্বর্গসম·· দু-একটি ফুটফুটে বাচ্চা···বাচ্চার মুখে মা-ডাক···স্বামীর মুখে 'ওগো' আহ্বান। ধূসর চোখের ঐটুকু পটভূমিকায় বিধৃত ওর ব্যর্থ স্বপ্নের ইতিহাস !

কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল ইন্দ্রনাথের। ব্যথাকরুণ অশ্রুসজল গাঢ় স্বর শুনেই সচমকে দেখলাম ওর হীরকচোখে সত্যিই চাপা কান্না চিক চিক করছে। নিছক অভিনয় কি এত মর্মস্পর্শী হয় ?

বলল ভেজা গলায়—'অতুলবাবু, ওর আসল নাম··· শ্রাবণী গুপ্ত। ওর ভাবী-শ্বশুরের নাম,' দিল্লীর সেই অসীম ক্ষমতাধর অমাত্যের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল চার বন্ধুর চোখেমুখে।

খাবি খেলেন নাগরাজন আর দেশপাণ্ডে। ভয়ার্ত চোখে চাইলেন পীরভয়ের পানে। দরদর করে ঘামছেন দুজনেই।

রুপোলী চুলে আঙুল চালিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাঁড়ি গলায় বললেন পীরভয়—'অতুল, গেম ইজ রিয়ালি আপ। আমরা কাদায় পড়েছি। বাঁচতে হলে সব খুলে বলাই ভালো। এঁদের চটাতে গেলে আরো ফেঁসে যাবো।'

বলে, চোখের ইঙ্গিত করলেন দেশপাণ্ডেকে। দেশপাণ্ডে কোর্টের পকেটে হাত চালিয়ে দু'তাড়া এক'শ টাকার নোট রাখলেন টেবিলে। বললেন ধরা গলায়—'বিশ হাজার !'

সর্বনাশ !

টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চায় ইন্দ্রনাথের ?

চকিত চাহনি নিক্ষেপ করলাম দেবনাথের পানে। যা ভয় করেছিলাম, তাই হয়েছে। চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময় যায়, তার মধ্যেই বুকের ছাতি ফুলে দু'গুণ হয়ে গেছে ওর। আগুন ঝরছে দু'চোখ দিয়ে। প্রচণ্ড রাগে শুধু খাড়া হতে বাকী খানকয়েক চুল। ঘুষ ওর কাছে বিষের সমান !

গেল বুঝি সব গুবলেট হয়ে।

BanglaBook.org

কিন্তু বলিহারি যাই ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে। লোভাতুর চোখে জ্বল জ্বল করে চেয়ে রইল নতুন নোটের বাণ্ডিল দুটোর দিকে।

এক পা এগিয়ে এসে কিনারা ধরে একটা বাণ্ডিল তুলে নিল আলগোছে। ওপরের নোটের নাম্বার আর শেষের নাম্বার দেখে নিয়ে বললে সুমিষ্ট কণ্ঠে—'থ্যাংকিউ।' সন্তর্পণে রুমালে মুড়ে দুটো তাড়াই রাখল পকেটে—'পুলিশকে ঘুষ দেওয়ার কথা পর্যন্ত রেকর্ড হয়ে গেল আমার সিগারেট-লাইটার টেপরেকর্ডারে।' বলে, পকেট থেকে ওর সুদৃশ্য লাইটারটা বার করে (যা শুধু লাইটারই—টেপরেকর্ডার নয়) দেখিয়ে আবার রেখে দিল পকেটে। বলল আরো মিছরীমিষ্টি গলায়—'নোটের ওপর আঙ্গুলের ছাপ তো রইলই। প্রমাণ করতে দেরী হবে না।'

আতংকিত চোখে চাইলেন পীরভয়—'সে কি কথা! ঘুষ দিতে যাবো কেন?'

'তবে কি দিলেন মিস্টার ফুর্তিবাজ?

'যাকে দক্ষিণা দেব বলে টাকাটা এনেছি, তার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম বলে নোটের তাড়া রাখলাম সামনে। আপনাদের দিতে চাইনি তো?'

চুকচুক শব্দ করে টিটকিরি দিয়ে উঠল ইন্দ্র—'কার কাছে খাপ খুলতে এসেছ শিবাজী, এ যে পলাশীর প্রান্তর—কাকে দিতে চেয়েছিলেন? বনমানুষকে?'

'বলছি, সব বলছি।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিলেন পীরভয়। 'আপনারা বসুন। আমাদের পাপের কাহিনী শুনুন। তারপর বিচার করুন—খুনী কে!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৩

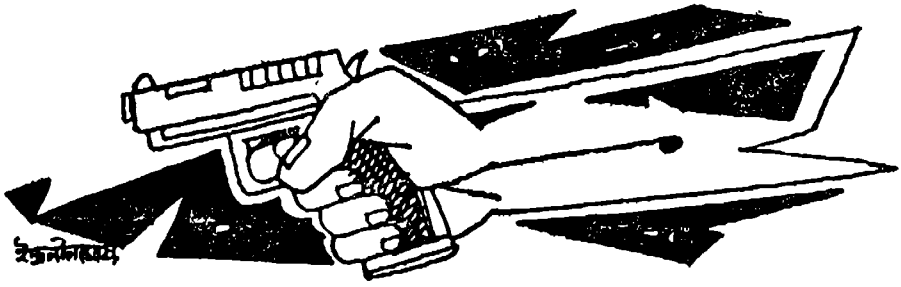

ওঁরা ছিলেন চার বন্ধু—পীরভয়, অতুল, দেশপাণ্ডে আর নাগরাজন। একসঙ্গে পড়েছেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে। প্রত্যেকের বাবা বড়লোক—ব্যবসাদার। ছেলেদের ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে তাঁরা একে-একে পরলোক গমন করলেন।

তার আগে বিয়ে দিয়ে গেলেন চারজনের। এক বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল চার বন্ধুর। বিয়ের পরেও অন্তরঙ্গতা কমল না—বরং বাড়ল। বিয়ের আগে ফি বছরে চারজনে বেরোতেন দেশভ্রমণে—বিয়ের পরে বেরোতে লাগলেন স্ত্রী-সহ চারবন্ধু। সে আর এক আনন্দ।

আনন্দ, উল্লাস, হট্টগোলভরা যৌবন অবশেষে এসে পেঁছালো বহির্দ্বারে—এবার তার বিদায় নেওয়ার সময়। প্রথম বিয়ের সেই রোমান্সও নেই কারো চিত্তে। ছেলেপুলেও হয়ে গিয়েছে। এখন গতানুগতিক সংসারযাত্রা নির্বাহ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। রঙকরা জীবনটায় সবে জং ধরতে শুরু করেছে যখন, তখন অনাস্বাদিতপূর্ব এক অভিজ্ঞতা এসে পেঁছোলো পীরভয়ের যৌবনোত্তীর্ণ জীবনে।

জাপান গিয়েছিলেন পীরভয়—জাপানী পিয়ানো এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আমদানী করার বাসনা নিয়ে। কিন্তু ডুবে রইলেন রিমঝিম অভিজ্ঞতার সরোবরে।

জাপানের রাজনীতিতে গাইশার ভূমিকা জানা ছিল পীরভয়ের। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রেও গাইশার অনুপ্রবেশ ঘটেছে জানতেন না। জানলেন শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুতে আবেশমাখানো সুখের হিল্লোল উপলব্ধি করার পর।

রাজকীয় আতিথেয়তার আয়োজন করেছিল জাপানী বিজনেসম্যানরা। সবই জাপানী প্রথায়। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পীরভয়। বিহ্বল হয়েছিলেন গাইশার সেবাযত্নে।

সুন্দরী ললনা জীবনে অনেক দেখেছেন পীরভয়—কিন্তু জাপানী বিউটি যখন সাময়িক গৃহিণী হয়ে চব্বিশ ঘণ্টার সেবাযত্ন স্বহস্তে নেয়—তখন সৌন্দর্য

BanglaBook.org

যে সহস্র ধারায় নির্ঝরিণীর মতই দেহেমনে ঝরে পড়ে—তা জানতেন না। সূর্যোদয় থেকে শুরু হত গাইশার সেবা। এমন কি কবোষ্ণ জলে পীরভয়কে বসিয়ে স্পঞ্জ ঘষে স্নান করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত—সবই গাইশার কাজ। দিনের শেষে সব বিলিয়ে দিয়ে শেষ হত গাইশার ডিউটি। পীরভয়কে ঘুম পাড়িয়ে দিত জাপানী বিউটি। অস্থিমজ্জায় সুখ আর আবেশের রিমঝিম সঙ্গীতে ধ্বনিত হত সেই কটি কথা—স্বর্গ যদিও কোথাও তবে তা এখানে, তা এখানে, তা এখানে।

এক সপ্তাহের জায়গায় একমাস কাটিয়ে জাপান থেকে ফিরে এলেন পীরভয়। এসে বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করলেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সচিত্র বিবরণ। গাইশার ফোটো সঙ্গে এনেছিলেন বন্ধুদের দেখানোর জন্যে। সরস বর্ণনা শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হলেন বাকী তিনজনে। অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া রোমান্স আর উত্তেজনা নতুন করে অনুভব করলেন প্রতিটি স্নায়ুকোষে। মাখনের মতন কোমলদেহী গাইশার অঙ্গস্পর্শ আর মাখনের মধ্যে আঙুল বসিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই শুনে পুলকিত হলেন। পরিকল্পনার অংকুরটা একটু একটু করে মাথাচাড়া দিল চারজনের মগজে।

মাঝে মাঝে মুখ বদলানোর জন্যে বাড়ীর খাবার ছেড়ে হোটেলের খাবার খেতেও ইচ্ছে যায় তো?

এতদিন ইনকাম ট্যাক্স আর সেলস ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার মত সার্বজনীন অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ নিয়ে ভাবেননি চারবন্ধু। বিজনেস নিয়ে বুঁদ হয়েছিলেন। পীরভয় জাপান থেকে এসে সন্ধান দিলেন আরেক নেশার—তিনি নিজেই তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি জাপানী নেশার ঘোর। শরীর চাইছে সেই স্বর্গীয় উত্তেজনা, মন চাইছে আবেশ।

কিন্তু কড়া বউদের চোখে ধুলো না দিলেই যে নয়। তার ওপর আছে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন পরিচিতবর্গ। চারজনেরই জানাশুনার মহল অবশ্য এই সাহেবপাড়াতেই সীমিত—তার বাইরে নয়। এপাড়ার কোথাও ওঁদের গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকলেই টনক নড়বে অনেকের—হৈ-হৈ পড়ে যাবে সমাজে। কিন্তু মধ্য কলকাতার জমজমাট রাস্তায় রাতের আঁধারে কেউ তা খেয়ালও করবে না। চিনতেও পারবে না।

শ্রাবন্তী গৃহ এসে পৌঁছোলো ঠিক এই সময়ে। কিভাবে এল—সে আর এক কাহিনী। ছানাপটির কাছে একটি ফ্ল্যাটবাড়ীতে বসানো হল তাকে। আসবাবপত্র কিনে দিলেন এঁরাই। পিয়ানো প্রেজেন্ট করলেন পীরভয়, ফ্রিজ দিলেন অতুল দে, নাগরাজন দিলেন টেপরেকর্ডার, দেশপাণ্ডে দিলেন অন্যান্য জিনিসপত্র।

শ্রাবন্তীর মঙ্গোলীয় মুখের কমনীয় শ্রী মুগ্ধ করেছিল চারজনকেই। জাপানী বিউটিকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না পীরভয়। শ্রাবন্তীর মিষ্টি হাসি,

BanglaBook.org

কোমল চুম্বন আর অমর সঙ্গীত তাঁকে সব ভুলিয়ে দিল। নতুন করে যৌবনের হল্কা অনুভব করলেন। নতুন করে কলকাতার পথেঘাটে চৈত্র-বৈশাখের কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে কৃষ্ণ এবং শ্রাবণীকে রাধা কল্পনা করলেন। সেই শিহরণ, সেই উন্মাদনা, সেই পুলককে ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

খরচপত্র? অতি সামান্য। খাসী রক্ষিতাকে মাসিক ৫০০০ টাকা দিয়ে রাখতে হয়েছিল বোম্বাইয়ের জয়ন্ত প্যাটেলকে। শ্রাবস্তী গুহর মধ্যেও রয়েছে খাসী তরুণীর 'ম্যাগনেটিজম'—অথচ দিতে হয়েছে মাসে মাত্র চার হাজার টাকা—মাথাপিছু হাজার টাকা। কালো টাকা গায়ে লাগেনি। রূপবতী গুণবতী 'সেক্স লাভ'য়ের জন্যে হাজারেরও বেশী ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না কেউ। কিন্তু জানা ছিল না শ্রাবস্তী ঐ টাকা বাঁচিয়ে ৪০,০০০ টাকা জমিয়ে ফেলেছে, জানা ছিল না শ্রাবস্তী আর একজনের বাগদত্তা, জানা ছিল না দেহমন্দিরকে সে অপবিত্র করেছে শুধু মস্কো গিয়ে সরস্বতীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে বলে।

কাকপক্ষীরও জানতে পারার কথা নয়। একটা এক ঘণ্টার টেপভর্তি গীটার আর পিয়ানো বাজনা রেকর্ড করেছিল শ্রাবস্তী। এলোমেলো ভুল বাজনা—মাঝে মাঝে বিরতি। ঠিক যেন শিক্ষার্থীর বাজনা—কান ঝালাপালা করার তালকাটা গুমগুম টুংটাং আওয়াজ। এক ঘণ্টার মেয়াদ এক-একজনের। গীটার বাজনার কালো বাক্স হাতে যেতেন এক-এক সন্ধ্যায় এক-একজন। বাক্সের মধ্যে গীটারের বদলে থাকত মদের চাট এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী। টেপরেকর্ড চালিয়ে ওরা বসত খাটে।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও গেল সব ফাঁস হয়ে—শুরু হল ব্ল্যাকমেলিং।

হঠাৎ একদিন উড়ো টেলিফোন এল পীরভয়ের কাছে। ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে এল তারের অপর প্রান্ত থেকে। কঠোর স্বরে বলল স্বরের অধিকারী—চিচিং-ফাঁক হয়ে গিয়েছে। চার বন্ধুর কীর্তিকলাপ আর কিছুই অজানা নেই। পীরভয় কিছুদিন আগে একটা প্রায় বিবস্ত্রা জাপানী তরুণীর বাঁধানো ছবি প্রেজেণ্ট করেছিলেন শ্রাবস্তীকে মনে আছে? দেওয়ালে ঝোলানো আছে ছবিটা—খাটের ঠিক পাশেই। পীরভয় এখুনি গিয়ে দেখে আসতে পারেন ছবির পেছনে। কাগজ ছিঁড়লেই চোখে পড়বে ক্ষুদে ট্রান্সমিটারটা।

এই পর্যন্ত শুনেই রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল পীরভয়ের। ধাতব কণ্ঠস্বরে ধাপ্পা এতটুকুও থাকলে এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলা যেত না। এরপর যা শুনলেন, তা আরো ভয়ঙ্কর।

গোপন ক্যামেরায় তাঁদের নিষিদ্ধ মিলনের বহু দৃশ্যও নাকি সংগ্রহ করেছে অজ্ঞাত আততায়ী। কিভাবে? মাসখানেক আগে একটা ম্যাজিক-আই লাগানো হয়েছিল শ্রাবস্তীর দরজায় মনে আছে? চাঁদনীচক থেকে মিস্ত্রী এসে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছিল না লেন্সের মধ্যে দিয়ে। দিন কয়েক আগে মিস্ত্রী এসে পাল্টে দিয়ে গিয়েছিল ম্যাজিক-আইটা। পীরভয়

BanglaBook.org

কি কোনোদিন কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে ম্যাজিক আইয়ের লেন্সের মধ্যে একটা ক্ষুদে ক্যামেরার লেন্সও বসানো ছিল ? আসলে সেটা গোপন ক্যামেরা—তাই লেন্সের মধ্যে দিয়ে চোখ চলে নি ভেতর থেকে বাইরে।

পীরভয় সেই রাতেই গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন অতি ক্ষুদে একটা জাপানী ট্রান্সমিটার—ছবির পেছনে কাগজের তলায় ফিতে দিয়ে সাঁটা। নিষিদ্ধ ছবি, বই এবং ব্লু-ফিল্ম যারা দোকানে অফিসে গিয়ে বিক্রী করে এমনি একজন দালালের কাছে অশ্লীল এই ছবিটি কিনেছিলেন পীরভয়। ছবির সামনে দাঁড়ালে দেখা যাবে ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে মিটি-মিটি হাসছে ফুলের মতই একটি জাপানী তরুণী। বিবস্ত্রা মোটেই নয়। কিন্তু ডান দিক থেকে দেখলেই দেখা যাবে বাঁ চোখ টিপে কটাক্ষ হানছে তরুণী। বাঁ দিক থেকে আরেক দৃশ্য। এবার ডান চোখ টিপে মদির হাসি হাসছে মেয়েটি।

ছবির দালাল যে অজ্ঞাত আততায়ীর চর, পীরভয় এখন তা বুঝলেন। আগে বুঝবেনই বা কি করে ? ট্রান্সমিটার ফিট করা নিষিদ্ধ ছবি ভারতীয় বাজারে বোধহয় এই প্রথম !

টেলিফোন মারফত এল পরবর্তী প্রস্তাব। পীরভয় কি চান ট্রান্সমিটার প্রেরিত তাঁদের মিলন, কথোপকথন এবং ফটো নেগেটিভগুলি পুলিশ দপ্তরে পৌঁছে যাক ? কলঙ্ককাহিনী চাপা রাখতে হলে অবশ্য কিছু টাকা ছাড়তে হবে। রাজী ?

শিউরে উঠে চারবন্ধু বসলেন সম্মেলনে—পার্ক স্ট্রীটের এই অভিজাত রেস্তোরাঁর এই ঘরটিতে ঠিক হল টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া হবে নেগেটিভ আর টেপ।

কিন্তু দুঃশাসনের মত এত দুঃসাহস কার ? কি নাম তার ? কি তার পরিচয় ?

আচম্বিতে ঘরের দরজা ফাঁক করে উঁকি মারল একটি মুণ্ড।

শিখ। মাথায় লাল পাগড়ী। চোখে বড় কাঁচের ধোঁয়াটে চশমা। মুখের দুই-তৃতীয়াংশ চাপা রয়েছে চাপদাড়িতে—সাদা কাপড় দিয়ে টান করে বাঁধা দাড়ির ভার।

'মে আই কাম ইন ?'

চমকে উঠেছিলেন চার বন্ধু। অতুল দে বলেছিলেন ভুরু কুঁচকে—'ভুল কামরায় এসেছেন।'

'আজ্ঞে না, ঠিক কামরাতেই এসেছি,' বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরে পদার্পণ করেছিল পাঞ্জাব-তনয়। খুব দামী বিলাতি পরিচ্ছদে আবৃত শরীর। আঙ্গুলে ঝকঝকে হীরের আংটি, টাইপিনে গ্রথিত কণা-সূর্যের মতন ক্ষুদ্রকায় অত্যুজ্জ্বল হীরে। সারা দেহে আতরের ভুরভুরে গন্ধ। পাতলা ঠোঁটে বঙ্কিম হাসি। হাসি তো নয়, ভোজালি।

BanglaBook.org

আগন্তুকের ধৃষ্টতায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল অতুল দে'র। তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন চেয়ার ছেড়ে। কিন্তু আগন্তুকের পাতলা ঠোঁটে ঝলসে উঠেছিল সেই ভোজালি হাসি। ধোঁয়াটে চশমার আড়ালে পলকহীন পাথর চোখ দুটি জ্বলে উঠেছিল ক্ষণেকের জন্যে। বাঁ হাতটা এতক্ষণ রাখা ছিল পেছনে—এবার এগিয়ে নিয়ে এল সামনে। দেখা গেল একটি অদ্ভুত গড়নের লম্বাটে ট্রান-জিস্টর সেট ঝুলছে মণিবন্ধ থেকে।

গ্র্যানাইট কঠিন স্বরে বলেছিল আগন্তুক—'জেন্টেলমেন, জিনিসটা জানা আছে তো?'

'ওয়াকি-টকি ট্রান্সমিটার।—লুক মিস্টার,'—দাঁত কিড়মিড় করে উঠেছিল অতুল দে'র। কিন্তু আগন্তুকের ব্যক্তিত্ব তাঁর ব্যক্তিত্বের চাইতে অনেক বেশী। পিগমি মানুষের পানে তালঢ্যাঙা মানুষ যেরকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকায় সেইভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আগন্তুক তর্জনী সংকেতে নির্দেশ করেছিল অতুল দে-কে চেয়ার গ্রহণ করতে।

বলেছিল ধীর স্থির মুদ্গর-কণ্ঠে—'হ্যাঁ, ওয়াকি-টকি ট্রান্সমিটার। এটি আপনাদের। রোজ বেলা বারোটার সময়ে সুইচ অন করবেন। আমার হুকুম নেওয়ার আর আমার সঙ্গে কথা বলার ঐ একটি সুযোগই আপনারা পাচ্ছেন।'

'কে আপনি?' তির্যক কণ্ঠে শুধোলেন পীরভয়। গোপন শঙ্কা থির-থিরিয়ে উঠল চোখের তারায়।

'আমি না বললেও তা কি বোঝেন নি,' আবার সেই ভোজালি হাসি ঝলসে উঠল পাতলা ঠোঁটে—শ্রাবস্তী গুহর সঙ্গে আপনাদের অবৈধ সম্পর্কের যাবতীয় প্রমাণ এই শর্মার দপ্তরে জমা আছে। আমার নাম? অনেক। অষ্টোত্তর শতনামও বলতে পারেন। রূপ? তাও অনেক—বহুরূপী বলতে পারেন।'

জীবন্ত প্রহেলিকার মতই আবার খরশান হাসি হেসেছিল পাঞ্জাব-তনয়। যুগপৎ বাকরোধ ঘটেছিল চারবন্ধুর দিনদুপুরে পার্ক স্ট্রীটের বুকে এ-হেন নাটক দেখে! এ যে রোমাঞ্চ গল্পেই মানায়।

কৃপাণ কণ্ঠে বলেছিল আগন্তুক—'তাই আমাকে দেখলেও চিনে রাখা যায় না। আমার নাম জেনেও কোনো লাভ হয় না। আমি আপন ভোল পাল্টাই—নামও পাল্টাই। আপাততঃ একটা নামেই চিনে রাখুন আমাকে।'

বজ্রাহতের মত চেয়ে রইলেন চারবন্ধু।

'বনমানুষ।'

একটু থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে ফের বলেছিল বনমানুষ পরিষ্কার বাংলায়—'নামটা আন-রোমান্টিক। আই কাণ্ট হেল্প। আমি বুনো—স্বভাবে চরিত্রে কাজে কর্মে—তাই আমি বনমানুষ।'

একটু থেমে—'বনমানুষ আপনারাও—মুখোশপরা। আমি কিন্তু নগ্ন—মুখোশহীন। তাই দয়ামায়াহীন। আপনারা সভ্য—আমি অসভ্য। কিন্তু

BanglaBook.org

জানোয়ার আমরা প্রত্যেকেই।'

ব্যঙ্গের হাসি হেসে শেষ করেছিল আগন্তুক—'বনমানুষের হাড়ের ভেল্কি কখনো দেখেছেন? এবার দেখবেন। হাড়ে হাড়ে টের পাবেন।'

বলতে বলতে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল তার। বলেছিল ধাতব কণ্ঠে—'টাকাটা কবে পাচ্ছি?'

ঢোঁক গিললেন পীরভয়—'কত?'

'বিশ হাজার।'

'বি-শ হা-জা-র!'

'দরদাম নেই বনমানুষের সঙ্গে। একই ফ্রিকোয়েন্সিতে বাঁধা আছে আমার ট্রান্সমিটারও। প্রতিদিন বেলা বারোটার সময় সুইচ অন করা থাকবে আমার সেটে। জানিয়ে দেবেন কখন পাচ্ছি টাকা। বিনিময়ে দেব ট্রান্সমিটারে পাঠানো কথাবার্তার টেপ রেকর্ডটা।'

'ফোটো নেগেটিভগুলো?' শুষ্ককণ্ঠে বলেছিলেন পীরভয়।

'পাবেন না—আমার কাছে থাকবে—আমার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যে—মুখোশপরা বনমানুষদের আমি বিশ্বাস করি না।'

বলে ওয়াকি-টকিটা অতুল দে-র হাতে গছিয়ে দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজার কাছে সরে গিয়েছিল বনমানুষ। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলেছিল শাণিত কণ্ঠে—'চালাকি করতে যাবেন না। আমার এজেন্ট সর্বত্র। প্রত্যেকের কাছে আছে ট্রান্সমিটার। কারো পাল্লা দেড় মাইল, কারো বিশ মাইল, কারো পঞ্চাশ মাইল। আর আমার ট্রান্সমিটারের পাল্লা শুনবেন? একশ মাইল—যা শুধু লালবাজার কণ্ট্রোল কেবিনেই আছে।' একটু থেমে—'আমার হদিশ কেউ পায় না—আমার ঠিকানা কেউ জানে না—শুধু খবর দাও আর হুকুম নেয় সারা-দিনের বিভিন্ন সময়ে। আপনারা চারজনেই আমার মনরক্ষণী—খেয়াল রাখবেন।'

উধাও হল আগন্তুক—থ হয়ে বসে রইলেন চার বন্ধু।

মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠল সেইদিনই।

যথাসময়ে টাকা পৌঁছে গেল বনমানুষের কাছে—বিনিময়রূপে এল ওঁদের পাপের অন্যতম প্রমাণ রেকর্ডিং টেপটা।

ওয়াকি-সেটটা কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে গেল না বহুলাঙ্গর ব্ল্যাকমেলার। প্রায় বার্তা আসত দুপুর বারোটার সময়ে। পেশায় যে সে স্মাগলার-সম্রাট, তা জানা গেল এইরকম কয়েকটি বার্তা শুনে। ঘড়ি, সোনা, এল-এস-ডি ইত্যাদি বহুবিধ বস্তু চোরাপথে এসে পৌঁছোচ্ছে কলকাতায়। আসছে দামী দামী ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। ওয়াকি টকি মারফত এই ধরনের বহু জিনিস ওঁদের কাছে সওদা করে চলল এই জীবন্ত প্রহেলিকাটি। ব্যবসা তার অনেক।

শ্রাবন্তী গৃহ সম্পর্কে কিন্তু নেশা কেটে এসেছিল চার বন্ধুর। খানিকটা

BanglaBook.org

আতংকও ঢুকেছিল—যদি সে-ও ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে? খুবই স্বাভাবিক। রোজগারের পথ সহসা রুদ্ধ হলে এ-শ্রেণীর মেয়েরা সব পারে।

সুতরাং একদিন ভয়ংকর ভাবনাটা কিন্তু কিন্তু করে পেশ করা হল বহুরূপী বনমানুষের কাছে। খলখল হাসি ভেসে এল ইথারের মধ্যে দিয়ে—'এর জন্যে ভাবনা কিসের? আমি সরিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু সরিয়ে দেওয়া মানে যে এইভাবে সরিয়ে দেওয়া কল্পনাও করতে পারেন নি চার ইয়ার। জানলেন যে রাতে শ্রাবন্তী বধ হবে সেইদিনই দুপুর বারোটায়। হুকুম হল—রাতে যেন শ্রাবন্তীর ছায়া মাড়ানো না হয়। যার দিন ফুরিয়েছে তাকে হুঁশিয়ার করার প্রশ্নই ওঠে না। ভয়ে কাঠ হয়ে রইলেন চার দোস্ত।

পরের দিন ভোরবেলা অতুল দে ফোন করলেন ল্যান্ডলেডী মিসেস চট্টরাজকে। রিসিভার ধরল শমিতা ঝি। বললে—হার্টফেল করে মারা গেছে সাবুদিদি। সৎকার সমিতিতে খবর দেওয়া হয়েছে।

তাই ছানাপটির কাছে গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অতুল দে। শেষ দেখা দেখবার জন্যে। সৎকার সমিতির গাড়ীর পেছন পেছন গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। তারপরেই পেরেক ঢুকে হু-হু করে হাওয়া বেরিয়ে গেল পেছনের চাকা থেকে। গাড়ী ফেলে ট্যাকসি নিলেন অতুল দে। শ্মশানে পৌঁছে দেখলেন ঐটুকু সময়ের মধ্যেই মৃতদেহ ঢুকে গেছে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন—দেহটা শ্রাবন্তী গুহরই বটে।

মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বাড়ী ফিরলেন অতুল দে। কিন্তু ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হল সান্ধ্য দৈনিকের খবর পড়ে। শ্রাবন্তী গুহর হত্যাকাণ্ড টনক নড়িয়েছে পুলিশের।

পরের দিন দুপুর বারোটায় হুকুম এল বনমানুষের—আরো চল্লিশ হাজার চাই—শ্রাবন্তীর মুখ বন্ধ করার দস্তুরি। শুধু কি শ্রাবন্তী? পর-পর আরো দুজনকে পরলোকের টিকিট ধরিয়ে দিতে হয়েছে শুধু চার বন্ধুকে নিরাপদে রাখার জন্যে। নার্স হৈমন্তী উল্টোদিকের ঘরে থাকত—অনেক কিছুই খবর রাখত—কিন্তু মুখে চাবি এঁটে থাকত সে নিজে ধোঁয়া তুলসীপাতা নয় বলে। কিন্তু পুলিশের জেরায় চার বন্ধুকে ফাঁসিয়ে দিত ঠিকই। তার সম্বন্ধে আরো দু-একটি খবর নেওয়ার পর ঝুঁকি নিতে চায়নি বনমানুষ—ট্যাকসির অ্যাকসিডেণ্ট তারই বেতার নির্দেশে ঘটেছে।

তারপর দেখা গেল টিকটিকি লেগেছে পাঞ্জরেজের পেছনে। পাঞ্জরেজ কে? অত জেনে দরকার কী? কিন্তু অনেক খবর তারও জানা ছিল। তাই সারাদিন তাকে গায়েব করে রাখার পর সরিয়ে দিতে হয়েছে গভীর রাতে।

সুতরাং আর নয়। এবার ফর্সা হতে চায় বনমানুষ। ওয়াকি-টকিতে এখন থেকে সব যোগাযোগ কাটা। পুলিশ হাল্লাক হোক, হেদিয়ে পড়ুক, তারপর-...

BanglaBook.org

টাকাটা কিন্তু আজকেই সে নিতে আসছে। চল্লিশ হাজার নগদ আর এই ওয়াকি-টকিটা। খবর এসেছে দুপুর বারোটায়।

স্তব্ধ হলেন পীরভয়।

ঘর নিস্তব্ধ।

ধীরে ধীরে কপালের শিরাদুটো দড়ির মত ফুলে উঠল ইন্দ্রনাথের। লাল পাথরের মত লাল হয়ে গেল মুখ। দেহকোষের ব্যাটারীতে ব্যাটারীতে বুঝি নতুন করে বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটেছে।

শুধলো বজ্রগর্ভ ফিসফিসানি সুরে—'কখন?'

ঘড়ি দেখলেন পীরভয়—'দশ মিনিটের মধ্যে।'

নিমেষে এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটল প্রতিটি টিশু, প্রতিটি কোষ, প্রতিটি স্নায়ু, প্রতিটি রক্ত-কণিকায়। সটান দাঁড়িয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ।

বলল চাপা গলায়—'দেব, তুই নিচে যা—গেটের কাছে থাক—আড়ালে। কি বেশে বহুরূপী আসবে—জানা নেই। আমি রইলাম এ ঘরে।'

'তোর রিভলভার?' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল দেব।

বিচিত্র হাসল ইন্দ্রনাথ। ডান হাতের চেটো দিয়ে খাঁড়ার মত বাতাসে কোপ মেরে বলল—'দরকার হবে না।—ক্যারাটে জানা আছে।'

বেরিয়ে গেল দেব। এ-কেসের শুরু থেকে দ্রুতগতিতে কাজ করতে চেয়েছিল ইন্দ্র—এখন আসছে ক্লাইম্যাকস। চরম মুহূর্ত। গড়িমসি করলে এ মুহূর্তকে ধরা যেত না।

এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠলাম আমি—ভয়ে।

ইন্দ্রনাথ যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছে। রুদ্রমূর্তিতে ফেটে পড়ার পূর্বাবস্থা।

ধীরকণ্ঠে শুধোলো অতুল দে-কে—'বেলা বারোটায় আপনাদের অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট হয়েছিল ওয়াকি-টকি মারফত। আবার সুইচ অন করেছিলেন কেন? বহুরূপীকে হুঁশিয়ার করার জন্যে?'

'হ্যাঁ,' ওষ্ঠ লেহন করে বললেন অতুল দে—'কান টানলেই মাথা এসে পড়বে এই ভয়ে ওকে ধরিয়ে দিতে চাইনি। এখন দেখছি ভুল করেছিলাম। আমরা খুন করিনি—চল্লিশ হাজার টাকাও নিইনি। অথচ—'

শুকনো হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—'একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ফোটোনেগেটিভ নেই বনমানুষের কাছে—ধাপ্পা মেরেছে আপনাদের। থাকলে প্রিন্ট প্রেজেন্ট করত একসেট। তাছাড়া—'

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল দেবনাথ। দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

'ইন্দ্র...ইন্দ্র সে এসেছিল।'

'পালিয়েছে?' বিষাণ-কণ্ঠে গর্জে উঠল ইন্দ্রনাথ।

'হ্যাঁ।—ভেতরে ঢুকেই খোঁজ নিয়েছিল মিস্টার পীরভয়রা কোথায় বসেছেন।

BanglaBook.org

বেয়ারা বলেছিল—ওপরতলায়। ও জিজ্ঞেস করেছিল—কে-কে আছে ঘরে? —পুলিশের লোক, বলেছিল বেয়ারা। শুনেই সে বেরিয়ে যায় বাইরে।'

'কতক্ষণ আগে?'

'মিনিট পাঁচেক আগে।'

'বাইরে গিয়ে দেখেছিস?'

'দেখে তবে আসছি।—ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল—ট্যাকসি নিয়ে চলে গেছে।'

'নাম্বার? ট্যাকসির নাম্বার?'

'কেউ কি দেখে রাখে?'

দুহাত এতজোরে মুঠো করল ইন্দ্রনাথ যে আঙুলের গাঁটগুলো পর্যন্ত গেল সাদা হয়ে।

দীর্ঘ কাহিনীকে এইভাবে অতর্কিতে শেষ করে দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত। অযথা ফেনিয়ে লাভ আছে কি? যা ঘটেনি তা বলতে পারব না। অতিরঞ্জন তো নয়ই।

বনমানুষকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না। অশরীরীর মত অদৃশ্য, গিরগিটির মত বহুরূপী, কেউটের মত পিচ্ছিল, হায়নার মত হিংস্র, শজারুর মত সহস্র কণ্টকময় বনমানুষ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল পার্ক স্ট্রীটের পথ থেকে।

মেঠোপথে যে-সাপের কামড়ে সহসা প্রাণবায়ু মিলিয়ে যায় শূন্যে—ধূসর সরু লম্বা সেই বিষধর কেউটের মতই তার আকৃতি এবং প্রকৃতি—সাপের রাজা শঙ্খচূড়ের মতই তার ফণার বাহার—চন্দ্রবোড়ার মত বিষের জ্বালা। ছোবল তার নির্ভুল, অমোঘ এবং নির্মম। বেহুলার সিঁথির সিঁদুররঞ্জিত কালনাগিনীর মতন সে ভয়ংকরদর্শন অথচ নির্বিষ নয়। বহুরূপী সেই বনমানুষ আজও নিখোঁজ, নিরুদ্দেশ।

মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে রহস্যের জটাজাল ছিন্নভিন্ন করে তাই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেও শূন্যকেই শুধু আঁকড়ে ধরতে হল ইন্দ্রনাথকে—কুটিল-পদ মাকড়শার মতই সে পিছলে গেল আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

কিন্তু তার হাড়টা?

পথেঘাটে চলমান সাইকেলের ঘূর্ণ্যমান স্পোকগুলো দেখে তাই আজও বুক শুকিয়ে ওঠে আমার। জানি না কবে, কখন, কোন অশুভ লগ্নে আবার শুরু হবে তাদের ভেল্কি—বিদীর্ণ হবে কোন হতভাগ্যের পঞ্জর।

শুধু জানি আমরা কেউ নিরাপদ নেই। কেউ না···কেউ না ··কেউ না।···

□

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org